ময়ূর সিংহাসন।

(ঐতিহাসিক নাটক)

(কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীহরনাথ বসু প্রণীত।

কলিকাতা
৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনের পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৯১৭

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

ময়ূর সিংহাসনের জন্য শাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহারই ইতিবৃত্ত এই নাটকের আখ্যানবস্তু। সেই কাল ভ্রাতৃবিরোধের অন্যতম পরিণাম ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ দারাসেকোর উচ্ছেদ। সর্ব্বগুণের আধার হইয়াও দারা পরাজিত—ইহা অপেক্ষা বিস্ময় ও ভাবিবার বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু দারার জীবনের এই আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ফলতাই দারাকে নাটকের উপযোগী চরিত্র করিয়াছে। জানিনা সে মহা চরিত্রাঙ্কনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি।

এই নাটকে উল্লিখিত মৌলানাশা ফকীর তৎকালের একজন সুফী মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহারই নিকট দারা হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল শিক্ষা করেন। দারার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদারতা এবং হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্ম্মমতের সমন্বয় চেষ্টা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই সেই শিক্ষার ফল। বাস্তবিক ফকীরকে বাদ দিয়া দারাকে বুঝা একরূপ অসম্ভব। সেই জন্যই এ নাটকে মৌলানাশা চরিত্রের অবতারণা। অপরাপর চরিত্র সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে 'আমিনা' ও 'আরামদাস' ব্যতীত যাবতীয় চরিত্রই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সকলের ঐতিহাসিক মূল ডাউ, ইলিয়ট, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, বার্ণিয়ার, ট্রাভার্ণিয়ার, অর্ম্মি, মেনুশি প্রভৃতি ঐতিহাসিকের লিখিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

এই পুস্তকের মুদ্রণব্যয় বহন করিয়া খয়রাধিপতি কুমার গুরুপ্রসাদ সিং বাহাদুর আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার

এই অযাচিত দানে আমি যে কতদূর মুগ্ধ হইয়াছি তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। বিধাতার নিকট কায়মনোবাক্যে কামনা করি তিনি রাজা বাহাদুরকে দীর্ঘজীবী ও চিরসুখী করুন।

৫, রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৬ই বৈশাখ, ১৩১৬।

শ্রীহরনাথ বসু

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শাজাহান	ভারত সম্রাট।
দারা সেকো, আরঙ্গজেব, মোরাদবক্স	ঐ পুত্র।
সিপির সেকো	দারার পুত্র।
জিহন আলি	দারার অনুচর।
আরামদাস বাবাজী	জ্যোতিষী।
মৌলানাশা ফকীর।	

আরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদ, গোলকুণ্ডার সুলতান, গ্রামবাসিগণ, গুপ্তচর, খোজা, প্রহরী, দূত, কারারক্ষক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রোশেনারা	শাজাহানের কন্যা।
নাদিরাবাণু	দারার পত্নী।
আমিনা	মোরাদের কন্যা।

বাঁদী, তাতারণী, বাইজী, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

ময়ূর সিংহাসন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

-:*:-

নাদিরাবাণুর কক্ষ।

নাদিরা।

নাদিরা। উপকারীর প্রাণদণ্ড! হলই বা সে রাজদ্রোহী! আমার ত সে উপকার করেছে! আমি কি তার কোন প্রতিদান দিতে পারবো না! আহা, জিহন আজ আমাদের শরণাগত! এই তার পত্র:— (পত্রপাঠ) "আমি দোষী কি নির্দ্দোষী তাহার প্রমাণ দিতে চাই না; আমি আপনার করুণা ভিক্ষা চাই। আপনার পুত্রের প্রাণদান দিয়াছিলাম বলিয়া নহে—আর্ত্তের প্রতি আপনার স্বাভাবিক যে দয়া—সেই দয়ার

উপর নির্ভর করিয়া আমি আপনার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি। আপনি আমার প্রাণ দান করুন—আমি বড়ই অভাগ্য।" জিহ্‌ন, সত্যই তুমি অভাগ্য! কঠোর রাজনীতি অনুসারে তোমার প্রাণদণ্ড হবে; আমি রমণী—সে কঠোর নীতি কি আমার হৃদয়ের ভাষা বুঝবে!

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। জেঠাই, তুমি এখানে! আমি সারা মহল তোমায় খুঁজে খুঁজে হাঁপিয়ে গেছি! একলাটী বসে বসে কি ক'চ্চ জেঠাই? কি ভাবছ? রংমহলের যেখানে যাই সেখানেই দেখি সবাই একটা না একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তোমার দেখছি ঠিক তার উল্‌টো—তুমি ত কেবল ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত! কি ভাবছ্ জেঠাই?

নাদিরা। আমিনা, তোর জিহ্‌নকে মনে পড়ে?

আমিনা। জিহ্‌ন! ওমা, জেঠাই অবাক কল্লে! তাকে আবার মনে পড়বে কিগো! তার জন্যেই ত মন কেমন কচ্চে! তারই কথা ত তোমায় বলতে এলুম! মাগো, কারাগারে তার কি কষ্ট! হাতও বাঁধা, পাও বাঁধা! কোন দিকে চলবারও যো নেই, ফেরবারও যো নেই! পিটের মাঝখানে যদি একটা মশা কামড়ায় তাহলেই ত দেখছি সর্ব্বনাশ! কি কোরে চুলকুবে? জানোয়ারদের পাগুলো পিটপর্য্যন্ত ওঠে না বটে, কিন্তু ভগবান তাদের সবাইকেই এক একগাছি কোরে ল্যাজ দিয়েছেন। তাই দিয়ে তারা, মাছি মশা ত পরের কথা, পাহাড় পর্ব্বতও উড়িয়ে দিতে পারে। মানুষের যদি অন্ততঃ কারাগারে যাবার সময় একগাছি কোরে ল্যাজ বেরিয়ে পড়ত তাহলেও বরং চলত। যখন তা হ'চ্চে না, তখন সম্রাটের যাহোক একটা ব্যবস্থা করা উচিত। কি বিপদ গা? মনে হতে হতেই যে আমার পিট সড় সড় ক'ত্তে আরম্ভ ক'ল্লে! তবু হুজুখানা

হাত ঠিক মজুত। উঃ, এতক্ষণে বোধ হয় জিহন বেচারাকে তুহাজার মশা কামড়ে দিয়েছে। তাইত কি করা যায়? জেঠাই, আর একবার ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসব?

নাদিরা। দেখে আর কি করবি মা?

আমিনা। দেখে আর কি করব—না হয় খুব কোরে তার পিটটিট-গুলো চুলকে দিয়ে আসি। এমন চুলকে দেব যে হাজার মশা কামড়ালেও আর চুলকুবে না।

নাদিরা। পাগলি, এটা বুঝিসনে মা, যাকে ঘাতকের হাতে মরতে হবে তার কি আর মশার কামড়ে সাড় থাকে? মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তে যাকে কত ভয় দেখাচ্চে, ভীষণ বজ্রধ্বনিও বোধ হয় যার কর্ণগোচর হয় না—তুচ্ছ কীটপতঙ্গদংশনে তার কি হবে মা?

আমিনা। তাই কি—তাই কি! আহা তবু ভাল! আমার মনে হয় মশার কামড়ে মরা মানুষেরও সাড়্ হয়—মশার ডাক বাজের আওয়াজের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যাহোক, জিহনের যে সে সব কিছু হ'চ্চে না—এ একটা সুখবর বটে!

(দারার প্রবেশ।)

দারা। আমিনা, কি ক'চ্চিস্?

আমিনা। কেন আমরা জিহনের কথা কইছিলুম। মাগো—তার কি কষ্ট! কারাগারে গিয়ে তাকে দেখে এলুম!

দারা। ছাখ্ আমিনা—তুই বড় দুষ্ট হয়েচিস; যেখানে সেখানে অমন কোরে যাস নি; এখন যা—সম্রাট অসুস্থ; সিপির তাঁর কাছে একা আছে—তুইও সেইখানে যা। জিহনকে দেখতে যাবার তোর দরকার কি?

[আমিনার প্রস্থান।

নাদিরা। যদি গিয়েই থাকে, তাতেই বা দোষ কি?

দারা। সে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত—তার প্রতি সহানুভূতি দেখালে সম্রাট ক্রুদ্ধ হবেন।

নাদিরা। কেন, সম্রাটের তাতে ক্ষতি কি?

দারা। সম্রাটের নিজের কোন ক্ষতি না হলেও সাম্রাজ্যের তাতে ক্ষতি আছে—অচিরে প্রকাশ্য দরবারে যাকে হয়ত প্রাণদণ্ড ভোগ ক'ত্তে হবে—তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা রাজপরিবারের কারো উচিত নয়।

নাদিরা। তবে কি রাজপরিবারভুক্ত হলে সমবেদনায় জলাঞ্জলি দিতে হয়?

দারা। রাজ্যের মঙ্গলার্থ অনেক সময় তা হয় বৈ কি; অন্তরে যাই থাক, বাহ্যিক মায়া মমতা সকলই পরিহার ক'ত্তে হয়।

নাদিরা। এই কি সাম্রাজ্যনীতি—এই কি রাজধর্ম্ম?

দারা। তা বৈ কি।

নাদিরা। তবে সাম্রাজ্য অতল জলে ডুবে যাক—ধর্ম্ম চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হোক।

দারা। কেন নাদিরা, এমন কথা বলচ?

নাদিরা। কেন বলচি, তোমায় কি তা বোঝাতে হবে। তুমি কি জান না যে উপকারের প্রতিদান উপেক্ষা নয়—প্রত্যুপকার! জিহন যেই হোক, তার অপরাধ যতই গুরুতর হোক—সে একদিন আমাদের উপকার করেছে। মনে আছে প্রভু, সেই একদিন, যেদিন শিশু সিপিরসেকো সহসা বজরার ছাদ হতে পড়ে গিয়ে নিমেষমধ্যে খরবাহিনী যমুনার বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গের সঙ্গে কোথায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে, তুমি কত কাতরভাবে মাঝিমোল্লা সকলের হাত ধরে সিপিরকে উদ্ধার

করবার জন্য অনুরোধ কোরেছিলে—সহস্র আশরফি পুরস্কার দিতে চেয়েছিলে। মনে আছে, যখন কেউ তোমার অনুরোধে বা পুরস্কারের লোভে সে দুরন্ত স্রোতে তার অন্বেষণে যেতে স্বীকার হল না, তখন তুমি কিরূপ উন্মত্ত হয়ে যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিয়েছিলে? তুমি সন্তরণে অক্ষম বলে আমি তোমায় ধরে রেখেছিলুম। তোমার সে অবস্থা দেখে আমি সিপিরের শোকও ভুলে গিয়েছিলুম। সে মানসিক উদ্বেগ, সে মস্তিষ্কের বিকার কে প্রশমিত করেছিল নাথ? সেই হারানিধিকে কে তোমার কোলে এনে দিয়েছিল প্রভু? জিহন—যে জিহন আজ কারাগৃহে অবরুদ্ধ—যার তত্ত্ব লওয়াও রাজপরিবারের অনুচিত, সাম্রাজ্য-নীতির বিরুদ্ধ, রাজধর্ম্মের অপলাপকারী—সেই জিহন! যে আমাদের সিপিরের প্রাণদাতা, তার দুঃখ দেখে আমরা দুঃখ করতে পারব না—তার মৃত্যুতেও আমরা কাঁদব না—এ কিরূপ বিধি?

দারা। কেন দুঃখ করব না—কেন কাঁদবো না—সব কোরব; কিন্তু নাদিরা গোপনে; রাজবিধিই এইরূপ!

নাদিরা। কিন্তু বিধাতার বিধানে ধর্ম্মের রাজ্যে এ উচিত বিধি নয়। তোমার কাছে অকপটে বলচি প্রভু, যেখানে মনের উচ্চবৃত্তি সকল এইরূপে নষ্ট হয়ে যায়—সে স্থান অতি ভয়ঙ্কর। হোক সে সাম্রাজ্য—হোক সে ভোগ ঐশ্বর্য্যের রঙ্গভূমি—হোক সে অফুরন্ত ধনভাণ্ডার! সে সাম্রাজ্যে শান্তি নেই—সে ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তি নেই—সে ধনে সুখ নেই। তার চেয়ে কৃষকের পর্ণকুটীর ভাল—তরুতলে তৃণশয্যা সুখকর—ভিক্ষাবৃত্তি বাঞ্ছনীয়। তাই বলি প্রভু—যে কুটিল রাজনীতির অনুসরণ কর্ত্তে গিয়ে নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হয়ে পড়তে হয়—সে নীতি দূরে থাক; এসো আমরা বনবাসে যাই।

দারা। বুঝেছি, নাদিরা, তুমি জিহনকে বাঁচাতে চাও?

নাদিরা। আমি বাঁচাতে চাই—তুমি কি চাও না প্রভু?

দারা। তোমার সাক্ষাতে সত্য বলচি, নাদিরা, জিহনের জন্য আমি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বিষম জ্বালা অনুভব ক'চ্চি। কারাগৃহে তার যা যাতনা হ'চ্চে—ঐশ্বর্য্যের কোলে শুয়ে আমার তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট হ'চ্চে!

নাদিরা। এ কষ্ট পাওয়ার চেয়ে তার প্রাণদান কর না কেন?

দারা। আমার তাতে অনিচ্ছা নাই; কিন্তু নাদিরা, জিহন আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক অভিযুক্ত। আমি তাকে ছেড়ে দিলে আরঙ্গজেব আমায় পরম শত্রু মনে করবে। তার অন্তঃকরণ বড় কঠিন—তাতে স্নেহমায়া মমতার কণিকামাত্রও কখন স্পর্শ করে নি—সাম্রাজ্যলোভে সে উন্মত্ত! এখন আমি যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করি তবে সে আমায় আক্রমণ করবে।

নাদিরা। তাই যদি করে—উপকারের প্রত্যুপকার ক'ত্তে গিয়ে যদি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনই দিতে হয়—তাতেই বা ক্ষতি কি? নাথ! তুমি আমার স্বামী—আমার সর্ব্বস্ব; তথাপি জেনো, মহৎকার্য্যে তুমি যদি প্রাণ দাও—তাতে আমি সুখী হব; কিন্তু তুচ্ছ প্রাণের জন্য অন্যায় বা স্বার্থপরতার বশীভূত হয়ে দয়া দাক্ষিণ্য মহত্ত্ব ঔদার্য্য প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণে জলাঞ্জলি দিলে আমার দুঃখের অবধি থাকবে না। নাথ, আমি জিহনের প্রাণ ভিক্ষা চাই!

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। আমি জিহনের প্রাণদণ্ড চাই!

দারা। এ কি! রোশেনারা!

রোশেনারা। হ্যাঁ আমি রোশেনারা—তোমারই সহোদরা! আমি অন্তরাল থেকে সমস্তই শুনেছি। জিহনকে তোমরা চেন না—তাই

তোমরা তার জন্য কাতর। আমি তাকে চিনি; আমি জানি জিহন মনুষ্যদেহধারী কালভুজঙ্গম; বিধাতার বিধানে তার মৃত্যুই মঙ্গলের নিদান। জিহন ক্ষমার অযোগ্য। দারা, তার প্রাণদণ্ড কর।

নাদিরা। (দারার প্রতি চাহিয়া করুণভাবে) নাথ!

দারা। (রোশেনারার প্রতি) কেন ভগ্নি ও কথা বলচ? আরঙ্গজেব তাকে অভিযুক্ত করে এখানে পাঠিয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। শুদ্ধ সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে কারো প্রাণদণ্ড করা মুসলমান দণ্ডবিধিতে সঙ্গত নয়। আরো এক কথা; জিহন এক সময় আমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করেছে; এ অবস্থায় তাকে মুক্ত করা কি অসঙ্গত?

রোশেনারা। সঙ্গত কি অসঙ্গত জানি না—সে বিচারেরও প্রয়োজন নাই; আমার ইচ্ছা জিহনের প্রাণদণ্ড!

দারা। কেন ভগ্নি, বার বার ওকথা বলচ; তোমার অসঙ্গত ইচ্ছা পরিত্যাগ কর—আমি স্থিরসংকল্প।

রোশেনারা। বেশ, তোমার সংকল্প তোমারই থাক। এখনও ত পিতা শাজাহান জীবিত; বিচারকর্ত্তা দারা নয়; বিচারকর্ত্তা তিনি। দেখি তিনি কি বলেন।

দারা। ভগ্নি, বৃথা পরিশ্রম কেন করবে। তুমি শুনে বোধ হয় সুখী হবে—পিতা কাল থেকে রাজ্যভার আমারই হাতে অর্পণ করবেন। জিহনের বিচার আমারই নিকট হবে।

রোশেনারা। ওঃ, তুমিই ভারত সম্রাট! পিতা বর্ত্তমানে! তাই বার বার আমার কথা উপেক্ষা ক'চ্চ!

দারা। উপেক্ষা নয় ভগ্নি, আমি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করচি।

রোশেনারা। ন্যায়ের মর্য্যাদা! আরঙ্গজেব যাকে অভিযুক্ত করেছে

—আমি যার জন্য অনুরোধ ক'ত্তে এসেছি—সেই বন্দীর প্রাণদানে ন্যায়ে মর্য্যাদা রক্ষা না হলেও নাদিরার মর্য্যাদা রক্ষা হয় বটে!

দারা। রোশেনারা, তুমি আত্মসম্মান বিস্মৃত হ'চ্ছ!

রোশেনারা। আমি আত্মসম্মান বিস্মৃত হ'চ্চি, না তুমি স্ত্রীর অনুরোধে রাজকর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'চ্ছ!

দারা। যাক, আমি তোমার সঙ্গে এ নিয়ে বাদানুবাদ ক'ত্তে ইচ্ছুক নই। তবে জেনে রেখো, তুমি রংমহলের নায়েবি বেগম হলেও এসব রাজনীতিক ব্যাপারে তোমার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

রোশেনারা। না—আমার নয়—নাদিরার উচিত? স্ত্রৈণের উপযুক্ত কথাই বটে!

দারা। কি, বারবার উত্তর প্রত্যুত্তর! রোশেনারা, জানো ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে? পিতার অত্যধিক প্রশ্রয়ে নায়েবি বেগমের পদমর্য্যাদায় আত্মজ্ঞানশূন্য হয়ে তোমার উদ্দাম মনোবৃত্তিকে কখন সংযত কত্তে শেখনি। তোমার ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়। আমিই এখন ভারতসম্রাট! আমার প্রথম কার্য্য তোমার পদচ্যুতি; দ্বিতীয় কার্য্য জিহনের মুক্তি!

নাদিরা। (দারার প্রতি) নাথ, আত্মসংবরণ কর। তুমি ত অধীর নও; তবে সহসা আত্মকর্তৃত্ব হারাচ্চ কেন? শুভদিনের প্রারম্ভে একি অশুভের সূচনা! ভাই ভগ্নীর বিবাদ! প্রভু, স্থির হও—রোশেনারাকে ক্ষমা কর!

রোশেনারা। থাক, অতয় প্রয়োজন নাই; রোশেনারা জিহন নয়—রোশেনারা কারুর ক্ষমার অপেক্ষা রাখে না!

দারা। রোশেনারা, চুপ কর—আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।

নাদিরা। কেন প্রভু বিচলিত হ'চ্ছ!

দারা। না নাদিরা, আমি স্থিরই আছি; তুমি সরলচিত্ত—জান না দিল্লীর রংমহলে কি উচ্ছৃঙ্খলতা বিদ্যমান। আগে গৃহের আবর্জ্জনা দূর করা আবশ্যক, পরে রাজ্যশাসন!

[দারার প্রস্থান।

নাদিরা। নাথ—নাথ—

[নাদিরার প্রস্থান।

রোশেনারা। আমি জীবিত না মৃত! রোশেনারা—রোশেনারা! এ কি সত্য? দারা আমায় অপমান করে গেল? নাদিরার সম্মুখে দারা—ঘৃণিত, অহঙ্কারদৃপ্ত, কাপুরুষ, স্ত্রৈণ দারা আমায় অপমান ক'ল্লে! ভারতসম্রাট শাজাহান যার ইঙ্গিতে পরিচালিত; ভবিষ্যতে ভারতের সর্ব্বময়ী সম্রাজ্ঞী হবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় যে রোশেনারার হৃদয় গঠিত—আজ সেই রোশেনারা অপমানিতা! সিংহিনী পদদলিতা! নাদিরা উপহাস করে রোশেনারাকে ক্ষমা করতে বলে গেল! তবে কি প্রকৃতিবিপ্লবের বিলম্ব নাই! পৃথিবী কি রসাতলে যাবে! দারা অপমান করে গেল—নাদিরা হাসলে! জাগো—জাগো--উদ্দাম মনোবৃত্তি জাগরিত হও! সুপ্তসিংহিনী জাগো—জাগো! কে কোথায় পিশাচী সয়তানী আছো—জাগো—জাগো; আমার সহায় হও; আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমায় সাহায্য কর!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৌলতাবাদে আরঙ্গজেবের প্রাসাদস্থ মন্ত্রণাকক্ষ।

আরঙ্গজেব। (স্বগত) দিল্লীর রত্নতক্তে বসে ভারত শাসন কোরবে দারা ? যে সমস্ত জীবন একবার খোদাকে ডাকলে না—পবিত্র ইসলামধর্ম্ম পদদলিত করে কাফেরের ধর্ম্মে যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে—মোগলকলঙ্ক সেই দারার অধীনস্থ হয়ে থাকব আমি ! আবার মন্দমতি দুষ্ক্রিয়াশীল মোরাদ—এতদূর স্পর্দ্ধা তার—সেও কিনা এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড স্বহস্তে ধারণ ক'ত্তে চায় ? সুদূর বাংলা দেশে মুষ্টিমেয় কাফেরের উপর আধিপত্য করে বিলাসব্যসনাসক্ত সুজাও আজ দুরাকাঙ্ক্ষার মহামোহে মুহ্যমান। সিংহাসনের প্রতি সেও কি না লোলুপদৃষ্টি ! ভেবেছিলাম তুচ্ছ ঐহিক সুখ সম্পদাদির প্রতি দৃষ্টি না করে চির ফকীরি গ্রহণ করব। এখন দেখ্‌ছি খোদার তা ইচ্ছা নয়। পিতার কার্য্য-কলাপ ভাল বোধ হ'চ্চে না—সহোদরদের কেউ উপযুক্ত নয়—কেউ ইসলামধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'ত্তে পারবে না। সুতরাং সিংহাসন আমাকেই অধিকার ক'ত্তে হবে। এতে যদি সমস্ত হিন্দুস্থান শোণিত-রঞ্জিত ক'ত্তে হয়—তাও কোরব।

(সুলতান মহম্মদের প্রবেশ।)

(প্রকাশ্যে) কে—সুলতান মহম্মদ এসেছ ?

মহম্মদ। হাঁ পিতা—আমার প্রতি কি আদেশ ?

আরঙ্গজেব। শোন বৎস; সম্রাট অসুস্থ—রাজ্যশাসনে তিনি একরূপ অক্ষম; আমার জ্যেষ্ঠ দারার বুদ্ধিতেই তিনি পরিচালিত হ'চ্চেন। আমার ইচ্ছায় আর কোন কাজ হয় না। দারার দাসত্ব স্বীকার করে থাকা আমার দ্বারা হবে না। সে আমার চেয়ে কিসে বড় যে সেই সিংহাসন পাবে? বিদ্যা বুদ্ধি ধার্ম্মিকতা—সকল বিষয়েই আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি থাকতে কেন সম্রাট দারাকে সিংহাসন দেবেন?

মহম্মদ। পিতামহের অন্যায়।

আরঙ্গজেব। শুধু অন্যায় নয় মহম্মদ—দারাকে সিংহাসন দিলে সম্রাট ঘোরতর অধর্ম্ম করবেন। মোগলের নামে তাহলে কলঙ্ক হবে, ইসলামধর্ম্মের অনিষ্ট ঘটবে, মসজিদের পাশে কাফেরের দেবালয় উঠবে, হিন্দুর মর্য্যাদা বাড়বে! সুলতান মহম্মদ, তোমার পিতাকে এই সকল স্বচক্ষে দেখতে হবে। কি ভয়ানক, আমার এ সকল কথা মনে হলে চক্ষুকর্ণ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোয়!

মহম্মদ। এর বিহিত করুন পিতা!

আরঙ্গজেব। বিহিত করব বলেই তোমায় ডেকেছি।

মহম্মদ। আমায় যা বলবেন—আমি তাই ক'ত্তে প্রস্তুত। অনুমতি করুন, এখনই পিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করি।

আরঙ্গজেব। না এখন নয়; কোন কৌশলে মোরাদকে সসৈন্যে আমার পক্ষে আনতে হবে। আমি তার উপায় ঠিক ক'চ্চি। আর বিজাপুর গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্যের সমস্ত রাজন্যবর্গের রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাদের সৈন্যসামন্তদের আমাদের দলভুক্ত করা আবশ্যক। তুমি এখনই গোলকুণ্ডার সুলতান সাহেবকে রাজ্য ত্যাগ ক'ত্তে আদেশ দাও। যদি সে কথায় অবাধ্য হয়—তার রাজ্য আক্রমণ কর। বিজাপুরও ঐরূপে করতলগত ক'ত্তে হবে। তারপর দেখব দারা কিরূপে আমায় দমন

করে; দেখব সম্রাট কেমন করে সেই মোগলকলঙ্ককে সিংহাসন সমর্থ হন।

(গুপ্তচরের প্রবেশ।)

কি খবর?

গুপ্তচর। সংবাদ অশুভ—জিহন আলি মুক্ত।

আরঙ্গজেব। কি রকম?

গুপ্তচর। শাজাদা দারা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন; অধিকন্তু সম্রাট দরবারে সর্ব্বজনসমক্ষে দারাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন।

আরঙ্গজেব। তুমি ঠিক জান?

গুপ্তচর। জাঁহাপনা, গোলাম সে দরবারে উপস্থিত ছিল।

আরঙ্গজেব। জান, মুক্তির পর জিহন আলি কোথায় গেছে?

গুপ্তচর। জানি জাঁহাপনা, জিহন এখন সম্রাট দারার অধীনস্থ কর্ম্মচারী।

আরঙ্গজেব। আচ্ছা যাও।

[গুপ্তচরের প্রস্থান।

আরঙ্গজেব। সুলতান মহম্মদ, দেখলে—দারার স্পর্দ্ধা দেখলে! আমার বন্দীকে ছেড়ে দেবার তার কি অধিকার! আমায় অপমান করা ব্যতীত এ কার্য্যে তার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আর দারার কুহকে পড়ে বৃদ্ধ সম্রাটেরই বা কি মতিচ্ছন্ন হল! কোন্ সাহসে তিনি দুর্ম্মতি দারাকে সিংহাসনে বসালেন? পিতার বোধ হয় মনে নাই যে শাজাদা আরঙ্গজেব এখনও জীবিত; অথবা বোধ হয় স্বপ্ন দেখে থাকবেন যে সিংহাসনে সম্রাট নাই—তাঁর প্রিয় পুত্র দারাও নাই—আছে শাজাদা সুলতান মহম্মদের পিতা। তাই একবার দারাকে সিংহাসনে

বসিয়ে মনের ক্ষোভ মিটিয়ে নিলেন। সুলতান মহম্মদ, শীঘ্র গোলকুণ্ডা যাত্রা কর—এ অপমানের প্রতিশোধ চাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রোশেনারার কক্ষ।

রোশেনারা।

রোশেনারা। (স্বগত) হয় প্রতিশোধ নয় মৃত্যু! নাদিরার উপহাস, দারার অপমান নীরবে সহ্য কোরে বেঁচে থাকা—অসহ্য অসহ্য! জিহন—জিহন, তুচ্ছ পরপদলেহী কুক্কুরতুল্য চাটুকার—সর্পতুল্য খল—অগ্নির তুল্য বিশ্বাসঘাতক জিহন—মোগল দরবারে যার জীবনের মূল্য একটা পাপোষের অপেক্ষাও হীন—আমার অনুরোধ উপেক্ষা কোরে নাদিরার অনুরোধে তার প্রাণ রক্ষা করা দারার রাজধর্ম্ম! তার জন্য আমার পদচ্যুতি! সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর পিতা শাজাহানের শাসনকালে যে রোশেনারার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রংমহলের মণিময় মসলিনের অন্তরাল থেকে কাবুল হতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্থান প্রকম্পিত করেছে—সেই রোশেনারার গর্ব্বের মস্তকে পদাঘাত! মূর্খ দারা, নাদিরার পালিত কুক্কুর! জান না তোমার বাসগৃহ দগ্ধের জন্য আজ ইচ্ছা করে তুমি কি আগুন সংগ্রহ কল্লে! জিহনের মুক্তি উপলক্ষে তুমি আমার অপমান করেছ; ঐ জিহনকে দিয়ে যদি তোমার সর্ব্বনাশ কত্তে

না পারি তবে বৃথা আমার জন্ম, বৃথা আমার সম্রাটদুহিতা বলে অভিমান, বৃথা আমার উচ্চাশা, বৃথা আমি নারী!

(বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। শাজাদি!

রোশেনারা। আমার পরওয়ানা নিয়ে জিহনের কাছে গেছলি?

বাঁদী। হ্যাঁ শাজাদি, তিনি দ্বারে অপেক্ষা ক'চ্চেন।

রোশেনারা। তাকে এখানে পাঠিয়ে দে।

বাঁদী। যো হুকুম। [প্রস্থান।

(জিহনের প্রবেশ।)

জিহন। (কুর্ণিশ করিয়া) শাজাদী কি আমায় তলব করেছেন?

রোশেনারা। হ্যাঁ, আমি তোমায় ডাকিয়েছি।

জিহন। নফরের প্রতি এ মেহেরবাণী কেন—অনুমতি করুন? আপনাদেরই অনুগ্রহে আজ আমি মুক্ত, নচেৎ এতক্ষণ দীনের মুণ্ড মৃত্তিকাগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ ক'ত্ত! অধীনের প্রথম কর্ত্তব্য আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন।

রোশেনারা। হ্যাঁ উচিৎ, কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন উচিৎ; তবে আমার নিকট নয়, নাদিরার নিকট; দারার নিকট; আমি তোমার মুক্তিতে কোন সহায়তাও করিনি, তোমার মুক্তিতে আমি সন্তুষ্টও নই।

জিহন। শাজাদী কি গোলামের কসুর এখনও বিস্মৃত হন নি?

রোশেনারা। না হইনি—কখন হব বলে ধারণাও ছিল না—কিন্তু আজ ধারণা অন্যরূপ! তা না হলে মহম্মদ ইরাণের হত্যাকারীকে আমি কখনও সম্মুখে জীবন্ত অবস্থায় দেখতুম না।

জিহন। শাজাদীরও কি বিশ্বাস আমি আমার হিতৈষী বন্ধু প্রভু

ইরাণ মহম্মদকে হত্যা করেছি! তা যদি হয় তাহলে আমার জীবনেই বা প্রয়োজন কি?

রোশেনারা। জিহন! আমার নিকট মনোভাব গোপন করবার চেষ্টা করো না! আমার নিকট তোমার অভিনয়ের কোন প্রয়োজন নাই! আমি তোমায় চিনি—তোমার চরিত্র আমার সম্যক জানা আছে। তুমি ইরাণের বন্ধু ছিলে! তার সঙ্গে একসঙ্গে খেলেছ, একসঙ্গে পড়েছ, একসঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছ। তারই বন্ধু বলে এত সহজে বাদশার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়েছিলে! কিন্তু বিশ্বাসঘাতক, পরশ্রী-কাতর—তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তর নিহিত পৈশাচিক হিংসাই ইরাণকে ইহলোক হতে অপসারিত করেছে! সেই জন্যই আরঙ্গজেব তোমায় বন্দী ক'রে এখানে পাঠায়। নাদিরার শরণাগত হয়ে তারই অনুগত ভৃত্য দারার অনুগ্রহে তুমি মুক্ত; কিন্তু আমিই দারার নিকট তোমার মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিলুম।

জিহন। আপনি!

রোশেনারা। হাঁ আমি, তোমার মৃত্যুতে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—কেন না ইরাণকে তুমি হত্যা করেছ; আবার ইরাণকে যে আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতুম সে কথা তুমি ছাড়া বোধ হয় জগতে আর কেউ জানতো না। তুমি গেলে আমার এ গুপ্ত ব্যাপার কখন আর প্রকাশ হবার সম্ভাবনা থাকত না।

জিহন। শাজাদী কি সেইজন্যই গোলামকে আহ্বান করেছেন?

রোশেনারা। না, সে নিমিত্ত নয়; বলিছি ত এখন আমার ইচ্ছা অন্যরূপ; আর তোমার উপর আমার কোনরূপ রাগ নাই—আর তুমি আমার শত্রু নও; আর আমি তোমার মৃত্যু কামনা করি না; আজ থেকে আমরা এক উদ্দেশ্যে চালিত, এক সূত্রে গ্রথিত, এক মন্ত্রে দীক্ষিত,

এক ভাবে অনুপ্রাণিত, এক প্রাণে উজ্জীবিত দুই সহচর—দুই বন্ধু—দুই শয়তান শয়তানী! শোন জিহন, আমি দারার সর্ব্বনাশে কৃতসংকল্প—তুমি আমার সহায় হও।

জিহন। সে কি! যে দারা আমার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছে?

রোশেনারা। হাঁা, সেই দারার আমি উচ্ছেদ করব—সে কার্য্যে তুমি হবে আমার প্রধান অস্ত্র—সেই নিমিত্তই তোমায় ডেকেছি।

জিহন। আমি, শাজাদি, আমি!—আমি দারার সর্ব্বনাশে আপনার সহায় হব! বাদশাজাদি, এ কাজ আমার অসাধ্য! আমায় ক্ষমা করুন।

রোশেনারা। জিহন! কেন আমার নিকট আত্মগোপন কর? যে ইরাণের ন্যায় বন্ধুকে হত্যা ক'র্ত্তে পারে জগতে তার অসাধ্য কার্য্য কি আছে?

জিহন। কিন্তু শাজাদি, দারা যে আজ প্রাতে আমার জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন।

রোশেনারা। হাঁা তা আমি জানি; কিন্তু তাতে কি? দারার ইচ্ছার উপর যার জীবন মরণ নির্ভর ক'র্ত্ত—এখনও করে—তার জীবনের আবার মূল্য কি? পরের অনুগ্রহে রক্ষিত যে জীবন, সেই তুচ্ছ ঘৃণিত জীবন দান করেছে বলে কৃতজ্ঞতা! যে মানুষ—যার জীবনের কোন মূল্য আছে—সে পরের অনুগ্রহের উপর কখন নির্ভর করে না! দারা তোমায় অনুগ্রহ করে প্রাণ দিয়েছে—কিন্তু তুমি যাতে ভবিষ্যতে ঐ দারার মত অনুগ্রহ করে আর্ত্তের জীবন দানে সক্ষম হও—এমন উন্নত অবস্থায় কি আপনাকে দেখতে চাও না? চিরকালই কি অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবে? মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে নিজের ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ অনুসন্ধান করবে না? সে সুযোগ সম্মুখে এলে তাকে পদদলিত করবে? দারা তোমার জীবন দিয়েছে বলে তার বিরুদ্ধে

যেতে চা'চ্চ না—কিন্তু সেই ত সুযোগ। যখন বেঁচে আছ তখন সে সুযোগ হেলায় হারাবে? জিহন, আমার কথা শোন—দারার সর্ব্বনাশে নিজের সমস্ত শক্তি পরিচালিত কর—আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হোক।

জিহন। শাজাদি, দারার অনুগ্রহে কেবল ত আমার জীবন নয়, আমার জীবনপোষণের অন্নেরও সংস্থান হয়েছে! তাঁরই অনুগ্রহে আজ থেকে আমি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর।

রোশেনারা। বটে! তবে ত উত্তম সুযোগ! তবে ত দারার ধ্বংসের পথ দারা আপনিই প্রশস্ত করেছে। জিহন আর ইতস্ততঃ কোরো না—আমার সহায় হও—আমি যা বলি শোন—আমার আদেশ পালন তোমার বৃথা হবে না! সম্রাজ্ঞী রোশেনারার অতুল ঐশ্বর্য্যে তোমার ভবিষ্যৎ ভাগ্য ভূষিত কর।

জিহন। নফরের প্রতি আপনার অসীম মেহেরবাণী! আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে ভাববো!

রোশেনারা। ভাবনা নয়! ভেবে কখন পৃথিবীতে কোন বড় কাজ হয় নি। ভাবনা কিসের? অগ্নি যখন গৃহদগ্ধ করে তখন সে ভাবে না; প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস যখন জনপূর্ণ দেশকে অধিবাসীসহ ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন সে ভাবে না; প্রবল ঝঞ্চা যখন উচ্চ গৃহচূড় ভগ্ন করে তখন সে ভাবে না; ভীষণ ভূমিকম্প যখন পৃথিবীকে রসাতলে দেয় তখন সে ভাবে না। সর্প যখন দংশন করে তখন সে ভাবে না; ক্ষুধিত শার্দ্দূল যখন নিরীহ মেষের রক্ত শোষণ করে তখন সে ভাবে না! তবে ভাবনা কিসের? শুন জিহন আলি, দারার সর্ব্বনাশ আমার লক্ষ্য—আমার উদ্দেশ্য—আমার কার্য্য; সে কার্য্যে তোমাকে আমার সহায় হতেই হবে!

জিহন। ভাবনা! ভাবনা নয়, শাজাদি—ভয়! দারার যে এখন

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! তাঁর বিরাগভাজন হয়ে কদিন দুনিয়ায় থাকতে পাব শাজাদি?

রোশেনারা। মরণের যদি ভয় থাকে জিহন, তবে জেনো সহস্র দারা সহস্র দিক থেকে তোমায় রক্ষা ক'ল্লেও রোশেনারার রোষকটাক্ষ এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না। সবদিক যদি বজায় রাখতে চাও—নিজের প্রাণের মমতা যদি থাকে—তবে ভয় ভাবনা দূরে নিক্ষেপ কোরে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে চল।

জিহন। আমায় কি ক'ত্তে হবে অনুমতি করুন?

রোশেনারা। দারার কাছে যেমন আছ তেমনি থাক। ভেতরে ভেতরে মোরাদকে যাতে ভুলিয়ে আরঙ্গজেবের পক্ষে নিয়ে যেতে পার তার চেষ্টা কর। আমি শীঘ্রই দৌলতাবাদে আরঙ্গজেবের কাছে যাচ্চি।

জিহন। বেগম সাহেবা, শাজাদা আরঙ্গজেবই যে আমায় অভিযুক্ত করেছিলেন?

রোশেনারা। সে জন্য ভেবো না; আমি যখন তোমার সহায় রইলুম আরঙ্গজেব তোমায় মাথায় কোরে রাখবে।

জিহন। বাদশাজাদীর মেহেরবাণী!

রোশেনারা। কিছু ভয় কোরো না; সকল সংবাদ সেখানে নিয়ে যাও। যখন যা করবে আমি তার পরামর্শ দেব। দারা মোরাদকে স্বপক্ষে আনবার চেষ্টায় আছে। দারার তরফ থেকে যে কেউ মোরাদের কাছে যাবে তাকে যেমন করে হোক বন্দী করাতে হবে।

(বেগে তাতারণীর প্রবেশ।)

তাতারণী। শাজাদি—শাজাদি!

রোশেনারা। (সরোষে) বেতমিজ—

(নাদিরার প্রবেশ।)

নাদিরা। আমিনা—আমিনা! (জিহনকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে) একি!

রোশেনারা। রাত্রে নায়েবি বেগমের কক্ষে কারো প্রবেশ করার অধিকার নেই নাদিরার সেটা জানা উচিত ছিল?

নাদিরা। নায়েবি বেগমের সঙ্গে সখ্যতা কত্তেই আসছিলুম; কিন্তু জানতুম না যে রংমহলের এ দুর্দ্দশা হয়েছে! এত পাপ খোদা সইবেন না!

[প্রস্থান।

জিহন। (ভীত হইয়া) শাজাদি!

রোশেনারা। কোন ভয় নেই! আমি তোমার সহায়। এখন যাও —সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হবে। উপস্থিত আমাদের বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ এই মুক্তারমালা গ্রহণ কর। তাতারণী, জিহনকে রংমহলের বাইরে দিয়ে আয়।

জিহন। (গমনকালে স্বগত) জবর বরাত! কামিনী কাঞ্চন দুইই লাভ করব! আশা রইল শাজাদী জিহনকে একদিন ইরাণের স্থানে অভিষিক্ত করবে! কিসের কৃতজ্ঞতা! প্রাণদণ্ড থেকে দারা বাঁচিয়েছে? অমন ঢেরলোকে বাঁচায়! তাবলে জিহন আলি কখন তৈরী খানা ছাড়তে পারে না!

[প্রস্থান।

রোশেনারা। (স্বগত) আজ বিষম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। হয় নাদিরা মরবে, নয় আমি মরব! নাদিরার কাছে কুক্কুরীর মত হয়ে যদি থাকতে হয়, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। না না, এ সব সুখ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে

মরবই বা কেমন কোরে? মরতে আমি পারবো না! আমি মরলে রংমহল শাসন কোরবে কে? অবাধে বিলাস ভোগ কোরবে কে? তার চেয়ে নাদিরা মরুক না কেন? দরিদ্রের কন্যা হয়ে সে বাদশার পুত্রবধূ হয়েছে; যথেষ্ট হয়েছে—আর কেন? সে নিজে না মরতে পারে আমি তাকে মারবো। বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। শাজাদি!

রোশেনারা। বকসিশের আশা রাখিস?

বাঁদী। শাজাদীর মর্জ্জি।

রোশেনারা। হাজার আশরফি দেব; কিন্তু শেষে নিমকহারামি করবি না ত?

বাঁদী। নুন খেয়ে গুণাগারি করতে বাঁদী শেখেনি শাজাদি!

রোশেনারা। দেখিস, কথা না বেরিয়ে পড়ে?

বাঁদী। এমন মরদ মর্দ্দানার পয়দা হয়নি, শাজাদি, যে বাঁদীর কাছ থেকে কথা বের করে নেয়।

রোশেনারা। তবে এক কাজ কর; নাদিরাবানুকে আজ রাত্রেই দুনিয়া থেকে জন্মের মত সরাতে হবে। ঘুমন্ত অবস্থায় এক ঘা ভোঁজালির কোপেই কাজ সাফ হয়ে যাবে। কেমন, পারবিত?

বাঁদী। একেবারে খুন!

রোশেনারা। শিউরে উঠ্‌লি যে? তবে তুই শাজাদীর বাঁদী হবার উপযুক্ত নোস। তোর কলিজা বড় কমজোর—তোর জান নেই—তোর দ্বারা কোন কাজ হবে না?

বাঁদী। তা নয় শাজাদি, মোটে হাজার আশরফি!

রোশেনারা। কুচ পরোয়া নেই—দশহাজার আশরফি দেব—এইবার ?

বাঁদী। পারবো।

রোশেনারা। বহুত আচ্ছা; এই ত আমার বাঁদীর উপযুক্ত কথা; আমার সঙ্গে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মোরাদের বিলাস কক্ষ।

মোরাদ।

মোরাদ। (স্বগত) হতেই পারে না! দূতের কথা আমি বিশ্বাস করি না! একি একটা সম্ভব! দারা হিন্দুস্থানের সম্রাট! চন্দ্র সূর্য্য পড়ে রইল, জোনাক জ্বালবে বাতি! ফুস্ কোরে কোথেকে কি হ'চ্চে বুঝতে পাচ্চি নে ত? কাল সংবাদটা পাওয়া পর্য্যন্ত মাথাটা দেখ্‌ছি গুলিয়ে গেছে! দিব্যি ফুর্ত্তিতে দিন কাটছিল—মসনদে বসে মনের সুখে তোফা সব মতলব আঁটা যাচ্ছিল—হুপ করে সেই অপয়া দূত বেটা এসে মাথাটা বিগড়ে দিয়ে গেল; এমন বিগড়ে দিলে যে কাল থেকে সিরাজীর সঙ্গে পর্য্যন্ত আর সম্পর্ক নেই! কোথেকেই বা থাকবে—দারা যদি বুকে বসে দাড়ী ছেঁড়ে, মোরাদের তাহলে মাটির নীচে যাওয়াই উচিৎ! না না, তাও কি কখন হয়!

(মৌলানাশার প্রবেশ।)

মৌলানাশা। মোরাদ ! আমায় ডেকেছ কেন ?

মোরাদ। এই যে ফকীর সাহেব ! বলি, সংবাদটা কি সত্যি ?

মৌলানাশা। কিসের সংবাদ ?

মোরাদ। পিতা নাকি দারাকে সিংহাসন দিয়েছেন ?

মৌলানাশা। হাঁ সত্য।

মোরাদ। তারপর ?

মৌলানাশা। তার পর আর কি, দারা রাজ্যপালন করবে।

মোরাদ। কি আশ্চর্য্য ! এইজন্য কি তোমায় ডেকেছিলুম ? তুমিও ত দেখছি সেই অপয়া সংবাদবাহীর মাস্তুতো ভাই ! আমার মাথাটাকে একেবারে মাটি করে দিতে এসেছ ! এইজন্য কি তোমায় ডেকেছিলুম নাকি ?

মৌলানাশা। তবে কি জন্য ডেকেছ ?

মোরাদ। জ্যোতিষ টোতিশ ত ঢের ঘেঁটেছ—আমার ভবিষ্যৎটা কিছু বুঝতে পা'চ্চ ?

মৌলানাশা। এ প্রশ্ন ক'চ্চ কেন ?

মোরাদ। ভাগ্যচক্রটা একটু বিগড়ে গেছে কি না ? আমার জায়গায় দারা গিয়ে বসল কেমন কোরে ?

মৌলানাশা। কেন, দারা তোমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ; তাকে সিংহাসন দিয়ে সম্রাট ত সুবিচারই করেছেন।

মোরাদ। এক চক্ষু ফকীর, শেষটা কি এই বুঝলে ?

মৌলানাশা। কেন মোরাদ ভুল বুঝছ ?

মোরাদ। দাঁড়াও ফকীর সাহেব, বোঝবার পথ ঠিক করে নিচ্চি। বাইজী—সিরাজী ! (মোরাদের মদ্যপান) কোনখানে ভুল দেখ্‌লে ফকীর ?

মৌলানাশা। ভ্রাতৃহিংসা—জ্যেষ্ঠের সম্মানে নিজেকে সম্মানিত মনে না করে অপমানিত মনে করা—কোন ধর্ম্মে লেখে মোরাদ?

মোরাদ। মোরাদের ধর্ম্মে লেখে; মোরাদকে ধর্ম্ম দেখিও না ফকীর, তার সঙ্গে কাজের কথা কও।

মৌলানাশা। যা জিজ্ঞাসা ক'চ্চ তারই ত উত্তর দিচ্চি!

মোরাদ। ও সব বেসুরো উত্তর—আমি শুন্‌তে চাই না; বলে দাও কতদিনে পিতার সিংহাসন অধিকার করব?

মৌলানাশা। মোরাদ, দুরাশা হৃদয়ে পোষণ কোরো না!

মোরাদ। ফকীর সাহেব, তোমারও দেখ্‌ছি মাথাটা গুলিয়ে গেছে! একবার বেশ করে ভেবে বল—

মৌলানাশা। বেশ করে ভেবেছি; দুরাশা—দুরাশা!

মোরাদ। বেশ—বেশ বাবা, আর তোমার সঙ্গে বাকযুদ্ধে দরকার নেই! সরে পড়—সরে পড়; আমার ফুর্ত্তি চাই—ফুর্ত্তি চাই—দুনিয়া বড় বেসুরো হয়ে গেছে—

মৌলানাশা। খোদা তোমায় সুমতি দিন!

[প্রস্থান।

মোরাদ। এ সব বলে কি? ঐ দোষেই আমিনা বেটীকে বাড়ীছাড়া করেছি; সেই মুখপোড়া দূত বেটার মুখ আর কখন দেখব না; ফকীর বাবার পায়েও আজ থেকে নমস্কার! দুরাশা, দুরাশা! কিসের দুরাশা? কোথাকার দারা? যাক সব জাহান্নামে—মোগল সিংহাসন মোরাদের!

(নর্ত্তকীদিগের প্রবেশ ও মোরাদের মদ্যপান)

এসো নাচনাওয়ালীরে! ফুর্ত্তিসে নাচো, দেলখোস সুরে দুনিয়াটাকে উল্টে দাও!

নর্ত্তকীগণ। গীত।

ঐ ছুট্‌ছে মলয় বায়—
আমার প্রেম সায়ারে সাঁতার দিতে
আসবি যদি আয়।
তারাফুল উঠ্‌ছে ফুটে, শেফালি পড়্‌ছে লুটে,
নীলিমার নয়ন হতে স্থধা ঝরে যায়।
তোরা আসবি যদি আয়, তোরা ভাসবি যদি আয়

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নাদিরার কক্ষ।

আমিনা।

আমিনা। গীত।

মন দিয়ে মন কাঁদে কেন, আমার সে মন গিয়ে
কি মন হল।
আমি বিরলে আনমনে থাকি সদাই আঁখি ছল ছল

ভেবেছিলাম মনে মনে,
কি জীবনে কি মরণে,
সুখী হইব দুজনে কভু হবে না মন চঞ্চল।
আমার মনের আশা রহিল মনে জীবনে
কি ফল বল ॥

(স্বগত) না—কিছুই আর ভাল লাগে না; কেউ একবার দেখেও দেখে না; কেউ আমায় ভালবাসে না!

(সিপিরের প্রবেশ।)

সিপির। আমিনা, তুমি এখানে? একলাটী রাতদুপুরে আপনা আপনি কি বলছিলে? কেউ তোমায় ভালবাসে না? কেন আমিনা, আমি ত তোমায় ভালবাসি।

আমিনা। তুমি! তুমি ভালবাস বটে—আবার বাসোও না!

সিপির। হাঁ না—এ কি রকম কথা আমিনা? তোমার হেঁয়ালী ভাই আমি কিছু বুঝতে পারিনে!

আমিনা। হুঁ; এইটে আর বুঝতে পাল্লে না—এতো খুব সোজা; এর চেয়ে আমি কত বড় বড় হেঁয়ালী জানি!

সিপির। তা এইটের মানে বুঝিয়ে দাও না ভাই?

আমিনা। কি জান, যখন তুমি বাগানে কি যমুনার ধারে আমার সঙ্গে বেড়াও—আমার গান শোন—ফুল তোলা নিয়ে আমার সঙ্গে মিছি মিছি ঝগড়া কর—ছেলে মানুষের মত কেমন লুকোচুরি খেল—তখন মনে হয় তুমি আমায় সত্যি সত্যি বুঝি একটু—এই এতটুকু—ভালবাস। আবার যখন সারাদিন খুঁজেও আমি তোমার দেখা পাইনে—দেখা পেলেও

দুটো কথা কইতে না কইতে 'কাজ আছে' বলে টুক করে তুমি পালিয়ে যাও—আর আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে যাই—তখন মনে হয় সে এতটুকুও বুঝি সব ভুয়ো। আর অমনি আমার সব গুলিয়ে যায়। কাজেই মনের দুঃখে গান গাই। আর কি করব বল—একটা কাজ ত চাই?

সিপির। আমিনা, আমি কি তোমায় ভালবাসি না বলে তোমায় ছেড়ে যাই? না আমিনা, তা নয়। রাজ্যের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। পিতার কখন যে কি হয় তা বলা যায় না। তাঁরই কাজে প্রায়ই আমায় স্থানান্তরে যেতে হয়; তাই আমায় দেখতে পাও না।

আমিনা। জেঠা মশাইয়ের মঙ্গলের জন্য যদি তুমি ব্যস্ত থাক—ভালই; আমিও তাই চাই সিপির। তাঁর ভালয় তোমার ভাল। সে জন্য জীবনেও যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয়—তাতে আমি দুঃখিত হব না। কর্ত্তব্য আগে পালন কোরো ভাই? আমার জন্য যদি তুমি নিজের কাজে কখনও অবহেলা কর—তবে আমি তোমায় চাই না!

সিপির। তাই হবে; এখন আসি আমিনা—দাদা মশাইয়ের কাছে যেতে হবে। রাত অনেক হয়েছে; তুমি শোওগে।

আমিনা। তবে তুমি যাও ভাই; আমিও জেঠাইয়ের বিছানায় শুয়ে শুয়ে যমুনার কাল জলে কেমন চাঁদের আলো পড়েছে দেখি, আর গান গাই।

সিপির। মা এ ঘরে শোবেন না?

আমিনা। না, আজ আমি জেঠাইএর হাতে পায়ে ধরে এই ঘরে থাকবার অনুমতি নিইছি। আমার ঘরটা যেন কি! এখানে থেকে যমুনা কেমন স্পষ্ট দেখা যায়! যমুনার তরঙ্গ নাচে—আমার হৃদয়ও নাচে; যমুনা গান গায়—আমিও গান গাই; যমুনার কলধ্বনি আকাশে

মেশায়—আমারও কণ্ঠধ্বনি আকাশে ছড়ায়! আমাদের দুটীতে বড় ভাব কি না!

সিপির। মা কোথা শুলেন?

আমিনা। আমার ঘরে। জেঠাই কি যেতে চায়। কত করে হাতে পায়ে ধরে বল্লুম, তবে না গেল?

সিপির। অনেক রাত হয়েছে আমিনা—আর জেগে থেকো না—আমি যাই।

আমিনা। বেশত যাও না—কাল সকালে উঠে দেখব, কে কাকে আগে ডাকে?

সিপির। তা আর দেখ্‌তে হবে না—আমিই আগে উঠে তোমায় ডাকব?

আমিনা। তুমি না আমি! বেশ, দেখা যাবে।

[সিপিরের প্রস্থান।

আমিনা। গীত।

তমালতালীবন, মুগ্ধ নয়ন মন,
(তাহে) মধুপ গুঞ্জন উঠে লহরে।
শ্যাম লতিকা দল, (তাহে) কুসুম কোমল,
ইন্দু বিনিন্দিত শোভা ধরে।
সুখগন্ধবহ, বহে অহরহ,
মোহ মদিরা ঢালে আঁখিপরে।

চিত চঞ্চল ধায়, কেবা জানে কোথায়,
হিয়া আবেশে আকুল প্রেমভরে ॥

[স্থির হইয়া শয়ন ও নিদ্রা।

(ধীরে ধীরে বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। (স্বগত) এ কি, শরীর এমন হ'চ্চে কেন? সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে? জ্যোৎস্না যেন নিভে গেল; চারিদিকে অন্ধকার! অন্ধকারে কে যেন আমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্চে! ঐ বুঝি এসে ধ'ল্লে? শাণিত ছুরিকা আমার কুক্ষি থেকে নিয়ে আমার গায়ে বসিয়ে দিলে? না—না, পারবো না—ফিরে যাই। (দরজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া) দশহাজার আশরফি ছেড়ে পালাব! কেন—কেউ ত কোথাও নেই? দিব্য রাত্রি—দিব্য জ্যোৎস্না—দিব্য যমুনা বয়ে যা'চ্চে! তবে মন এমন হল কেন? মন শক্ত হ—বাঁদী দশহাজার আশরফি কখন এক সঙ্গে দেখে নি: এ সুযোগ ছাড়লে সে বাঁচবে না। না—না, আর বিলম্ব করা উচিত নয়—কাজ শেষ করে যাই। হত্যা করে এখানে থাকতে ভয় হয়—বকশিস নিয়ে জন্মের মত রংমহল ছেড়ে পালাব। (পুনরায় শয্যাসন্নিধানে গমন)
বাঃ, বেশ ঘুমুচ্চে! এক ঘা—বেশী নয়— এক ঘা; যদি চেঁচিয়ে ওঠে? উঠলই বা?

আমিনা। (স্বপ্নাবেশে) মা—

বাঁদী। স্বপন দেখ্ছে; যে দেশে যাবে, সেই দেশ দেখতে পাচ্চে? যাও বেগম সাহেবা, মার কাছে যাও। (ছুরিকা উত্তোলন প্রয়াস) একি! শরীরের বল সব কোথায় গেল? সিরাজী খেয়ে আমি টলিনে—আর এই বাতাসের ঘায়ে কাঁপচি! তাইতো—কি হল, কি হল!

আবার যে সব অন্ধকার হয়ে আসছে! রক্তপাত দেখতে হবে বলে কি? তাইতো—তাইতো! ঐ যে যমুনাও যেন লাল হয়ে উঠলো; অন্ধকারও যেন রক্তমাখা; বাতাসেও রক্তের ফুৎকার উঠছে! আর দাঁড়াতে পাচ্চিনে! শাজাদীর কাছে যাই—

[প্রস্থানোদ্যত।

(দারার প্রবেশ।)

দারা। কোথা যাস হারামজাদি?

বাঁদী। এঁ্যা—কে!

দারা। কাঁপচিস কেন?

বাঁদী। ভয়ে শাজাদা!

দারা। হাতে ছোরা কেন?

বাঁদী। সম্রাট, মাপ করুন!

দারা। কাকে খুন কত্তে এসেছিলি?

বাঁদী। প্রাণে মারবেন না শাজাদা!

দারা। জলদি বল?

বাঁদী। খোদা কি কল্লে!

দারা। তুই কার বাঁদী?

বাঁদী। জানি না।

দারা। ফের শয়তানী! শীগ্‌গির বল!

বাঁদী। ভয় করে শাজাদা!

দারা। আচ্ছা দাঁড়া; নাদিরা—নাদিরা—

আমিনা। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) এঁ্যা—কে! জেঠামশাই! আপনি না আজ নগরের বাইরে গিছলেন?

দারা। হ্যাঁ—শরীর ভাল নেই বলে ফিরে এসেছি। তুই এখানে কেন আমিনা, তোর জেঠাই কোথায়?

আমিনা। আমার ঘরে; তুমি এখানে নেই বলে আজ আমি জেঠাইএর ঘরে শুয়েছি; এ কে?

দারা। কে এ আমিনা, একে চিনিস?

আমিনা। (বাঁদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া) তাইতো—কে—এ! দাঁড়া দাঁড়া—তোকে দেখি; মুখ লুকুচ্চিস কেন? (মুখ দেখিয়া) তুই এত রাত্তে এখানে কেন?

দারা। ও কোনো বদ মতলবে এসেছিল; ওর হাতে ছোরা! এ কার বাঁদী আমিনা?

আমিনা। আগে ও আমারই কাছে ছিল—এখন নায়েবি বেগমের বাঁদী।

দারা। (বিস্মিতভাবে) রোশেনারার! ওঃ, এতদূর দাঁড়িয়েছে! হারামজাদি, সত্য বল, কাকে হত্যা ক'ত্তে এখানে এসেছিলি?

আমিনা। তুই খুন ক'ত্তে এসেছিলি? কাকে—আমাকে?

বাঁদী। না—না—তোমায় না; আর আমি লুকুব না! আমিনা—আমিনা, তুই এখানে শুয়েছিলি! ওঃ খোদা রক্ষা করেছেন! সেই জন্যই আমার হাত অবশ হয়ে গিছলো! নইলে কি হত! যাকে কোলে কোরে মানুষ করেছিলুম তাকেই খুন কত্তুম! সম্রাট, জাঁহাপনা, এখন আর আমার মরণে ভয় নেই; আমার আমিনা বেঁচে থাক—আমায় দণ্ড দিন; আর আমি কোন কথা গোপন করব না!

দারা। বল কি হয়েছিল?

বাঁদী। জাঁহাপনা, আমি নায়েবিবেগমের বাঁদী; নাদিরাবেগমকে খুন করবার জন্য তিনি আমায় দশহাজার আশরফি পুরস্কার দিতে

চেয়েছিলেন। অর্থলোভে আমি তাঁর কথায় সম্মত হই; কিন্তু খুন ক'ত্তে এসে হাত আমার অবশ হয়ে যায়! তারপর জাঁহাপনা এসে পড়েন! ওঃ খোদা রক্ষা করেছেন, খোদা রক্ষা করেছেন! নইলে এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশ হত! আমিনা—আমিনা—মা আমার!

দারা। দিল্লীর রংমহলে কি উচ্ছৃঙ্খলতা! দেখি, এর শেষ কোথায়? (বাঁদীর প্রতি) রোশেনারা নাদিরাকে কেন খুন ক'ত্তে চায় জানিস?

বাঁদী। বিশেষ জানি না, কিছু কিছু জানি।

দারা। কি জানিস বল?

বাঁদী। নায়েবিবেগমের আদেশে তাঁরই কক্ষে বাহিরের কোন লোক গোপনে আসত; আজ নাদিরাবেগম তাকে দেখতে পান। শাজাদী তাই এই কাজ কচ্ছিলেন! আমি হলুম তার প্রধান অস্ত্র! আমায় মারুন সম্রাট, আমায় মারুন!

আমিনা। না জেঠামশাই, ওকে মারবেন না—ও আমায় মানুষ করেছে; সামান্য বাঁদীকে প্রাণে মেরে লাভ কি জেঠামশাই? ও গেলে আমার কষ্ট হবে; ওকে ছেড়ে দিন?

দারা। না মা, আমি ওকে কিছু বলব না। যা বাঁদী, তুই মুক্ত; কিন্তু সাবধান!

[কুর্ণিশ করিয়া বাঁদীর প্রস্থান।

দারা। কৈ হ্যায়?

(দুইজন তাতারণীর প্রবেশ।)

দারা। আমার পাঞ্জা নিয়ে রোশেনারার নিকট যাও, বল বিশেষ প্রয়োজন; আমি তার অপেক্ষায় আছি।

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। অপেক্ষা কর্ত্তে হবে কেন দারা? আমি নিজেই এসেছি।

দারা। রোশেনারা, তোমাকে কোন কথা বলতে আমি নিজেই লজ্জিত হচ্চি; ঘৃণার কথা যে আমার সহোদরা ব'লে তোমার নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িত! তোমাকে অধিক কিছু বলতে চাই না; আজ হতে এই আগরায় তোমার আর স্থান নাই; তুমি অন্যত্র বাসের আয়োজন কর; জেনে রাখ অতঃপর তোমার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্বন্ধ নেই!

রোশেনারা। দারা, আমায় হত্যা কর!

দারা। তোমার হত্যাই বিধি; কিন্তু না,—রমণীবধে প্রয়োজন নেই; তবে আমার অনুরোধ, জনসমাজে তুমি আর মুখ দেখিও না; তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠার স্থান মনুষ্যসমাজে হওয়া উচিত ছিল না।

রোশেনারা। দারা, এখনও বলছি আমায় হত্যা কর! এখনও এ হৃদয় একেবারে ভ্রাতৃস্নেহ বর্জ্জন করেনি—এখনও রমণীর কোমলতা বজ্রের কঠিনতায় পরিণত হয়নি—এখনও তোমার স্বর, তোমার দৃষ্টি, তোমার অবয়ব, রোশেনারার প্রতিছায়া ব'লে মনে হ'চ্চে; দারা, এখনও রোশেনারা স্নেহ-শালিনী ভগ্নি; সেই স্নেহেরই বশীভূত হ'য়ে এখনও বলছি—হয় আমায় হত্যা কর, নচেৎ আমায় অপমান করেছ ব'লে আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাও; আমি তোমায় মার্জ্জনা ক'রে তৃপ্ত হই—আমার হৃদয়জ্বালার শান্তি করি।

দারা। তোমায় আমি হত্যা করব না; যদি অপমানই তোমার হৃদয়জ্বালার কারণ হয়, তবে তুমি বেঁচে থেকে তিল তিল ক'রে সে

আগুনে পুড়ে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর ; নরহত্যাকারিণী গর্ব্বিনীর সেই উপযুক্ত শাস্তি !

রোশেনারা। (স্বগত) এত দম্ভ ! দারা গর্ব্বের শিখরে, আর আমি—আমি—কোথায়—কত নিম্নে—পদাহতা, অপমানিতা, নরহত্যাপরাধে অভিযুক্তা, ঘৃণিতা, গৃহতাড়িতা, ভিখারিণী ! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ! বেশ ! তাই হোক ! দারা, স্বেচ্ছায় আকণ্ঠ বিষপান ক'ল্লে ! রৌদ্রতপ্ত বালুকাপ্রান্তরে যখন বিষের জ্বালায় ছটফট কর্ত্তে কর্ত্তে মৃত্যুতৃষ্ণানিবারণের জন্য হাহাকার করবে—তখন এই রোশেনারাকে মনে ক'র, তখন এই নরহত্যাকারিণী গর্ব্বিনীকে মনে ক'র, তখন এই উপেক্ষিতাকে মনে ক'র !

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

-:*:-

শাজাহানের বিশ্রাম কক্ষ।

শাজাহান ও দারা।

শাজাহান। যুদ্ধ তাহলে অনিবার্য্য?

দারা। বোধ হয়।

শাজাহান। তাইতো!

দারা। আপনার আর তাতে ভাবনা কি পিতা?

শাজাহান। ভাবনা কিসের জিজ্ঞাসা ক'চ্চ দারা? যে দুঃখী তারই ভাবনা। আমার মত দুঃখী দুনিয়ায় আর কে আছে; আমার মত ভাবনাই বা জগতে কে ভাবে? পুত্রের পিতা হলেই তাকে ভাবতে হয়। আবার যখন দেখতে পা'চ্চি আমার চারি পুত্রের মধ্যেই অসদ্ভাব, সে অসদ্ভাবের ফলে সাম্রাজ্য-ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—তখন বিষম ভাবনা ব্যাধি আমায় জর্জ্জরিত করবে না?

দারা। সব সত্য ; কিন্তু ভেবে তো কোন ফল নাই। আপনার শরীর ভগ্ন। এ অবস্থায় কোনরূপ মানসিক উদ্বেগ বা রাজ্যচিন্তা আপনার স্বাস্থ্যসুখের অন্তরায়। আপনি স্থির হোন ; আমি চিরদিনই আপনার আজ্ঞাকারী ভৃত্য। আপনার সাধের ভারতে শান্তির রাজ্যে অশান্তি আসে আমার তা ইচ্ছা নয় ; সহোদরদের প্রতি এখনও আমার স্নেহ অক্ষুণ্ণ ; সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিচ্ছেদ করা আমার অনভিমত। মোরাদকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় আছি ; আরঙ্গজেবের সঙ্গে সখ্যতা করব বলে সিপিরকে তার কাছে পাঠাচ্চি। দেখি কি হয় ?

শাজাহান। বৃথা চেষ্টা দারা, কিছুতেই কিছু হবে না—রাজ্যলোভ বড় লোভ !

দারা। পিতা, তাই যদি হয়—আপনার বিশাল সাম্রাজ্যের ভার আমার সহোদরদের হাতে অর্পণ করুন। আমার রাজ্য ধনে আবশ্যক নেই ; আপনার চরণ সেবা কোত্তে পা'ল্লেই আমার জীবন সার্থক হবে।

শাজাহান। দারা, তুমি স্বভাবতঃই যেমন উদারপ্রকৃতি, তার উপযুক্ত কথাই বলেছ। জানি, তুমি বিলাসভোগে উন্মত্ত নও—জানি তুমি চিরদিনই প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষী, ভ্রাতৃবৎসল, পিতৃভক্ত সন্তান। কিন্তু, বাবা, তুমি ছাড়া এ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য কাকে দেব ? সাম্রাজ্য যতই বড় হোক না কেন, সিংহাসন এক। অথচ তোমার তিন সহোদর—সকলেই কূটবুদ্ধি, মন্দমতি। একজনকে সিংহাসন দিলে অপর দুজন রাজ্যে মহা অশান্তি উৎপন্ন কোরবে। অসুখের রাজ্যে, অত্যাচারের পীড়নে অগণিত রাজভক্ত প্রজা উৎপীড়িত হতে থাকবে—প্রবল বহ্নিশিখার মত বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলে উঠবে—মহাকাল গৃহ বিবাদের রূপ পরিগ্রহ কোরে এই বিপুল মোগল সাম্রাজ্যকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবে। এই ছাড়া অন্য কোনরূপ পরিণাম হতে পারে না। এক সিংহাসন দিয়ে তোমার তিন সহোদরকে

কখনই সন্তুষ্ট কত্তে পারবো না। যুদ্ধ হয় হোক—অশান্তি আসে আসুক; ধার্ম্মিক তুমি—তুমিই আমার সিংহাসনের অধিকারী। ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করবেন।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। গোলকুণ্ডার সুলতান শাহানশা বাদশার সাক্ষাৎকামনায় এসেছেন।

শাজাহান। সেলাম দাও।

[কুর্ণিশ করিয়া দূতের প্রস্থান।

অসময়ে গোলকুণ্ডাধিপতি এখানে কেন?

দারা। বোধ হয় সম্রাট অসুস্থ শুনে এসেছেন।

শাজাহান। না—আমার বোধ হয় সংবাদ ভাল নয়।

(সুলতানের প্রবেশ।)

কি সংবাদ সুলতান সাহেব?

সুলতান। জনাব, আপনার অধীনস্থ এই ক্ষুদ্র সামন্তরাজা বিপন্ন হোয়ে আজ আপনার শরণাগত। তাকে রক্ষা করুন জাঁহাপনা? গোলাম পুরুষপুরুষানুক্রমে মোগলসম্রাটের অনুগ্রহ পেয়ে আসছে। আপনার কাছে অভয় পেলে ভৃত্য কাকেও ভয় কোরবে না।

শাজাহান। সে কি, কি জন্য বিপন্ন হোয়েছ রাজা? কেউ তোমায় আক্রমণ কোরেছে?

সুলতান। এখনও করেনি জাঁহাপনা—কিন্তু শাজাদা আরঙ্গজেব আমায় গোলকুণ্ডা ত্যাগ ক'ত্তে আদেশ দিয়েছেন। যদি আমি ত্যাগ না করি তবে শীঘ্রই তিনি আমার রাজ্য আক্রমণ করবেন।

শাজাহান। এমন ব্যাপার! তুমি কি কোরবে ঠাউরেছ?

সুলতান। গোলাম কিছুই জানে না—তাই সে জাঁহাপনার আশ্রয় নিতে এসেছে। সামান্য একজন সামন্ত রাজা হয়ে সম্রাটপুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কোল্লে সম্রাটের কাছে নেমকহারামি করা হবে। ভৃত্য কখনও তা কোত্তে পারবে না। এতে যদি গোলকুণ্ডার সুলতানকে ম'ত্তে হয় তবে সে তাতেও প্রস্তুত আছে। জনাব গোলামকে না রক্ষা ক'ল্লে কে রক্ষা কোরবে জাঁহাপনা?

শাজাহান। আচ্ছা তুমি যাও—যাতে তোমার কোন ক্ষতি না হয়, আমি তার চেষ্টা করব।

সুলতান। দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহে সুলতান আজ নিশ্চিন্ত হল।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

শাজাহান। দেখ দারা, কাকে সিংহাসন দেব? আমার জীবদ্দশাতেই আমার সন্তানের এতদূর স্পর্দ্ধা? অধীনস্থ রাজন্যবর্গকে কোথায় আমরা রক্ষা করব, না তাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ—তাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে আস্ফালন! তাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা খর্ব্ব কোরে গর্ব্ব করা! এই কি সম্রাটপুত্রের উপযুক্ত কাজ? এর চেয়ে দস্যুতস্কর হত্যাকারী হওয়া ভাল।

দারা। যদি না বুঝেই আরঙ্গজেব এরূপ কোরে থাকে, তাকে বুঝিয়ে বলুন না পিতা?

শাজাহান। কাকে বোঝাব? সে কি ক্ষুদ্র শিশু? যার উপর এক প্রকাণ্ড জনপদের ভার অর্পণ করেছি—তাকে আবার বোঝাব কি? রাজ্যলোভে সে উন্মত্ত, জ্যেষ্ঠকে মেরে—পিতৃহত্যা করে—যে কোন উপায়ে হোক রাজ্যলাভই যার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র, সে এখন আর শিক্ষা দীক্ষার আয়ত্তাধীন নাই।

দারা। তবে পিতা কিরূপ করবেন?

শাজাহান। কি করব? দাক্ষিণাত্যের শাসনভার আরঙ্গজেবের হাত থেকে কেড়ে নেব। যার ভয়ে আমার কোটি কোটি প্রজা সুখে আহার নিদ্রা যেতে পারবে না—সেরূপ পুত্রে আমার প্রয়োজন নাই। তাকে আমি এক অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমিও দান করব না।

দারা। পিতা, আপনাকে উপদেশ দি, আমার এমন জ্ঞান নাই—তথাপি বলচি ও সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। হতে পারে আরঙ্গজেব দুর্ব্বিনীত ও রাজশক্তির অপলাপকারী; কিন্তু পিতা, চিরদিন মন কখনও এক-ভাবে থাকে না। তার মনেরও হয়ত পরিবর্ত্তন আসবে। ভাগ্যবলে আমরা দেবতুল্য পিতা পেয়েছি। আপনি সকলকেই ক্ষমা কোরেছেন—সকলেরই ভবিষ্যতের পানে চেয়ে বর্ত্তমানের অপরাধ মার্জ্জনা কোরেছেন। কে জানে আমার সহোদর একদিন আত্মকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য অশ্রুমোচন কোরবে না? তার প্রতি এখন কঠোর হলে হয়ত সে অধিকতর দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হবে; তাই বলি পিতা সহোদরকে মার্জ্জনা করুন।

শাজাহান। প্রাণাধিক, তোমার কথাই গ্রহণ কল্লুম। এখন তুমি আর আমার পুত্র নও, আমিই তোমার পুত্র। তুমি আমার সমস্ত হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে আছ। তোমার মত পুত্রের কথামত কার্য্য না ক'ল্লে পিতার কর্ত্তব্যপালনে আমার ক্রুটী হবে। উপস্থিত গোলকুণ্ডা-পতিকে রক্ষা করা আবশ্যক; তিনি আমাদের শরণাগত।

দারা। শরণাগতকে রক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। আমার ইচ্ছা সিপির গিয়ে আরঙ্গজেবকে আপনার আদেশ জ্ঞাপন করে। তা হলেই যথেষ্ট হবে; আপনার আদেশের বিরুদ্ধে আরঙ্গজেব কোন কাজ ক'ত্তে সাহস করবে না।

শাজাহান। বেশ তাই হোক। এই যে সিপির আসছে।

(সিপিরের প্রবেশ।)

সিপির। দাদামশাই, আমি দৌলতাবাদ যাচ্ছি—তাই আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

শাজাহান। বেশ যাও—কিন্তু একদল উৎকৃষ্ট সৈনিক নিয়ে যেও। আমার ভয় হয় পাছে তুমি সেখানে গিয়ে বিপন্ন হও; সঙ্গে যোদ্ধা থাকলে বিপদের ভয় কম হবে।

সিপির। না দাদামশাই, তাঁর কাছে সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমি যাব না। কলহ করা আমার অভিপ্রায় নয়; অথবা তিনি যাতে আমায় শত্রুভাবে দেখেন সেরূপ ভাবেও আমি সেখানে যেতে ইচ্ছা করি না। এও আমার ঘর, সেও আমার ঘর।

দারা। আমার ইচ্ছা সিপির এই ভাবেই যায়; দুই একজন অনুচর ব্যতীত আর কারো যাবার প্রয়োজন নেই।

শাজাহান। তাই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমার তাতে আপত্তি নেই। সিপির, তুমি ছেলেমানুষ, বড় গুরুতর কাজে যা'চ্চ—খুব শক্ত হবে। তুমি যে কাজের জন্য যা'চ্চ, তার উপর আর একটা গুরুতর কার্য্যভার তোমায় নিয়ে যেতে হবে।

সিপির। অনুমতি করুন।

শাজাহান। এখনই তোমার হস্তে আরঙ্গজেবকে একখানি পত্র দেব। সে গোলকুণ্ডা কেড়ে নিতে চায়; আমার তা ইচ্ছা নয়। যাতে সে ওরূপ গর্হিত কাজ না করে তাই কোরো।

সিপির। অবশ্য কোরবো।

শাজাহান। আমি পত্র পাঠিয়ে দিচ্চি; দারা আমার সঙ্গে এসো।

[শাজাহান ও দারার প্রস্থান।

সিপির। (স্বগত) গুরুতর কার্য্যে যাচ্চি; খোদার মনে কি আছে কিছুই জানি না। আমিনার কাছে এখনও বিদায় নিইনি; সরলা বালিকা! আমি গেলে হয়ত কত কাতর হয়ে পড়বে। কিন্তু কি করবো—উপায় নেই; স্নেহ অপেক্ষা কর্ত্তব্য ঢের গুরুতর।

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। সেজে গুজে কোথায় যাবে ভাই?

সিপির। দৌলতাবাদ।

আমিনা। কখন যাবে সিপির?

সিপির। এখনই।

আমিনা। অ্যাঁ, সেকি! আগে আমায় বলতে হয়?

সিপির। কেন, একদিন তো আমি তোমায় বলেছিলুম।

আমিনা। সে একটা কথার কথা, বেশ পরিষ্কার কোরে বলতে হয়?

সিপির। কেন আমিনা, তাতে তোমার লাভ?

আমিনা। লাভ অনেক; আমি তাহলে যাহোক একটা ব্যবস্থা ক'ত্তুম।

সিপির। কিসের ব্যবস্থা আমিনা?

আমিনা। সময় কাটাবার।

সিপির। কেন, আমি না থাকলে কি তোমার সময় কাটান দায় হয়?

আমিনা। তা জানিনে, তবে কি একটা হয় বটে; দিন রাত্তিরগুলো সব যেন প্রকাণ্ড হোয়ে যায়, আর আমি তার মধ্যে একা!

সিপির। কেন আমিনা, আমি না থাকলে তুমি কি খেলাধূলা কর না—ভাল কোরে খাও না—মনের সুখে ঘুমাও না?

আমিনা। সব করি, কিন্তু সবই খাপছাড়া রকম হোয়ে পড়ে; খেলতে গিয়ে মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়; খেতে বসে কোনটা খেতে কোনটা খাই মনে থাকে না; ঘুমোতে গিয়ে মাথা মুণ্ড আবল তাবল ছাইভস্ম কি যে ভাবি তার ঠিক নেই—ঘুম ভাঙ্গলে ঘুমিয়ে উঠলুম না ভেবে উঠলুম—তা বুঝতে পারিনে; আবার গান গাইবার সময় সব চেয়ে মুস্কিল! গানটা বড় ভালবাসি কিনা? তাই ঐ জিনিসটা সবার চেয়ে আমায় কষ্ট দেয়। গাইতে গেলেই শরীর কেমন এলিয়ে পড়ে—মনটা কেমন কোত্তে থাকে—সুরগুলো যেন বাতাসের ঘায়ে এলোমেলো হ'য়ে আমায় ছেড়ে পালিয়ে যায়—মনের দুঃখে আমি তখন কাঁদতে বসি।

গীত।

এই ত প্রাণ দিয়েছি!
আমার মন প্রাণ যাহা ছিল সব তারে সঁপেছি।
তারে দেখে নাহি মিটে সাধ;
না দেখিলে পরমাদ,
(আমার) মিলনে বিচ্ছেদে জ্বালা—
কেন এ প্রেম করেছি।
(আমি) আপনি অনল জ্বেলে তাহে প্রাণ ফেলেছি॥

(খোজার প্রবেশ।)

খোজা। শাহানশা বাদশার পত্র আছে।

সিপির। দিয়ে যাও (পত্র গ্রহণ)।

[কুর্নিশ করিয়া খোজার প্রস্থান।

আমিনা। কিসের চিঠি সিপির?

সিপির। সম্রাট পিতৃব্যকে লিখেছেন—যাতে তিনি গোকুণ্ডা বাজে-য়াপ্ত না করেন। সুলতান বাহাদুর আজ সম্রাটের শরণাগত হোয়েছেন। আমি পিতৃব্যকে সম্রাটের পত্র দিয়ে সব কথা খুলে বলব—আর যাতে তিনি পিতার সঙ্গে সখ্যতা করেন তারও চেষ্টা করব; পিতার তাই ইচ্ছা।

আমিনা। জ্যেষ্ঠতাতের তাই ইচ্ছা! সেই জন্য তুমি যাচ্চ? তাঁর আদেশ মাথায় করে নিয়ে এখনই যাও সিপির।

সিপির। যাব—কিন্তু পা যে উঠছে না আমিনা! তুমি ভাববে—কাঁদবে—আমার যে কষ্ট হবে ভাই? আমি থাকতে পারবো কেন?

আমিনা। না—না, আর ভাববো কেন? আর কাঁদবো কেন? তুমি একটা বড় কাজে যা'চ্চ; তাতে আমার ভাবনা আসবে না।

সিপির। কেন, এই যে তুমি ব'ল্লে আমায় ছেড়ে থাকতে তোমার মন কেমন করে?

আমিনা। তখনত বলনি যে তুমি এত বড় একটা কাজে যা'চ্চ! আমি মনে কল্লুম, আমার কাছে ভাল লাগে না বলে বুঝি তুমি একটু হাওয়া খেতে যা'চ্চ। তাই বলেছিলুম, আর বলবো না। যাও সিপির, শীঘ্র যাও; নায়েবিবেগম পিতৃব্যের কাছে যাওয়া পর্য্যন্ত আমার মন বড় খারাপ হোয়েছে। তার মনে কি আছে জানি না; তুমি পিতৃব্যের কাছে গেলে হয়ত ভালই হবে। আমার জন্য ভেবো না; আমি বেশ আছি—বেশ থাকবো। এখন এসো যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথপার্শ্বে কুটীর।

আরামদাস বাবাজী।

আরামদাস। (স্বগত) লোকে হাঁড়ি কাড়ে, সরা কাড়ে—আর আমি কাড়ি নাম! বাপ মা ত সেই ছেলেবেলা ভাতের সময় একবার পাঁজি পুঁথি দেখে লছমন দাস নাম রেখেই চুপ। তারপর কতকাল কেটে গেল—মা বাপও ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ কোরে সটকে পড়ল; বুড়ো বুড়ীকে আশীর্ব্বাদ কোরে দুবেলা দুমুঠো যা চলছিল—তাও ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। গাঁয়ের লোকে আর লছমন দাসকে আমল দিলে না। কাজেই হতচ্ছাড়া গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হল। কত নতুন নতুন নাম কাড়তে লাগলুম! তার কাছে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম কোথায় লাগে বাবা! কিন্তু, বলতে নেই, সব নাম গুলোই কিছু না কিছু কাজ দিয়েছে; তবে হাঁড়ি কাড়লে যেমন একটা আধটা উৎরোয় না, আমারও তেমনি সেই গণ্ডা গণ্ডা নামের মধ্যে একটা আধটা ফেঁসে গেছে! তা সেটা নামের দোষ কি গাঁয়ের দোষ তা বলতে পারিনে! যা হোক, বেছে গুছে এবার যা নাম কেড়েছি তাতে জয়জয়কার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আহা, কি নাম! আরামদাস বাবাজী! একে বাবাজী—তাতে আবার জ্যোতিষী! সোণায় সোহাগা আর কি! কিন্তু দুঃখের মধ্যে এতদিনেও একটা বাঘভাল্লুক ঘাল ক'র্ত্তে পাল্লুম না? যাহোক, ভাগাড়ে একটা এসেছে—দেখি কি হয়। (দূরে কয়েকজন গ্রামবাসীকে আসিতে দেখিয়া) ঐ, যতশালা চুনোপুঁটির আমদানী হ'চ্চে! ভাল আপদেই পড়লুম!

(গ্রামবাসীদিগের প্রবেশ।)

১ম গ্রামবাসী। প্রণাম বাবাজি!

সকলে। প্রণাম হই ঠাকুর মশাই!

১ম গ্রামবাসী। বাবাজি, চুপ কোরে রইলে যে?

আরামদাস। (স্বগত) এই রে, মাটি কোরেছে; বিদ্বে ছিরকুটে গেছে দেখছি!

২য় গ্রামবাসী। ভাবছ কি বাবাজি?

আরামদাস। ভাবছি, গ্রহতারা, চন্দ্র সূর্য্য, সপ্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড! এ সব আর তোমরা কি বুঝবে বল?

২য় গ্রামবাসী। তা নাই বুঝলুম; কিন্তু এ সব কি ব্যাপার বাবাজি? যা গুণলে, ঠিক তার উল্‌টো ঘটল? তোমার পেট ভরিয়ে কি আমার এই হল?

আরামদাস। পেট আর ভরল কোথায় বাবা—এই দেখ, খোলের ভেতর ঢুকে গেছে!

২য় গ্রামবাসী। ও দেখে আর আমার লাভ কি? বলি, আমার পয়সাগুলি খেলে ত?

আরামদাস। রামচন্দ্র! ধাতু ভক্ষণ! আমার কুষ্ঠিতে কখন লেখেনি বাবা! আমার গুষ্ঠিতেও কখন তা করে নি।

২য় গ্রামবাসী। কথা নিয়ে একি কেঁড়েলেমী আরম্ভ ক'ল্লে বাবাজি? ঠিক কোরে বল দেখি, আমার অদৃষ্টটা গুণে বলেছিলে কি না?

আরামদাস। হাঁ, তা কি হয়েছে?

২য় গ্রামবাসী। হয়েছে চুড়ান্ত! তুমি বল্‌লে তোমার ক্রিয়ার জোরে তিন রাত্তিরের মধ্যে আমার দেইজীর ঘরে আগুন লাগবে—তাদের গিন্নির মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌বে—আর তাদের সম্পত্তি আমি হাতিয়ে নেব।

হবি ত হ—ঠিক তার উল্টো! সে বেটার কাল বাড়ীর বনেদ কাটা হল; গিন্নিমাগীর ত দেমাকে মাটীতে আর পা পড়ছে না; আমার পরিবার তার কাছে চারটী চাল চাইতে গিছলো—মাগী এমন তাকে হুমকি দিয়েছে যে বাড়ী এসে একেবারে সাতখানা তোষক মুড়ি দিয়ে ভূঁইকম্প জ্বর! এখন বাঁচে কিনা বলা যায় না! এদিকে কালরাতে ঘরে ঘটীটে বাটিটে যা ছিল, সিঁদ কেটে চোরে চুরি কোরে নিয়ে গেল! একি গুণলে বাবাজি?

আরামদাস। তা ঠিকই হয়েছে। বাবা, দুনিয়াখানা কি কেবল ফক্কিকারে চলে! ফাঁকা আওয়াজে কি বাঘ ভাল্লুক ঘাল হয়?

২য় গ্রামবাসী। ফাঁকা আওয়াজ কি রকম?

আরামদাস। নয়! তুমি একটা লোকের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে আমার কাছে এলে; তার সপিণ্ডিকরণ করবার মতলবে কায়ক্লেশে দিলে একখানি চাঁদি। এদিকে আমাদের দেবতা হ'ল তেত্রিশকোটি। কমবেশী ক'ত্তে গেলেই ফাঁপরে পড়তে হবে। কাজেই ক্রিয়ায় ব'সে চাঁদিখানি তেত্রিশকোটি ভাগ ক'ত্তে হল। সব দেবতার ত আর এক জায়গায় বাস নয়। কাজেই ওঙ্কারনাথকে স্মরণ কোরে সেই তেত্রিশকোটি চাঁদির গুঁড়ো বাতাসে ছেড়ে দিলুম। সব জায়গায় ত আর বাতাস সমান বইছে না। হয়ত চাঁদির গুঁড়ো সব জায়গায় পৌছায় নি! কাজেই কোন দেবতার কোপে পড়ে তোমার বরাতটা বিগড়ে গেল! নইলে ঠিক হত।

১ম গ্রামবাসী। আচ্ছা বাবাজি, ওর বেলা ত ঐ বললে—আমার কি হল বল দেখি? আমার বৌটাকে ছেলে হবার ওষুদ দিলে; তিন দিন পার হল না—বউশুদ্ধ কূপোকাৎ! এই ভাখো না, মাটি দিয়ে আসছি।

আরামদাস। তবে ত ঠিক হয়েছে; তোমার ত জবর বরাত!

ওষুদের জোরে শীগ্‌গির আর একখানি বউ পা'চ্চ—আর দেখে নিও, এবার বছর বছর জোড়া ফল ফলতে থাকবে! বেশী নয়, পাঁচ বৎসরের মধ্যে তোমাকে এক প্রকাণ্ড হাঁসের পাল নিয়ে এখানে আসতে হবে।

১ম গ্রামবাসী। অত হলে খাওয়াব কি বাবাজি?

আরামদাস। তবে কমিয়ে দেব।

১ম গ্রামবাসী। হ্যাঁ, সেই ভাল, সেই ভাল; দু একটী—বেশী নয়।

আরামদাস। তাই তাই।

১ম গ্রামবাসী। বাবাজি, এবার বৌটী হবে কেমন?

আরামদাস। তোমরা যে হাত ক'সে রাখ, কি বলি বল? তিন দিন যদি ক্রিয়া করি ত দেখবে আকাশের চাঁদখানা তোমার উপর খসে পড়বে!

১ম গ্রামবাসী। আহা বাবাজি, তাই করো! এই নাও, কিছু রাবড়ী মালাই খেও; চার হাত এক হলে আরো কিছু দেব।

২য় গ্রামবাসী। দূর দূর, এই না পরিবারকে কবর দিয়ে এলি—এরই মধ্যে বিয়ের কথা! তুই বেটা চাঁড়াল?

১ম গ্রামবাসী। আর তুই বেটা ভারি সাধু? তিন দিন আগে যে তোর পরিবারশুদ্ধ লোকজনকে খেতে দিয়েছে—তার ঘরে আগুন জ্বালাবার জন্যে এখানে এসেছিস? দূর বেটা খুনে?

২য় গ্রামবাসী। আমি খুন কোরব তোর কি?

১ম গ্রামবাসী। আমি বিয়ে করব তোর কি?

৩য় গ্রামবাসী। কি সব খুনখারাপির কথা কচ্চিস? ওদিকে দেখচিস, একটা হোমরাও চোমরাও আমীর ওমরাওয়ের মত কে এদিকে আসছে!

১ম গ্রামবাসী। অ্যাঁ—সেকি!

সকলে। তাইতো—তাইতো!

[সকলে প্রস্থানোদ্যত।

১ম গ্রামবাসী। (আরামদাসের প্রতি) বাবাজি, ক্রিয়া কোরো; দেখো, এবার যেন যেমনটী বল্লে—

আরামদাস। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

[আরামদাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গীত।

যোগে জাগে তাগে বাগে বোকা মানুষগুলো
ভুলিয়ে খাই।
নেশার জোরে ফিকির কোরে দিন দুপুরে
চাঁদ ওঠাই॥

(জিহন আলির প্রবেশ।)

জিহন। চুপ-চুপ; আরামদাস ও কি ও? বলি, বাঁচতে চাও না মরতে চাও?

আরামদাস। মরব কেন দাদা, এখন যে ঢের সাধ আহ্লাদ বাকী! এখনও পঞ্চাশে পা পড়ে নি; সুতরাং যে বাবাজিনীটী গোলকধামে গিয়েছেন তাঁর স্থানে আর একটীকে কাড়্তে হবে! আবার ঘর হবে—বাড়ী হবে—হাতী হবে—ঘোড়া হবে—ভোগ হবে—সুখ হবে—ছেলে হবে—পিলে হবে! মরব কি দাদা? দাঁড়াও যত বড়টা হয়েছি আর এত বড়টা হই—তারপর ও সব অলক্ষণের কথা কয়ো।

জিহন। সে প্রার্থনা আর কোরো না আরামদাস। লম্বায় চওড়ায়

এখন যা দাঁড়িয়েছে, এর দুগুনো হলে দুনিয়ায় থাকা না থাকা সমান হবে ভাই? বাপ; দুটো আরামদাস একেত্তর হলে সৃষ্টি বোধ হয় উল্টে যাবে!

আরামদাস। ভুল বুঝচো দাদা—আমি গতরের কথা বলচি না—বয়সের কথা বলচি! আমার কি ইচ্ছা জান, হাতীর মতন যেমন গতরখানি হয়েছে, তেমনি বয়সখানিও হোক—তারপর দেহান্তের কথা ভাবা যাবে। এখন মরব কি ভায়া?

জিহন। তবে কেন এই সব চূনোপুঁটীর লোভে রুই কাতলার আশা ছাড়?

আরামদাস। না—না, তা ছাড়ব কেন?

জিহন। এমন ক'ল্লে তুমি না ছাড়লে পেয়াদায় ছাড়াবে যে!

আরামদাস। কেন দাদা, কি বেআয়িনী কাজ ক'চ্চি!

জিহন। কি না ক'চ্চ বল? দু পয়সার লোভে এই সব মুটে মজুর ধরে যে ভাঁড়ামি ক'চ্চ—শাজাদা যদি তা টের পায়, তা'হলে কি আর সেখানে কল্কে পাবে?

আরামদাস। বটে! তা জিহন ভায়া, তুমি যা বলবে—আমি তাতেই রাজী! সত্যি কথা বলতে কি, যত শালা ভাঁড়ে মা ভবানীর জ্বালায় অস্থির পঞ্চানন হয়েছি!

জিহন। তবে আমার সঙ্গে এসো! কোন বেটার সঙ্গে আর দেখা কোরো না। নাম ধাম সব বদলে ফেল? হিঁদু থাকা আর চলবে না; মোরাদের কাছে কি বলে পরিচয় দিয়েছ?

আরামদাস। তা দাদা, অত ত বুঝিনি—শাজাদাকে বলেছি—আমি আরামদাস বাবাজী—খাস বদরিকাশ্রমের আমদানী; এখন উপায়?

জিহন। আচ্ছা, তার ব্যবস্থা হবে এখন। তোমায় কিন্তু খুব

হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। শাজাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে যা বুঝলে তাতে কি বোধ হয় বাগাতে পারবে?

গীত।

তারে জিন্‌বো আপন জোরে।
আমার বিদ্যাবলে কথার ছলে সে থাকবে
ঘুমের ঘোরে॥
সখা তুমি আত্মারাম,
আমারে হ'ও না বাম,
আমায় এনে দিও অন্দি সন্দি ফিকির ফন্দি কোরে।
এসো কোলাকুলি গলাগলি করি চোরে চোরে॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যমুনাতীরে পদচারণে নিরত মৌলানাশা।

মৌলানাশা। (স্বগত) সুদূর গগনপ্রান্তে ঐ একটী একটী করে তারকা ডুবছে। তারা এ দেশে অদৃশ্য হ'চ্চে—আর এক দেশে দেখা দেবে বলে। কি সুন্দর শৃঙ্খলা! ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক জনমহতপোলোক অসীম আকাশে অসংখ্য গ্রহ তারা সবই তাঁর ক্রীড়াকন্দুক—সবই তাঁর নিয়মশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। এক সুতায় সবই গাঁথা—তাই চেতনে অচেতনে এত মাখামাখি—জীবে জড়ে এত ভাব! কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে

পারে না—কেউ আপনাতে আপনি পূর্ণ নয়। এই বিশ্বব্যাপী বন্ধ আছে বলে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সাগরবক্ষ স্ফীত হয়—জ্যোৎস্নালোকে কুসুমের হাসি দেখা দেয়—আকাশের তারা পৃথিবীর মানুষের খবর রাখে। জ্যোতির আধার জ্যোতিষ্কমণ্ডলি! কক্ষে কক্ষে আবর্ত্তনশীল গ্রহনিচয়! একি সংবাদ দিয়ে গেলে! শাজাদার নিয়তি কি এতই নিদারুণ!

(দারার প্রবেশ।)

দারা। কি ফকীর, তন্ময় হয়ে কি ভাবছ?

মৌলানাশা। কে শাজাদা! এমন সময় এখানে কেন?

দারা। আমার জীবনাকাশে ঘন কৃষ্ণ মেঘের রাশি দেখা দি'চ্চে; শৈশবের সহচর, বাল্যের সহপাঠি আমার সহোদরেরাই এখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু আমার বলি কেন—রোগজীর্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট, জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত পিতারও প্রতিদ্বন্দ্বী! তাঁর জীবদ্দশাতেই তারা সিংহাসন লাভের জন্য লোলুপ। বিপুল বাহিনী সমাবেশ করে তারা ময়ূর তক্ত ছারখার ক'র্ত্তে আসছে। এই উত্তালতরঙ্গময় বিপদবারিধির বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে মন বড় চঞ্চল হয়েছে। তাই ছুটে তোমার কাছে এলুম।

মৌলানাশা। একি কথা শাজাদা, ঝড় না উঠতেই নৌকা ডুবি! সুখের কোলে পালিত তুমি—নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ সরোবরে ফুল্লকমলসদৃশ সুখময় জীবনের সুখের ছবিই দেখেছ; কিন্তু জীবনের যে আর একটা দিক আছে তাত এখনও দেখনি। তুমি দেখেছ শুধু স্নিগ্ধকরোজ্জ্বল দীপের নেত্র-তৃপ্তিকর কোমল রশ্মি; কিন্তু যে তমোরাশি সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শিখাকে বেষ্টন করে আছে, তার সন্ধান এখনও পাওনি। জলভারাবনত নব নীরদমালার বক্ষে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক প্রভা দেখে তৃপ্ত হয়েছ—কিন্তু যার

বুকে ঐ বিদ্যুতের খেলা—সেই মেঘমালার তত্ত্ব কি নিতে হবে না ভেবেছ? তুমি চাও আর না চাও—পার আর না পার—সে নিজেকে নিজে দেখাবেই দেখাবে!

দারা। তাতে আমি পশ্চাৎপদ নই; উপস্থিত গণনায় কি পেলে ফকীর?

মৌলানাশা। শুনে কি করবে?

দারা। নিজের শক্তি পরীক্ষা।

মৌলানাশা। তবে শোন; কিছু গোপন করব না। তোমার ভবিষ্যৎ ভয়াবহ।

দারা। তাতেই বা ক্ষতি কি—আমি নিজের জন্য চিন্তিত নই; হলইবা অদৃষ্ট বিষাদভরা—ভাবী জীবন অন্ধকারময়; আঁধারে কি আলো ফোটে না—বিষাদের মাঝে কি আনন্দের উৎস ছোটে না?

মৌলানাশা। এইত তোমার উপযুক্ত কথা! দারুণ দৈবের প্রতিকার ঔদাসীন্যে নয়—বিনিদ্র কর্ম্মানুষ্ঠানে। তুমি পুরুষ—পুরুষকারে ভর দিয়ে দাঁড়াও; তুমি কর্ম্মী—কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়।

দারা। সব হবে ফকীর, কিছুই বাকী থাকবে না। একটা বড় ভাবনা হয়, সে ভাবনা শান্তিপ্রিয় কোটি কোটি প্রজার জন্য; এ দ্বন্দ্বের পরিণাম কি তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কত সংসার উৎসন্ন যাবে—কত জনপদ জনশূন্য হবে—কত গ্রাম নগর শ্মশান হবে। কলহ আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে; এর নিমিত্ত জলস্রোতের মত নিরীহ হিন্দু মুসলমানের রক্তস্রোত কেন ছুটবে বলতে পার ফকীর?

মৌলানাশা। একি কেবল তোমাদেরই গৃহবিবাদ? না না—এ যে জীবন মরণের দ্বন্দ্ব; এরই ফলাফলের উপর মোগলের উত্থান পতন নির্ভর ক'চ্চে। দেখতে পা'চ্চ না—রক্ত পতাকা উড়িয়ে উন্মুক্তকৃপাণহস্তে

ঐ তোমার সহোদরেরা মোগলকে বিনাশের পথে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান ক'চ্চে! এ মহাধ্বংসের গতি রোধ করবে কে? এই স্থিতি-লয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে প্রলয়ের সামনে বুক পেতে দেবে কে?—এই মহা সঙ্কটে আপন ভুলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'ত্তে অগ্রসর হবে কে? তুমি—তুমি—তুমি; তোমাকেই একাজ ক'ত্তে হবে—এক্ষেত্রে তুমি একা—তুমি অদ্বিতীয়—তুমি প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য।

দারা। এত উচ্চস্থান কেন আমায় দি'চ্চ ফকীর? ভালবাস বলে কি?

মৌলানাশা। সত্যই তুমি আমার স্নেহের পাত্র। কুটীরবাসী আমি—আমি শাজাদাকে ভালবাসি—এও একটা রহস্য। কিন্তু ভালবাসি বলে তোমায় বড় মনে করি না। তোমায় বড় দেখি, তুমি জেতা বিজিতের প্রভেদ ভুলে গেছ বলে—ইসলাম ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দুকে সম্মান ক'ত্তে শিখেছ বলে—হিন্দুর গৈরিকবসনের গৌরবগরিমা উপলব্ধি ক'ত্তে পেরেছ বলে। অদ্বৈতবাদী দারা, অপক্ষপাতী দারা, গুণগ্রাহী দারা—শুধু শাজাদা দারা অপেক্ষা ঢের বড়, ঢের মহৎ! তাই তোমার কাছে অনেক আশা করি—তোমার উপর অনেক ভরসা রাখি।

দারা। বুঝতে পাচ্চি সব, কিন্তু এরই মধ্যে শয়তানের খেলা আরম্ভ হয়েছে; অর্থের মোহ, প্রভুত্বের প্রলোভন দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়চে; কাল যারা অনুগত ছিল আজ তারা বিশ্বাসঘাতক, কারো উপর নির্ভর করা চলে না; কাকেও একটা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার যো নেই। মোরাদের কাছে একজনকে পাঠাতে হবে; কিন্তু কাকে যে পাঠাই তা ঠিক কত্তে পারিনি।

মৌলানাশা। দুষ্টে যখন দল বাঁধে তখন ধার্ম্মিকেরও বলবৃদ্ধি করা আবশ্যক। তুমি যেখানে যত আমীর ওমরাহ আছে, সর্দ্দার জায়গীরদার

আছে, সামন্ত ও করদ রাজা আছে—সম্রাটের নামে সবাইকে আহ্বান কর। আর নিশ্চেষ্ট থেকো না; আজথেকে আমারও ফকীরি ঘুচল—আমিই মোরাদের সঙ্গে দেখা করব। তারপর হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে যাব—জনে জনের হাতে ধরে বোঝাব—দেখি মোগল পাঠান জাগে কি না; হিন্দুর অন্তর সাড়া দেয় কি না। তোমার সাম্যমন্ত্রের শক্তি পরীক্ষার দিন এসেছে; তোমার সখ্যগীতির মহিমা নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে; বৃথা সময় কাটিও না; কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম! কর্ম্মে ডুবে থাক—কর্ম্মে মজে থাক—কর্ম্মই জীবনের সম্বল হোক!

[প্রস্থান।

দারা। ধন্য আমি, তোমার সঙ্গ লাভ করেছি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মোরাদের কক্ষ।

(আরামদাসের হাত ধরিয়া মোরাদের প্রবেশ।)

মোরাদ। বাবাজি, তুমি বেশ লোক; যা গুণেছ তা যদি লেগে যায়!

আরামদাস। যদি কি জাঁহাপনা—লেগে গেছে।

মোরাদ। ঠিক?

আরামদাস। নির্ঘাত।

মোরাদ। কি কোরে জানতে পা'ল্লে আরামদাস?

আরামদাস। ঐটী বলতে পারবো না হজরৎ—তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে শাজাদার সঙ্গে দাগাবাজী ক'ল্লে আরামদাসের মাথাটী থাকবে না। গণনায় কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলে জাঁহাপনার কাছে কখনই আসতুম না।

মোরাদ। ঠিকইত—ঠিকইত। বলত বাবাজি, তোমার আস্তানাটা কোথায়—জেনে রাখা ভাল।

আরামদাস। সিদ্ধ পীরের দরগায়।

মোরাদ। হিঁদু হয়ে পীরের দরগায় কেন বাবাজি?

আরামদাস। আরে তোবা—তোবা, হিঁদু কি একটা জাত?

মোরাদ। সে কি! তবে তোমার নাম আরামদাস কেন?

আরামদাস। সিদ্ধপীর স্বপ্ন দিলেন, আমার দরগায় চলে আয় আর কাফেরের ধর্ম্ম ছাড়; তৎক্ষণাৎ তথা করণ। পীরের কৃপায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কোরে পর্য্যন্ত মাথাটাও খুব খুলে গেল। যা গুণি তাই লেগে যায়। অমনি সিন্নির ওপর সিন্নি আরম্ভ করি।

মোরাদ। বটে বটে! মিয়া সাহেব আমার জন্য একটা সিন্নির আয়োজন কর।

আরামদাস। জাঁহাপনার হুকুম হ'লেই হয়। বাদশাই সিন্নি—যেমন তেমন হ'লে ত আর চলবে না; রীতিমত হওয়া চাই।

মোরাদ। কুচ পরোয়া নেই—তাই হবে; পাঁচশো আশরফি দি'চ্চি। দেখো আরামমিয়া, প্রাণ খুলে পীরকে ডেকো; আর বোলো সিংহাসনে বসেই দোসরা কিস্তি দেব; সেবার এর চেয়েও সমারোহ।

আরামদাস। বন্দা আপনার জন্য জান দেবে জাঁহাপনা। হজরৎ পয়গম্বরের এরাদা কখন অপূর্ণ থাকবে না।

মোরাদ। বেশ বেশ আরামমিয়া; তোমার কেরামতের তোফা

তারিফ আছে। ছোট একটা পরগণার বারভুঁইয়ার মত থাকা গিছল—মগজে সুখ ছিল না। আমার মত শাজাদা—যে দুহাতে তরোয়াল চালায়, একা একশো লোককে হটিয়ে দেয়—তার কি এ পদে সুখ থাকে? এইবার আশা হ'চ্চে; প্রাণটা নেচে নেচে উঠ্‌চে—কলিজায় খুব জোর পাচ্চি—সিরাজী বড় মিঠে লাগছে। ঐ আমার পিয়ারের বাইজী আসছে!

(বাইজীর প্রবেশ।)

এসো বিবিজান, খুব রঙের মুখে এসেছ; তোমার মিহিসুরে এক-খানি গজল গাও—মগজ আমার ঠাণ্ডা হোক।

বাইজী। গীত।

আজব আপনা হাল হোতা
যো বেসালে এয়ার হোতা।
কভি জান সদ্‌কে কর্‌তে
কভি দিল নেসার হোতা॥
এ মজাথা দিল্ লগিমে
কে বরাবর আগলাগ্‌তি।
ন তুমহে করার হোতা
না হামে করার হোতা॥
যো তোমহারি তরহে তুমসে
কৈ ঝুঁটে বাদা করতা।

তুম হি মন সেফিসে কহদো
তুম হে এতেবার হোতা ॥
হুয়ে মরকে হাম যো রোসওয়া
হুয়ে কেঁও না গরকে দরিয়া।
ন কভি জনাজা উঠতা
ন কঁহি মজার হোতা ॥

আরামদাস। বা! বা! গলা ত নয়—যেন বাঁশী; দোয়েল, পাপিয়া, কোকিল, শ্যামা—এর কাছে কোন ছার! এগলা শুনলে মরা মানুষেরও গাইতে ইচ্ছা করে।

মোরাদ। ঠিক বলেছ আরামদাস—মরা মানুষেরও গাইতে ইচ্ছা করে। আমি দিল্লীশ্বর হোলে বিবিজানের খুব কদর কোরব।

আরামদাস। তাতো বটেই—তাতো বটেই। আহা, কি গান! শুনে পর্য্যন্ত কানে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকৃছে—তারা মুদারা উদারা মগজটার ভেতর সবগুলো কিলবিল কোচ্চে।

মোরাদ। মিয়া সাহেব, বুঝেছি তুমি সমজদার লোক—একবার বাঁধ খুলে দাও, সুরগুলো সব বেরিয়ে পড়ুক?

আরামদাস। জাঁহাপনার সামনে বন্দার বেয়াদবী বড় বেখাপ্পা হবে—মাপ করুন। গাইতে হবে শুনেই গলা যেন খাবি খা'চ্চে।

মোরাদ। সে কি আরাম মিয়া? তুমি আমার দোস্ত আছ—আমার সামনে ঘাবড়াও কেন?

আরামদাস। সজ্ঞানে খালিমুখে রঙতামাসা কোত্তে গোলাম পারবে না হজরৎ?

মোরাদ। হো—হো, বুঝেছি মিয়া সাহেব, তুমি আমার খুবসুরৎ দোস্ত আছ। আমার সিরাজীর সঙ্গীকে আমি বড় তারিফ্ করি। এসো মিয়া সাহেব, একটু টেনে নাও?

আরামদাস। বিবির সাম্‌নে বেয়াদবী?

মোরাদ। কিছু না—কিছু না, ও বি তোমার দোস্ত আছে। দেরী কোরো না মিয়াসাহেব; এসো—আচ্ছা কোরে সিরাজীতে মজগুল হয়ে—নাচো—গাও—ফুর্ত্তি কর; তারপর মেজাজ সরিফ্ কোরে সিন্নিতে লেগে যাও।

(আরামদাসের মদ্যপান।)

(পত্র হস্তে জিহন আলির প্রবেশ।)

জিহন। শাজাদী নায়েবিবেগমের পত্র আছে জাঁহাপনা?

মোরাদ। পত্র কই? (পত্রদান ও মোরাদের পত্রপাঠ।)

"পত্রবাহক জিহন আলি আমার বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র। তুমি ইহাকে বিশ্বাস করিও। যদিও এ দারার কার্য্য করিতেছে তথাপি আমার অনুরোধে এ তোমারই মঙ্গল করিবে। (স্বগত—বেশ—বেশ!) তুমি বোধ হয় জান না যে আমি জন্মের মত রংমহল ত্যাগ করিয়াছি! কেন জান?—দারার ব্যবহারে। পিতা তাহাকে সিংহাসন দিয়াছেন। তাহার কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। একজন কাফের সিংহাসনে বসিবে—আমি তাহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। সেইজন্য আরঙ্গজেবকে অনুরোধ করিলাম। সে কিন্তু ফকীরি গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত, সিংহাসন চায় না। (স্বগত—বারে আরামদাস!) অনেক অনুরোধ করাতে সে তোমায় সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া দারাকে পরাজিত করিয়া তুমি মোগল সিংহাসনের গৌরব

বৃদ্ধি কর। (স্বগত—এখনই ; ধন্য মিয়া সাহেব—ধন্য তোমার জ্যোতিষ শাস্ত্র !) আমি জানি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য দারা মৌলানাশা ফকীরকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছে—কখনও তাহাকে বিশ্বাস করিও না। (স্বগত—বিশ্বাস কি—বিশ্বাস কি, তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরব !) আর কি লিখিব ; তুমি বীর—বীরের মত কার্য্য করিও !"

(প্রকাশ্যে) বাহবা আরাম মিয়া ! তুমি সশরীরে সত্যপীর ! জিহন আলি, বড় সুখবর এনেছ—আজ তোমায় বিশেষ রকম বকশিস্ কোরবো।

জিহন। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

মোরাদ। অনুগ্রহ কি—জাঁহাপনা দিতে বাধ্য। আর বাহবা দি আমার মিয়া সাহেবকে ; এসো আরামদাস, তোমায় কোলে কোরে নাচি ?

আরামদাস। না জাঁহাপনা, ও কাজ কোত্তে যাবেন না। এ দেহটা পীরের কৃপায় দেখছেন তো মানুষের মত আর নেই—গজকচ্ছপের আকার ধারণ কোরেছে। আর কিছু দিন পরে হামাগুড়ি—তারপরই কুপোগড়াগড়ি। এ তুলতে গেলে হজরতের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যাবে।

মোরাদ। কুচ পরোয়া নেই ; শিরদাঁড়া যদি যায়, চিংড়ি মাছের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ফুর্ত্তি কোরবো। এসো আরামদাস, (তুলিবার বৃথা চেষ্টা) ও বাবা, দশটা কামানও যে এত ভারি হয় না মিয়া সাহেব ! দেহের ভেতর এত কি পুরেছ বল দেখি ?

আরামদাস। আর কি বোলবো জাঁহাপনা—পীরের অনুগ্রহে এ দেহের মধ্যে বিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নাই। বিদ্যের জোরেই এই বলী-বর্দ্দের আকার।

মোরাদ। আহা, তোমার মত রসিক নাগর নইলে মোরাদের মসনদ আলো কোরবে কে ? আরামমিয়া, তোমার সব ভাল ; অগাধ বিদ্যা—

অগাধ বুদ্ধি—অগাধ দেহ—অগাধ বল! এমনটী আর কোথাও মিলবে না! দেখ, পীরের দরগায় এক লম্বা চওড়া ইমারত তুলে দিচ্চি; সেই খানেই থেকো—আর মধ্যে মধ্যে কায়ক্লেশে এক একবার আমার কাছে এসে ফুর্ত্তি কোরে যেও।

আরামদাস। তথাস্তু—তথাস্তু; আমার গণনাও ঐরূপ ছিল।

মোরাদ। জিহন আলি, দেখছো কেমন দেলখোস দোস্ত পেয়েছি?

জিহন। পূর্ব্ব থেকেই ওঁর নাম শুনে আসছি জাঁহাপনা, তবে ইতি-পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎলাভ অদৃষ্টে ঘটে নি। ওঁর মত ক্ষমতাশালী লোক ভূভারতে আর নাই। গণনায় উনি সাক্ষাৎ বরাহ।

মোরাদ। শুধু বরাহ? হাতী, ঘোঁড়া, ষণ্ড, বরা, বাঘ, ভাল্লুক—মিয়া সাহেব আমার সব। মানুষ হোলে কি হয়—হামাগুড়ি দিলেই হাতী, ঘোঁত ঘোঁত কোল্লেই বরা, গুঁতোতে গেলেই ষাঁড়, হুঙ্কার ছাড়লেই বাঘ, আর ধেই ধেই কোল্লেই ভাল্লুক। এক কথায়, আরামদাস আমার দোপেয়েরও চোদ্দপুরুষ, চার পেয়েরও চোদ্দ পুরুষ।

জিহন। আবার শুনেছি নাচ গাওনাতেও উনি অদ্বিতীয়।

মোরাদ। আরে কেয়াবাৎ! আরামদাস, একটু তালিম কর?

আরামদাস। বিবিজান থাকতে আমি! সমুদ্রের কাছে গোস্পদ!

মোরাদ। আরে সমুদ্রে তো পড়েই আছি; দেখিনা শিশির কেমন লাগে? দুনিয়ায় রকমারি চাই, আরামদাস, রকমারি চাই।

আরামদাস। জাঁহাপনা যখন বলচেন তখন হোক।

নৃত্য গীত।

আমার প্রেমের বাজার খালি।
আমি তাই এসেছি কদমতলায় সেজে বনমালি।

মিহিস্থরে ঘুরে ঘুরে নাচো নাগরালি,
আমার মাথার ওপর যেন টোপর
আছে প্রেমের ডালি।
বিরহে ভাই, ও রসরাই, প্রাণটা মরুভূমি,
সেথা সরবতি নেবুটীরমত ফুটে থেকো তুমি,
তোমায় দেখে মনের স্থখে দিব করতালি।
দিলে গলাধাক্কা পাব অক্কা জেনো চতুরালি॥

মোরাদ। আরে কেয়া মজগুল, ভাই, কেয়া মজগুল! সরাব লে আও; নেশা ছুট্‌তে দেওয়া হবে না।

(খোজার প্রবেশ।)

কিছু খবর আছে?

খোজা। শাজাদা দারার কাছ থেকে মৌলানাশা ফকীর জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন?

জিহন। আমি এখানে আছি, ফকীর তা জানতে পা'ল্লে খোদাবন্দের অনিষ্টের সম্ভাবনা!

মোরাদ। ভেবো না জিহন আলি, তাকে এখনই আমি কারাগারে নিক্ষেপ কোরবো; সেইখানে অনাহারে তাকে মোত্তে হবে!

[প্রস্থান।

জিহন। দাদা, একটু আলিঙ্গন দাও; অভিনয়টা যা কোল্লে, কি আর বোলব, অতি চমৎকার!

আরামদাস। দাঁড়াও দাদা, এখনও বাকী আছে; আগে মোরাদের শ্রাদ্ধের যোগাড় করি—তার পর ফুর্ত্তি কোরবো।

(সানন্দে মোরাদের প্রবেশ।)

মোরাদ। বেঁচে থাক আরামদাস, সবকাজ ফতে!

আরামদাস। জাঁহাপনা, সেত জানা কথা!

জিহন। কি রকম জনাব?

মোরাদ। আর কি রকম! ফকীরকে বন্দী কোরেছি। কমবক্‌তের যা কথাবার্ত্তা, শুন্‌লে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। এদিকে আরঙ্গজেবেরও পত্র পেয়েছি। ভায়া আমার সাহায্য চেয়েছেন; আর আমাকেই সিংহাসন দিতে স্বীকার হোয়েছেন। তিনি সসৈন্যে যাত্রা ক'চ্চেন—আমিও শীঘ্র রওনা হ'চ্চি। নর্ম্মদাতীরে আমরা মিলিত হব। একযুদ্ধে দারাকে ডুনিয়া থেকে সরিয়ে রত্নতক্ত অধিকার কোরবো। জিহন আলি, তোমার বকশিস্ নাও; আর এই নাও আরামদাস, তোমাকে হাজার আশরফি দিলুম। পাঁচশো আশরফির সিন্নি দিও, পাঁচশো তুমি নিজে নিও।

আরামদাস। (স্বগত) পাঁচ কড়িরও সিন্নি দেব না। (প্রকাশ্যে) পাঁচশো কি শাজাদা, হাজার আশরফিরই সিন্নি দেব। জাঁহাপনা মসনদে বসলে আমাদের আর পেটের ভাবনা থাকবে না।

মোরাদ। বহুত আচ্ছা! দেখো জিহন আলি, তুমি আমার ডান হাত! আর আরামমিয়া, তুমি আমার মন্ত্রী!

জিহন। অধীন চিরদিনই আপনার গোলামি কোরবে।

আরামদাস। আরামদাসও তাই! এখন আসি জাঁহাপনা?

মোরাদ। এসো, এসো! আমিও পেটভরে সিরাজী খাই!

[কুর্নিশ করিয়া জিহন ও আরামদাসের প্রস্থান।

(মদ্যপান করিতে করিতে) হো—হো, বড় মিঠা সিরাজী! বেগম-মহলে ঘরে ঘরে সিরাজীর ফোয়ারা বসাব—রঙমহল, দরবার, সিংহাসন—

সিরাজীতে সব ভাসিয়ে দেব—যমুনার জলে সিরাজীর স্রোত ছুটবে! মোরাদ দিল্লীশ্বর হবে, দারা দরিয়ায় ভাসবে! সে দিনের আর দেরী নেই!

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। পিতা!

মোরাদ। কে আমিনা! তুই এখানে কেন? তুইতো এখানে থাকিস না—তবে আবার এখানে এলি কেন?

আমিনা। কেন বাবা, মেয়েকে কি বাপের কাছে আস্‌তে নেই? তুমি ত কখনও আমার খোঁজও নাও না!

মোরাদ। খোঁজ নেবার ফুর্স্‌ৎ পাইনি—এবার পাব। দারাকে জাহান্নামে দিয়ে আগে আমি সিংহাসনে বসি—তারপর তোর খোঁজ নেব; তখন তোকে আদর যত্ন কোরবো!

আমিনা। সে আদরে আমার দরকার নেই। বাবা, কেন তুমি জ্যেষ্ঠতাতের অমঙ্গল কামনা ক'চ্চ?

মোরাদ। কেন—তোকে কি বলবো। তুই মেয়ে—মেয়ের মত থাক; বাপ কি করে না করে, সে খবরে তোর দরকার কি?

আমিনা। খুব দরকার পিতা। তুমি যদি অন্যায় কর আমি তা'হলে কাঁদবো না—তুমি যদি অধর্ম্ম কর আমি তা'হলে চুপ কোরে থাকবো? আমার প্রতি যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার কর—আমায় যত খুসী কষ্ট দাও—আমি কোন কথা বলবো না, সব সহ্য কারবো। কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ ক'ল্লে কেমন করে সহ্য কোরব পিতা?

মোরাদ। বালিকার মুখে এসব কি কথা?

আমিনা। বালিকা হোয়ে আমি এখন তোমার কাছে আসিনি পিতা; আমি জননীরূপে এসেছি—জননীর মত উপদেশ দেব—জননীর

মত তিরস্কার কোরবো। মায়ের কথা পায়ে ঠেলতে পার—ঠেলো; কিন্তু মনে জেনো তাতে তোমার অমঙ্গল হবে। নিরীহের প্রতি অত্যাচার—পিতৃদ্রোহিতা—ভ্রাতৃদ্রোহিতা এসব কোরো না পিতা! তা'হলে আমিনা বাঁচবে না—মোগলের নাম থাকবে না—রাজপুরী শ্মশান হবে—রাজ্যধন সব যাবে!

মোরাদ। কি আপদ! এত বলচিস কেন?

আমিনা। ফকীরকে কারারুদ্ধ ক'ল্লে কেন—জ্যেষ্ঠতাতকে মেরে সিংহাসনের অভিলাষী কেন?

মোরাদ। আমার ইচ্ছা।

আমিনা। অন্যায় ইচ্ছা কোরো না পিতা; খোদার অভিসম্পাত মাথায় কোরে কেউ কখন সুখী হোতে পারে না।

মোরাদ। ভাল আমার খোদা রে? চুপ কর বেটী—

[প্রস্থান।

আমিনা। বাবা সুরাপানে আত্মহারা; যাই দেখি কোন দিকে গেলেন! [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আরঙ্গজেবের কক্ষ।

আরঙ্গজেব ও রোশেনারা।

আরঙ্গজেব। বুকে অনেক বল পেয়েছি রোশেনারা? তোমারই কথায় মোরাদকে মরীচিকাভ্রান্ত ক'ত্তে যাচ্চি; তোমারই কাছে ছল বল

কৌশল শঠতা প্রবঞ্চনা সব শিখলুম ; তোমারই ইচ্ছায় জিহন আলির সকল অপরাধ মার্জ্জনা কল্লুম। কিন্তু রোশেনারা, জিহনকে বিশ্বাস ক'ত্তে সাহস হয় না। তুমি বড় গুরুতর কার্য্যে তাকে নিযুক্ত কোরেছ— আমার ভয় হয়, পাছে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

রোশেনারা। তা মনেও ভেবো না!

আরঙ্গজেব। কেন?

রোশেনারা। জিহনকে তুমি বুঝতে পারনি—যে পথে গেলে সে তোমার গোলামের গোলাম হয়ে থাকতো তুমি সে পথে যাও নি।

আরঙ্গজেব। সে কি! কৌশলী বলে তাকে সেনানায়ক পর্য্যন্ত কোরেছিলুম ; তার বেশী আর কি কোরবো?

রোশেনারা। যতই কর না কেন—এটা কি তুমি জানতে না যে সোনারূপা তার কলিজার চেয়েও প্রিয় ; অর্থের জন্য যে সকল অনর্থ ঘটাতে পারে?

আরঙ্গজেব। হাঁ জানতুম, সে বড় লোভী। দু একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর লুটের সময় তার অবস্থা দেখে তা বুঝেছিলুম। একবার একটা সদাগরের ঘরে আগুন লাগে। সদাগর সর্ব্বস্ব ছেড়ে সপরিবারে গৃহ ত্যাগ কোরে পালায়। জিহন জানতো সদাগরের ঘরে অনেক সম্পত্তি ছিল। সেইজন্য সে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ কোরে সেই জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ কোরে অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করে।

রোশেনারা। এ সব জেনে শুনেও তো তুমি তাকে সেনানায়কের বেতন ছাড়া আর কিছু দিতে না?

আরঙ্গজেব। আবার কি দেব?

রোশেনারা। আরও অনেক দিলে তবে সে বশ হোত। যে অর্থলোভী মুক্তহস্ত না হোলে তার কাছে কাজ পাওয়া যায় না।

আরঙ্গজেব, এবার তুমি মুক্তহস্ত হও। আমি তাকে লক্ষ মুদ্রার মুক্তার মালা দিয়ে বশীভূত কোরেছি। তুমিও তাকে সোনারূপায় ডুবিয়ে দাও। তার পর দেখো, মোরাদকে সেই মারবে—দারার সর্ব্বনাশ সেই কোরবে—নির্ব্বিঘ্নে তুমি রাজ্যেশ্বর হবে।

আরঙ্গজেব। এ যুক্তি এতদিন কেউ আমায় দেয়নি ; এই বার সব ঠিক কোরবো।

(খোজার প্রবেশ।)

খোজা। (কুর্ণিশ করিয়া) সিপির সেকো জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ত্তে এসেছেন।

আরঙ্গজেব। আচ্ছা তাকে পাঠিয়ে দাও।

[কুর্ণিশ করিয়া খোজার প্রস্থান।

রোশেনারা। আরঙ্গজেব, বড় সময়ে সিপির আসছে ; সে বালক হলেও বীরত্বে প্রবীণ। দারার সে দক্ষিণহস্ত ; এ সুযোগ ছেড়ো না—যেমন করে পার দারাকে হীনবল কর।

[রোশেনারার প্রস্থান।

(সিপিরের প্রবেশ।)

সিপির। প্রণাম পিতৃব্য !

আরঙ্গজেব। কি খবর সিপির ?

সিপির। পিতামহের আজ্ঞাবহ হ'য়ে এসেছি ; তিনি আপনাকে একটী অনুরোধ করেছেন।

আরঙ্গজেব। বল শুনি।

সিপির। আপনি নাকি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করবেন ?

আরঙ্গজেব। কেন, তাতে কি হয়েছে ?

সিপির। পিতামহের তা ইচ্ছা নয়।

আরঙ্গজেব। তোমার পিতারও বোধ হয় সেই মত?

সিপির। অবশ্য।

আরঙ্গজেব। আর কিছু বলবার আছে?

সিপির। পিতা আপনাকে জানাতে বলেছেন, আপনার প্রতি তাঁর স্নেহ অক্ষুণ্ণ; আপনার ভাবান্তর দেখ্‌লে তিনি মর্ম্মাহত হবেন।

আরঙ্গজেব। আচ্ছা, এ সকল বিষয় আমি বিবেচনা করব। উপস্থিত তোমায় এখানে থাক্‌তে হবে?

সিপির। এ সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় লোক দ্বারাই ত আপনি সম্রাটকে জানাতে পারেন, সেজন্য আমার থাকবার প্রয়োজন কি?

আরঙ্গজেব। প্রয়োজন যথেষ্ট; তুমি কি কেবল সদ্ভাব সংবর্দ্ধনের জন্যই প্রেরিত হ'য়েছ? না আমার বিরুদ্ধে সুলতানকে সাহায্য করাই তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য? আমার কাছে কিছু গোপন করবার চেষ্টা কোরো না। আমি সব খবর রাখি। এতই যদি তোমার পিতা আমায় স্নেহ করেন, তবে তিনি পদে পদে আমায় বাধা দিতে কৃতসঙ্কল্প কেন? কি জন্য তিনি আমার বন্দী জিহন আলিকে মুক্ত করেছিলেন? আর আমি তাঁর কপট ভালবাসা চাই না; এবার আমি তাঁর কৌশল ব্যর্থ করব।

সিপির। তিনি ছল চাতুরী জানেন না; সরল মনের সরল কথা আমায় দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন; আপনি অন্যরূপ ভাবছেন কেন?

আরঙ্গজেব। ভাবাভাবি বুঝি না সিপির! এতদিন পিতার কাছে ছিলে; দিনকতক না হয় পিতৃব্যের কাছেই রইলে? তোমার বিশ্রাম-স্থান দেখিয়ে দেবার লোক আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি; তুমি এইখানেই প্রতীক্ষা কর।

[আরঙ্গজেবের প্রস্থান।

(দ্রুতগতি জিহনের প্রবেশ।)

জিহন। (সিপিরকে দেখিয়া স্বগত) সর্ব্বনাশ! একি! সিপির এখানে! (প্রকাশ্যে) কে সিপির! তুমি এখানে কেন?

সিপির। জিহন আলি, এ বেশ কেন?

জিহন। ছদ্মবেশ ব্যতীত এ শত্রুপুরীতে প্রবেশ কোরব কি কোরে? জাননা কি, শাজাদা পেলে আমায় টুকরো টুকরো কোরবে?

সিপির। তবে এখানে এলে কেন ভাই?

জিহন। তুমি এসেছ বোলে। সিপির, জান না আমি তোমায় কত ভালবাসি। যেই শুনলুম তুমি কূটবুদ্ধি শাজাদার কাছে এসেছো, অমনি নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ কোরে আমি তোমার পিছু পিছু ছুটলুম। কেউ জানে না সিপির, যে আমি তোমার সঙ্গে এসেছি?

সিপির। আমার জন্য নিজেকে বিপন্ন ক'ল্লে কেন জিহন? যাহোক, এখনও যাও—এই বেলা পালাও; আমি বন্দী, এখনই আমাকে কারাগারে যেতে হবে।

জিহন। সর্ব্বনাশ! শেষ শাজাদা তোমার এই দুর্দ্দশা কোরেছে! ভাই আমার—চল, আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তুমি কারাগারে গেলে জিহন আলি বাঁচবে না।

সিপির। দুঃখ কোরো না জিহন—তুমি পিতাকে অনেক উপায়ে সাহায্য ক'ত্তে পারবে; অনেক গুপ্ত খবর তোমার জানা আছে। এখনই আগ্রা যাও—পিতাকে বোলো তাঁর সিপির শাজাদা কর্ত্তৃক আবদ্ধ। যদি কখনও এ বিপদ হোতে মুক্ত হই—আবার পিতৃসন্নিধানে যেতে পারি—তবে জিহন, তোমার এ মহত্ত্বের প্রতিদান দেব; নতুবা এই শেষ!

(উভয়ের আলিঙ্গন।)

(দুইজন খোজার প্রবেশ।)

১ম খোজা। (সিপিরের প্রতি) জাঁহাপনার আদেশে আপনাকে আমরা কারাগারে নিয়ে যেতে এসেছি।

সিপির। জিহন আলি, চল্লুম!

জিহন। যাও ভাই—তোমার জিহন এইবার মরবে; জগতে জিহনের আপনার বলবার আর বুঝি কেউ রইলো না! হা আল্লা! কি ক'ল্লে! [সিপিরকে লইয়া খোজাদ্বয়ের প্রস্থান।

জিহন। (স্বগত) আঃ বাঁচা গেল! বেশ হোয়েছে—দারার একটা অঙ্গ খোসলো। এমনি ভাবে একটি একটি কোরে সব যাবে। যাই দেখি—কারাগার পর্য্যন্ত যাই; সেখানেও খানিক অভিনয় কোরব। সঙ্গে যদি সোণারূপা থাকে—সব আমারই হবে; তারপর সুজার পরাজয়ের সংবাদ দিয়ে শাজাদার কাছে বক্‌শিস্ নেব! [প্রস্থান।

(আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

আরঙ্গজেব। (স্বগত) হাঁ, একেই বলে দুষমণ! রোশেনারা ঠিকই বলেছে! কিন্তু সহসা মনে এমন অবসাদ আসছে কেন? নিরপরাধকে দণ্ড দিলুম বলে কি? স্বার্থসিদ্ধির জন্য মহত্ত্বকে পদদলিত কল্লুম বলে কি? তাই কি মন বিচলিত হ'চ্চে—তাই কি অন্তর কাঁপচে—তাই কি অনুতাপের অন্তর্দ্দাহী তুষানলের ভয়ে ভীত হ'চ্চি? না এ শুধু ক্ষণিকের মনোবিকার মাত্র—মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত এখনই মিলিয়ে যাবে?

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। কি ভাবছো আরঙ্গজেব?

আরঙ্গজেব। কি ভাবছি জানিনা—কিন্তু মন যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে

পড়ছে! সিপিরকে বন্দী কল্লুম—শীঘ্রই দারার বিরুদ্ধে অভিযান কোরবো—তবু মন কেন এমন হয় রোশেনারা?

রোশেনারা। শক্ত হও ভাই—দুর্ব্বলতা পদদলিত করো—দুষ্কার্য্যে অটুট থাক। বাসনাসাগরে ডুব দিয়ে ভয় ভাবনা ভুলে যাও। মনে মনে দিল্লীর রত্নতক্ত ভাবো; চক্ষু বিস্ফারিত কোরে সুদূর ভবিষ্যৎ পানে চেয়ে দেখ? সিংহাসন যার পদতলে থাকবে—সমগ্র হিন্দুস্থান যার মঙ্গল গান গাইবে—তার আবার অবসাদ কিসের? মন শক্ত কর আরঙ্গজেব, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরে ভেবো। উচ্চাশার মাদকতায় উন্মত্ত হোয়ে জীবনের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। দারার উচ্ছেদ সাধন করাই এখন তোমার প্রধান কার্য্য। তা যদি না পার, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় আপনাকে আপনি হারাবে—দুনিয়ায় কেউ আর তোমার নামও মুখে আনবে না।

আরঙ্গজেব। না রোশেনারা, তা কখনই হবে না; তা হতে দেব না; তা'হলে আমি বাঁচব না!

(খোজার প্রবেশ।)

খোজা। জাঁহাপনা, জিহন আলি সাহেব!

আরঙ্গজেব। আসতে বল।

[খোজার প্রস্থান।

(জিহন আলির প্রবেশ।)

আরঙ্গজেব। কি খবর জিহন আলি?

জিহন। জনাব, শাজাদা দারার পুত্র সোলেমন সেকোকে সঙ্গে নিয়ে সুজাকে আক্রমণ কোরেছিলুম। সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে সুজা এখন কোথায় পালিয়েছেন তার ঠিকানা নেই; তাঁর বিপুল বাহিনী এখন আমাদের অধীন।

আরঙ্গজেব। তবেতো দারার সৈন্যবল বাড়লো!

জিহন। না জনাব! সৈন্যদের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি কোরে কৌশলে তাদের সকলকেই হজরতের পক্ষে এনেছি।

আরঙ্গজেব। বেশ, জিহন আলি, বেশ; পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে আমি গুজরাটের বড় পরগণাটী দিলাম; পিতা আমায় সেই পরগণাটী দান কোরেছিলেন।

জিহন। গোলামের প্রতি জাঁহাপনার বড় অনুগ্রহ। এখন চল্লুম জনাব, মোরাদের কাছে যেতে হবে।

আরঙ্গজেব। আচ্ছা এসো।

[জিহনের প্রস্থান।

(স্বগত) তিন কণ্টকের একটি গেছে! আর দুটি। যাবে যাবে, সব যাবে। এসো মোরাদ, তোমার বিপুল বাহিনী নিয়ে নর্ম্মদাতীরে এসো; মাটির নীচে তোমার সিংহাসন পেতে রেখেছি!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মোরাদের প্রাসাদস্থ কারাগৃহ।

প্রহরী ও আমিনা।

আমিনা। কোন্ ঘরে অন্ধকার নূতন বন্দীকে রাখা হোয়েছে?

প্রহরী। এই ঘরে।

আমিনা। আমায় যেতে দাও?

প্রহরী। বেগর হুকুম সেখানে কারো যাবার অধিকার নেই যে মা ?

আমিনা। তাহোক, আমার কোথাও যেতে মানা নেই।

প্রহরী। তা কেমন কোরে জানবো ?

আমিনা। তুমি জান আমি কে ?

প্রহরী। গোলাম তা অবশ্যই জানে।

আমিনা। তবে আমায় বাধা দি'চ্চ কেন ?

প্রহরী। কি কোরবো—জোর হুকুম।

আমিনা। জেনো, আমার সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটবে না।

প্রহরী। হুকুম ব্যতিরেকে আমি তা কেমন কোরে জানব ?

আমিনা। তুমি কার হুকুম চাও ?

প্রহরী। শাজাদার।

আমিনা। তবে যাও, শাজাদাকে বলগে তাঁর কন্যা বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য কারাগৃহে প্রবেশ কোরেছে।

প্রহরী। যো হুকুম। [প্রস্থান।

আমিনা। (কারাদ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক) বন্দী, বাহিরে এসো।

(মৌলানাশার বাহিরে আগমন।)

আমায় চেন ?

মৌলানাশা। না মা—কে তুমি ?

আমিনা। আমার নাম আমিনা—যিনি তোমায় বন্দী কোরেছেন আমি তাঁরই কন্যা।

মৌলানাশা। আমার প্রতি কি আদেশ মা ?

আমিনা। আমি তোমায় মুক্ত কোত্তে এসেছি।

মৌলানাশা। কেন মা, আমায় মুক্ত করবার তোমার উদ্দেশ্য কি ?

আমিনা। খুব উদ্দেশ্য আছে। তুমি নিরপরাধ। জেনে শুনে

নিরপরাধের দণ্ড দেখবো কেমন কোরে ? তা ছাড়া তুমি আমার জ্যেষ্ঠ-তাতের প্রধান সহায়—তোমায় হারালে তাঁর বাহু বলশূন্য হবে।

মৌলানাশা। তোমার পিতা তে' সেই উদ্দেশ্যেই আমায় বন্দী কোরেছেন—তুমি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ক'চ্চ কেন ?

আমিনা। তাঁর অন্যায় আমি কন্যা হোয়ে প্রশ্রয় দিতে পারবো না। যাও ফকীর—নিশ্চিন্ত মনে এ স্থান ত্যাগ কর—কোন ভয় নেই ; কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ কোত্তে পারবে না।

মৌলানাশা। কোল্লেও তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি ভাবছি, যিনি আমায় বন্দী কোল্লেন তাঁর বিনানুমতিতে কেমন কোরে যাই।—

আমিনা। কেন, আমি তো তোমায় যেতে বলচি।

মৌলানাশা। তা জানি, কিন্তু তোমার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন তুমি আমায় মুক্ত কোরে নিজের বিপদ ডেকে আন্‌চো—তখন আমি যাই কেমন কোরে মা ? শাজাদাপুত্রি, অতি শৈশবে আমি পিতৃমাতৃহীন—তোমায় দেখে আমার সেই বহুকাল বিস্মৃত মায়ের মুখ মনে পড়চে। সেই স্নেহময়ী জননীর স্নেহপূর্ণ কথা—যা আমার কাণে দূরাগত সঙ্গীতের মত মধ্যে মধ্যে বাজত, এতদিন পরে আবার তা শুন্‌তে পেলুম। কি বোলবো মা, আমি বড় সৌভাগ্যবান। আর আমার কারাযন্ত্রণা নাই ; যে কারা-গারে মাতৃদর্শন পায় তার কখন কারাযন্ত্রণা থাকে না !

আমিনা। ফকীর, তুমি আমার অবস্থা জান না—আমিও মাতৃহীনা, পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বালিকা। তোমার মধুর মাতৃসম্বোধনে প্রকৃতই আমি আজ সন্তানের জননী হলুম। সেই সন্তানের দুর্দ্দশা দেখতে পারবো কেন ? বাবা, আর সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নেই ; জ্যেষ্ঠতাতের কাছে যাও—আমার জন্য ভেবো না।

মৌলানাশা। শাজাদার কাছে কি জবাবদিহি কোরবে মা ?

আমিনা। সে ভাবনা এখন ভাবলে চলবে না। তোমায় যেতেই হবে; জেঠামশাই বড় বিপন্ন!

মৌলানাশা। সত্যই বলেছ মা, দারা অকূল সাগরে ভাসছে; তার কোন কাজই এখনও ক'ত্তে পারিনি। বুঝি বা খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন; তাই তাঁর করুণা মূর্ত্তিমতী হ'য়ে তোমাতে দেখা দিয়েছে; না, তোমার জন্য আর ভাববো না—আমি চল্লুম। [প্রস্থান।

(মোরাদের প্রবেশ।)

মোরাদ। আমিনা, বন্দী কোথায় গেল? তুমি এখানে কেন?

আমিনা। বন্দীকে আমি মুক্ত ক'রেছি।

মোরাদ। কার হুকুমে?

আমিনা। কারো হুকুমে নয়—স্বইচ্ছায়।

মোরাদ। এ কাজে তোমার অধিকার কি?

আমিনা। সৎকার্য্যে সকলেরই অধিকার আছে।

মোরাদ। পিতার অমঙ্গল করা কি কন্যার সৎকার্য্য।

আমিনা। আমিনা শত্রুরও কথন অমঙ্গল করে না—তোমার অমঙ্গল কোরবে কেন?

মোরাদ। জানো, ফকীর মুক্ত হওয়াতে আমার মন্দ হবে।

আমিনা। আপনি যদি মন্দ হন তবেই আপনার মন্দ হবে—নতুবা নয়।

মোরাদ। এ সকল কি কথা?

আমিনা। ঠিক কথা পিতা! তুচ্ছ সিংহাসনের লোভে তোমার মাথার ঠিক নাই; তুমি অবাধে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছ; অকারণে নিরপরাধকে বন্দী কোরেছ। তোমার উপযুক্ত পুত্র থাকলে তুমি কখনও

এরূপ কোত্তে পা'ত্তে না। কন্যা ব'লে আমায় পায়ে ঠেল—কিন্তু আমি তোমায় ভুলতে পারবো না—অথবা তোমার অন্যায় দেখলে স্থির থাকতে পারবো না। সাবধান পিতা, মাথার উপর একজন আছেন; নিশ্চিত জেনো দুরাকাঙ্ক্ষার মোহে সর্ব্বনাশ হয়।

মোরাদ। যা হয় হোক, আমায় উপদেশ দেবার তুই কে?

আমিনা। সুজনের সর্ব্বনাশ করবারই বা তুমি কে?

মোরাদ। আমার ইচ্ছা।

আমিনা। অন্যায়কারীকে দমন করাও আমার কর্ত্তব্য।

মোরাদ। বালিকার কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য করা।

আমিনা। গৃহ কৈ পিতা, যে গৃহকার্য্য করবো; সংসারে কে আছে যে সংসারী হব; কোথায় থাক পিতা যে পিতৃসেবা কোরবো? কখনো কি আমিনা বলে ডেকেছ? আমি যে অকূল সাগরে ভেসে ভেসে বেড়াই তার খোঁজ রাখ কি? জগতে আমার কেউ নাই—আমি একা! গৃহ আমার অরণ্য—কার্য্য আমার অশ্রুমোচন।

মোরাদ। কথায় কথায় এত অশ্রু আসে কেন?

আমিনা। তুমিই যে তার প্রধান কারণ পিতা!

মোরাদ। কেন, ফকীরকে বন্দী কোরেছি বলে?

আমিনা। তা নয়ই বা কেন—তজ্জন্যও ত মনে মনে কত কেঁদেছি।

মোরাদ। আমিনা, পিতৃসমক্ষে আত্মপাপ ব্যক্ত কোত্তে তোর ঘৃণা হোল না?

আমিনা। কি পাপ পিতা!

মোরাদ। বলতে হবে? ফকীরের জন্য তুই কাঁদিস কেন? তাকে মুক্ত করিস্ কেন? আমি কিছু বুঝি না বটে? মোরাদ স্ত্রীলোককে বধ করে না—নতুবা এতক্ষণ দুনিয়ায় তোর অস্তিত্ব থাকতো না।

আমিনা। বাবা-বাবা, একি বলচ! তুমি কি আমারই পিতা, না আমি আর কারো সঙ্গে কথা কইচি? তুমি উন্মত্ত না প্রকৃতিস্থ? আমিনার পবিত্রতায় সন্দেহ! জ্যোৎস্নার শুভ্রতায় সংশয়! না না—তুমি অন্ধ—তোমার উপর অভিমান কোরব না। বাবা, কখন কি ভেবেছ, আমিনার এ দেওয়ানা-ব্রত-ধারণ কার জন্য? তুমি যদি দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি না দিতে—তুমি যদি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য না হতে—তুমি যদি ক্ষমাগুণ বিসর্জ্জন না দিতে—তা হলে কি করুণার পাত্র হাতে নিয়ে আমিনা দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়? তুমি যদি আশ্রিতকে পীড়ন না ক'ত্তে তা হলে কি রাজার মেয়ে আমিনা বন্দীকে মুক্ত করবার জন্য কারাগারে আসে? পক্ষিণীকে পক্ষপুট বিস্তার করে শাবক আগলে থাকতে দেখেছ বাবা? আমিও তাই; আমি তোমায় বুকের ভেতর স্নেহাঞ্চলে ঢেকে রাখতে চাই; তুমি দুরন্ত ছেলের মত কেবল ছুটে ছুটে পালাও, কিন্তু আমি তোমায় পালাতে দেব না। তুমি আমায় অকারণ তিরস্কার করেছ—তা হোক, আমি তোমার উপর রাগ করব না। ফকীরকে ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছি—তোমার তাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না। চল বাবা, এখান থেকে যাই। (মোরাদের হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে) তোমার ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তোমার যে একটি মঙ্গলও কত্তে পাল্লুম এই আমার যথেষ্ট!

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্যামগড়ে মোরাদের শিবির।

মোরাদ ও আরঙ্গজেব।

আরঙ্গজেব। নর্ম্মদাযুদ্ধবিজয়ী বীর মোরাদ, তোমার সাহায্যেই পথ পরিষ্কার ক'ত্তে পেরেছি ; নির্ব্বিবাদে গিয়ে এইবার সিংহাসন অধিকার কর—আমিও খোদার কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করে নিশ্চিন্তমনে হজে যাই।

মোরাদ। এখন কোথায় যাবে দাদা ? এখনও রাজ্য নিষ্কণ্টক হয় নি ; এখনও সিংহাসন লাভের বিলম্ব আছে ; এখনও নির্ব্বোধ দারা আমাদের গতিরোধের জন্য সচেষ্ট। মূর্খ এখনও মোরাদকে চিন্তে পারে নি, তাই পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ ক'রে শ্যামগড়ে উপস্থিত হয়েছে।

আরঙ্গজেব। দারা কতক্ষণ আর তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ? বিশেষতঃ জিহনের সাহায্যে তার গতিবিধি ও মন্ত্রণাদি সবই যখন আমরা জান্‌তে পা'চ্চি, তখন আমাদের ভাগ্যে যুদ্ধ জয় সুনিশ্চিত। জ্যেষ্ঠ জাহান্নামে যাক—সিংহাসন তোমার।

মোরাদ। তাই হবে—তাই হবে। দাঁড়াও, আগে কাজ শেষ করি; তারপর হজে যেও দাদা! তখন আমিই তোমায় সসম্মানে হজে পাঠাব।

আরঙ্গজেব। বেশ তাই কোরো জাঁহাপনা।

মোরাদ। এরই মধ্যে জাঁহাপনা?

আরঙ্গজেব। অবশ্য; আর ত তুমি শাজাদা নও; এখন সমস্ত হিন্দুস্থান তোমায় শাহানশা বাদশা বলে সম্বোধন করবে; রাজা প্রজা, হিন্দু মুসলমান, মারাঠা রাজপুত—সকলেই তোমার সম্মুখে নতজানু হয়ে থাকবে; বায়ুবিতাড়িত কুসুমসুবাসের ন্যায় তোমার যশোগাথা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হবে; আর আমি সুদূর তীর্থধাম হতে প্রাণভরে তোমার জন্য খোদাকে ডাকবো।

(নর্ত্তকীদিগের প্রবেশ।)

মোরাদ। ডেকো, ভাই, ডেকো—মজগুল হয়ে ডেকো। এখন আমায় ফুর্ত্তি ক'ত্তে দাও। নেশা ছুটে যা'চ্চে; সরাব—সরাব! (মদ্যপান।) সকলে প্রাণভরে নাচো—গাও—ফুর্ত্তি কর।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

আমরা প্রেমের গাঙ্গে খেয়া বাই;
তুফাণে ভয় করি না উজান ঠেলে বেয়ে যাই।
আমরা প্রেমের গাঙ্গে খেয়া বাই!

মোরাদ। বাহোবা—বাহোবা! প্রাণ ঠাণ্ডা কোরে নাও দাদা! (মদ্যপান করিয়া) সরাব খেতে শিখলে না ভাই? এখনও শেখো—ফকীরিতে সুখ পাবে—খোদাকে প্রাণভরে ডাকতে পারবে—ডাকতে

ডাকতে ভাবে ভোর হয়ে যাবে! একি! সুর থেমে গেল কেন—আবার নাচো—আবার গাও—দুনিয়ার সুর বদলে দাও! সবাই নাচুক—সবাই গাক—সবাই ফুর্ত্তি করুক। মোরাদ একলা কিছু চায় না—(টলিতে টলিতে) নেশা জমচে—আরো জমিয়ে দাও; নাচ—গাও—ফুর্ত্তি করো!

নর্ত্তকীগণ। গীত।

বাণের মুখে মনের সুখে ছোটাই প্রেমের তরী;
উঠ্‌লে বাতাস পালায় হুতাশ জোর করে হাল ধরি,
হলে বেঘোর—বদর বদর; (তাতেও) কূল যদি
না পাই।
অকূল পাথার দিয়ে সাঁতার পারের ঘাটে চলে যাই।

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল।)

আরঙ্গজেব। এ কি! বাইরে গোলমাল কিসের—হঠাৎ রণভেরী কেন? মোরাদ, শুনচো?

মোরাদ। কি শুনবো দাদা, নাচ গান বড় মিঠে লাগচে।

আরঙ্গজেব। না—না, আমি সে কথা বলচি না; এত কোলাহল—পুনঃ পুনঃ রণভেরী, রণবাদ্য—এর মানে কি?

মোরাদ। গোলমাল হ'চ্চে হোক; রণবাদ্য বাজে বাজুক—কিছুর মানে ক'ত্তে যেও না।

আরঙ্গজেব। তাই তো! শত্রু পক্ষ আক্রমণ ক'ল্লে কি?

মোরাদ। তাই যদি করে—করুক না। তার জন্য ফুর্ত্তি ছাড়বো কেন? নাচো বিবিলোক, নাচো—গাও—ফুর্ত্তি কর।

আরঙ্গজেব। মোরাদ, অতিরিক্ত সুরা সেবনে তুমি এখন অবসাদ-গ্রস্ত; বুঝতে পাচ্চো না যে তোমার সাহায্য না পেলে আমার সৈন্যেরা বলশূন্য হোয়ে পড়বে। (মোরাদকে মদ্যপান করিতে দেখিয়া) আর সুরা সেবন কোরো না ভাই—সর্ব্বনাশ হবে! ঐ শত্রুর কামান ডাকছে!

মোরাদ। ঘাবড়াও কেন দাদা, মোরাদ ঠিক আছে; এতক্ষণ বাই-জীর গান তার কাণে মধু ঢেলে দিচ্ছিল; এইবার কামানের ডাকে সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনবে। ছেলেমানুষের মত ভয় পা'চ্চ কেন দাদা? যাও বিবিলোক, আজ তোমাদের ছুটি।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান। তাড়াতাড়ি জিহনের প্রবেশ।

জিহন। জাঁহাপনা, যুদ্ধ বেধেছে—দারার সৈন্যবল বড় প্রবল!

আরঙ্গজেব। আমাদের চেয়ে?

জিহন। বোধ হয়।

মোরাদ। তা হোক।

আরঙ্গজেব। দারা কি এ যুদ্ধে উপস্থিত আছে?

জিহন। তিনিই সেনাপতি। দক্ষিণস্থ সৈন্যদলের সম্মুখেই তাঁর হস্তী। তার পাশেই আমি আছি। কোনরূপে যাতে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে তাঁকে নামাতে পারি সেই চেষ্টা করব। চল্লুম জাঁহাপনা, আর সময় নাই।

[প্রস্থান।

আরঙ্গজেব। মোরাদ, এখন উপায় কি?

মোরাদ। কার উপায়—তোমার না আমার?

আরঙ্গজেব। ভাই, তুমি নেশায় উন্মত্ত—অথচ তুমি ব্যতীত এ যুদ্ধে জয়াশা নাই!

মোরাদ। কিসের নেশা—মদের না যুদ্ধের?

আরঙ্গজেব। কেন এত সুরা সেবন কোল্লে মোরাদ?

মোরাদ। যুদ্ধের জন্য! এসো—এসো; মোরাদকে এখনও চিনতে পারনি দাদা, রণভেরী বাজলে কি তার মদের নেশা থাকে? চলে এসো——

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্রের একপার্শ্ব।

দারা ও জিহন।

জিহন। তাইতো! আমাদের সৈন্যেরা যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যা'চ্চে! আর কি কোন উপায় নেই জনাব?

দারা। নিরুপায়! বিপক্ষেরা এখন প্রবল; আমাদের পলাতক সৈন্যদের ফেরাবার চেষ্টা আর বৃথা! আমার হস্তী-পৃষ্ঠ থেকে নামাতেই এই বিপদ ঘটল।

জিহন। কি করব জনাব—সকল দোষই আমার; যখন দেখলুম বিপক্ষেরা সকলেই আপনাকে মারবার জন্য লক্ষ্য ক'চ্চে—আর আপনাকে আহত ক'ল্লে আমাদের সকল সৈন্যই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবে, তখন আপনাকে পদাতিকদের সঙ্গে যোগদান ক'ত্তে অনুরোধ কল্লুম; আর শত্রু-পক্ষ পাছে আপনাকে চিন্তে পারে, এই ভয়ে, রাজমুকুটও ত্যাগ ক'ত্তে বলেছিলুম।

দারা। মুকুট কোথায় রেখে এলে জিহন?

জিহন। জাঁহাপনা, আমি তা সঙ্গে আনিনি; হস্তীপৃষ্ঠে তঞ্জামেই

রেখেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি যে নিতান্ত ভীরু কাপুরুষের মত আমাদের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়্বে।

দারা। সৈন্যদের দোষ কি—আমরাই ভীরু কাপুরুষের মত কাজ করেছি।

জিহন। সবই আমার কসুর; শাজাদা, গোলাম অন্যায় করেছে—তজ্জন্য সে দণ্ড গ্রহণ ক'ত্তে প্রস্তুত। জিহনআলির প্রভু যখন বিপন্ন তখন সে প্রাণের ভয় রাখে না। আমায় যা ইচ্ছা দণ্ড দিন।

দারা। না জিহন, তুমি ভাল ভেবেই এ কাজ করেছিলে; তোমার কোন দোষ নেই।

জিহন। হা অদৃষ্ট! জনাব, এখনও হস্তী সন্নিধানে যাবার পথ আছে; এখনও বিপক্ষেরা শাজাদার হস্তী আক্রমণ করেনি; অনুমতি করুন, বন্দা যেরূপে পারে মুকুট নিয়ে আসবে।

দারা। কাজ নেই; তুচ্ছ মুকুটের জন্য বৃথা লোকক্ষয়ে প্রয়োজন কি?

জিহন। না জনাব, মনে বড় ধিক্কার হয়েছে; এর প্রতিবিধান না করে ফিরছি না; যদি সফল হই তবেই আবার আপনার কাছে মুখ দেখাব—নতুবা এই শেষ। [প্রস্থান।

দারা। জিহন—জিহন! শুনতে পেলে না—চলে গেল! যাক।

(মৌলানাশার প্রবেশ।)

মৌলানাশা। শাজাদা!

দারা। একে—ফকীর! এই উদ্বেল শোণিত-সিন্ধুর মধ্যেও তুমি! ভীষণ মৃত্যুর এই ভয়াবহ ক্রীড়াভূমিতেও তুমি!

মৌলানাশা। বিস্মিত হ'য়ো না—বিস্মিত হবার সময় নেই; পলকে প্রলয় ঘটতে পারে—এখনই এ স্থান ত্যাগ কর।

দারা। যখনই যা বলেছ তাই শুনেছি, কিন্তু আজ তোমার কথা রাখতে পারবো না। এ বড় পবিত্র স্থান; এ আর রণক্ষেত্র নেই—এ বীরের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে; এই স্থানে—এই পবিত্র ভূমিতে শত যোদ্ধা শত বিঘ্ন তুচ্ছ করে, ন্যায়ের জন্য, ধর্ম্মের জন্য হাস্যমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'চ্চে। আর আমি এ স্থান ছেড়ে যাব? কেন—কি জন্য?

মৌলানাশা। যতক্ষণ বিন্দুমাত্রও তোমার জয়াশা ছিল ততক্ষণ আমি দেখা দিই নি। এ যুদ্ধের ফলাফল বুঝতে ত বাকী নেই; তবে কেন অবুঝ হবে? অকারণ জীবন বিসর্জ্জনের নাম আত্মহত্যা; আত্মহত্যা মহাপাতক। স্বেচ্ছায় নিজেকে নিজে নিরয়গামী করবে?

দারা। আত্মহত্যা! কার আত্মা? আমার? সে বস্তু কি শুধু এ দেহেই থাকে? না—না, তাত নয়! ঐ রূপ সিং অগ্নিবৃষ্টি তুচ্ছ করে গোলার মুখে ছুটছে—কার উৎসাহে? ঐ রাম সিং বীরগৌরবে শত্রুর বর্ষা বুক পেতে নিচ্চে—কার প্রেরণায়? আমার—আমার! ওরা আমারই আত্মার বলে বলীয়ান। এই দিগন্তহীন মহা সমরসমুদ্রে আমিই ওদের ধ্রুবতারা—আমিই ওদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। এখনও যে পদাতিক অসি চালনা ক'চ্চে, অশ্বারোহী অশ্ব ছোটাচ্চে, গোলন্দাজ গোলা ছুঁড়ছে—সে আমারই জন্য নয় কি? আমিই ওদের অসি—আমিই ওদের অশ্ব—আমিই ওদের বল—আমিই ওদের ভরসা। ওদের ছেড়ে পালাব? হতেই পারে না!

মৌলানাশা। এখনও এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর দারা! ঐ আরঙ্গজেবের রণোন্মত্ত সৈন্য এদিকে আসছে—আর কালবিলম্ব কোরো না।

দারা। না ফকীর, পাল্লুম না! আসুক আরঙ্গজেব—আসুক মোরাদ; তারা পারে ত আমার প্রাণ নিয়ে ভারতে শান্তি স্থাপন করুক।

আমি ওদেরই পাশে শুয়ে ওদেরই মত সাদরে মৃত্যুকে বুকে তুলে নেব; কারো মানা শুনবো না।

মৌলানাশা। ফকীর থাকৃতে নয়।

(পশ্চাৎ হইতে দারাকে লক্ষ্য করিয়া জনৈক সৈনিককে শর নিক্ষেপে উদ্যত দেখিয়া মৌলানাশার সহসা দারাকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান; মৌলানাশার স্কন্ধে শরাঘাত।)

দারা। একি! একি! আমায় লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত শর তুমি শির পেতে নিলে!

মৌলানাশা। নিলুমই বা? মরা কি এতই কঠিন? তা নয় দারা; প্রাণ দেওয়া একটা নেশা—অতি তুচ্ছ নেশা! তার চেয়েও ঢের বড় জিনিস আছে। বীরত্বের বৈভব দূরে নিক্ষেপ কোরে অনিবার্য্য বোধে ব্যর্থতার হীনতাকে অঙ্গের আভরণ করবার জন্য প্রস্তুত হও। বৃদ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা দিতে হবে; অসংখ্য প্রজার অশ্রু মোচনের আশা মনে অটুট রাখতে হবে; এক যুদ্ধের পরাজয় যাতে শত যুদ্ধ জয়ের ভিত্তি হয়—তাই ক'ত্তে হবে। এ সব কিছুই না কোরে বীরের শয্যায় শয়ন করাই কি এত স্পৃহণীয়!

দারা। খুব শিক্ষা দিয়েছ ফকীর! চল চল—এক দিকে আমার ধন মান যশ ঐশ্বর্য্য—আর একদিকে আমার তুমি। চল, তোমায় আগে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই; তারপর আমার অন্য ভাবনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মোরাদ ও আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

মোরাদ। মোরাদের মদের নেশা কেমন এইবার বুঝলে?

আরঙ্গজেব। বুঝেছি; তা যদি না বুঝব তবে সিংহাসন তোমায় দেবার জন্য এত কষ্ট করব কেন? চল ভাই, শিবিরে চল।

মোরাদ। চল যাই; এইবার উগ্র সুরা চাই; যেখানে যত সুন্দরী আছে সকলকে এনে দাও; তারা নাচবে—গাইবে—ফুর্ত্তি করবে।

আরঙ্গজেব। বেশ, তাই হবে।

(জিহন আলির প্রবেশ এবং আরঙ্গজেবের সম্মুখে দারার মুকুট স্থাপন।)

জিহন। জাঁহাপনা, গোলাম অনেক কষ্টে দারার মাথা থেকে এই মুকুট খুলে এনে আপনাকে উপহার দিচ্চে!

আরঙ্গজেব। এ কার্য্যের এই পুরস্কার! (জিহনকে মুক্তামালা দান ও মোরাদকে মুকুট পরাইতে পরাইতে) এ আমাদের পিতার মাথার মুকুট; অতঃপর তোমার শিরেই শোভা পাবে।

মোরাদ। বহুত আচ্ছা দাদা! জিহন আলি, তুমি খুব চতুর; সম্রাট হ'য়ে আমি তোমার ঋণ শোধ করব; এখন এই নাও। (হীরক বলয় দান।)

জিহন। (কুর্ণিশ করিয়া) জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

-:*:-

দারার কক্ষ।

নাদিরা ও দারা।

নাদিরা। আমাদের পরাজয় সংবাদ তবে মিথ্যা নয়?

দারা। কিসের পরাজয়? জীবন যুদ্ধের এইত আরম্ভ। মহান আদর্শ লক্ষ্য করে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কোরেছি। সেই লক্ষ্যে উপনীত

হবার জন্য যদি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হয় তবে তাতেও গৌরব বই ত অগৌরব নাই!

নাদিরা। সত্য বটে, কিন্তু লক্ষ্যপথে যে রাশি রাশি বিঘ্ন দেখা দিচ্চে। সহায়শূন্য বন্ধুহীন আমরা—আমাদের কি আর দাঁড়াবার স্থান আছে?

দারা। দাঁড়াবার স্থান ভগবানের রাজ্যে কার নেই নাদিরা?

নাদিরা। আর কারো কথায় আমার প্রয়োজন নাই—আমাদের কথা জিজ্ঞাসা কচ্চি—এত সহায়, এত সম্পদ, সব কোথায় যা'চ্চে?

দারা। নাদিরা, প্রকৃত সহায়, প্রকৃত সম্পদ তো বাহিরের জিনিষ নয়। যতদিন অন্তরে পবিত্রতার শুভ্রজ্যোতি অক্ষুণ্ণ থাকবে—জীবের কল্যাণ বই অকল্যাণ স্থান না পাবে—ততদিন বাহিরের শত বিপদ, বিপদ ব'লেই গণ্য নয়—শত পরাজয়, পরাজয়ের মধ্যেই ধর্ত্তব্য নয়।

নাদিরা। তুমি ওকথা বলতে পার, কিন্তু আমি ভাবচি, খোদা আমাদের কপালে এত দুঃখ দিলেন কেন?

দারা। কেন তা জিজ্ঞাসা কোরো না—মনকে বশে আন নাদিরা, পরীক্ষার এই প্রারম্ভ! তাঁর কাজে বাধা দিতে যেও না?

নাদিরা। খোদা! কৈ খোদা? সারাজীবন শয়নে স্বপনে তাঁকে ধ্যান করে কপালে কি শেষ এই ঘটল?

দারা। কি ঘটেছে নাদিরা, যে এত অধীর হ'চ্চ?

নাদিরা। কি না ঘোটেছে বল? রাজ্যেশ্বর ভিখারী হল—আর বাকী কি?

দারা। সব সত্য; কিন্তু সকল রাজ্যের অধীশ্বর—সকল ধনের মালিককে ডেকে যে ভিখারী শান্তি পায়—তার আবার অধীরতা কিসের? বিচলিত হ'য়ো না নাদিরা, কায়মনে খোদাকে ডাক। বড় আশা হিন্দু

মুসলমানকে এক প্রাণে অনুপ্রাণিত কোরব; বড় সাধ হিন্দুস্থান জোড়া সমদৃষ্টির বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করব; অত্যাচারের খরস্রোতে, দুরাকাঙ্ক্ষার দেশব্যাপী দুর্জ্জয় বন্যায় সে হর্ম্ম্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠাও এখন ক'ত্তে পারিনি; তাই বলে কি হতাশ হব? কখনই নয়। নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্যমে, নব শক্তি সংগ্রহ করে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব; কিন্তু আর এখানে নয়—এ স্থান ত্যাগ ক'ত্তেই হবে।

নাদিরা। কোথায় যাবে প্রভু?

দারা। তা জানি না, আমার জয়োন্মত্ত সহোদরদ্বয় শীঘ্রই আমার অনুসরণে আসবে।

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। সহোদরদ্বয় বলবেন না—বলুন পিতৃব্য। জানবেন জ্যেষ্ঠতাত, এ জগতে একমাত্র পিতৃব্য ছাড়া আপনার আর শত্রু নাই। পিতার সাধ্য কি যে আপনার অনুসরণে অগ্রসর হন? তিনি সমর বিজয়ী; কিন্তু তাঁর কাজ সেইখানে শেষ হয়েছে। পিতৃব্য যে তাঁকে খেলার পুতুলের মত খেলাচ্চেন তা তিনি নিজেই বুঝতে পাচ্চেন না!

দারা। সে কি আমিনা?

আমিনা। আর কি জ্যেষ্ঠতাত, পিতার খেলা সাঙ্গ হলেই আমিনার সকল বন্ধন খসে যাবে। বুঝি সে দিনের আর বিলম্ব নাই!

দারা। না মা, তা কখনও হবে না; তোমার পিতাই আরঙ্গজেবের দক্ষিণহস্ত। নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত উপকারীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার কোরে তার লাভ কি?

আমিনা। জ্যেষ্ঠতাত, এখনও পিতৃব্যকে চিন্তে পাল্লেন না? বলুন দেখি, কোন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হোয়ে তিনি নিরপরাধ সিপিরকে বন্দী

কোরেছিলেন; কি জন্য তিনি আশ্রিত সামন্তরাজগণের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত; কেনই বা তিনি পিতাকে সিংহাসনে বসিয়ে ফকীরি গ্রহণ করবার জন্য লালায়িত? জানেন না জ্যেষ্ঠতাত, পিতৃব্য কপটতা আবরণে আপনাকে আপনি আবৃত কোরেছেন—বোঝেননি আপনি তাঁর ফকীরি গ্রহণ কিরূপ? পিতা যাবেন—পিতামহও থাকবেন কিনা সন্দেহ। আপনি আর এখানে কি করবেন জ্যেষ্ঠতাত? পালান—পালান,—এই মুহূর্ত্তে এ পুরী ত্যাগ করুন। জানি কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকবে না; কিন্তু সেও ভাল। আহা, পিতার যদি আজ সে শক্তি থাকতো—তিনি যদি পিতৃব্যের কুহকজাল ভেদ কোরে বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, হিম রৌদ্রে দুঃখকষ্টে দিন যাপন ক'ত্তে পাত্তেন—তাহলে হয়ত কিছুদিন দুনিয়ায় তাঁর অস্তিত্ব থাকত! তা হবে না! আত্মহারা পিতা আমার অমৃতভ্রমে কালসাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন! যান জ্যেষ্ঠতাত—যেখানে ইচ্ছা যান; এস্থানে আর নয়।

দারা। যাব মা, এখনই যাব; ভাবছি নাদিরাকে কার কাছে রেখে যাই?

আমিনা। সঙ্গে নিয়ে যান—কাউকে রেখে যাবেন না। আমি সিপিরের সন্ধানে চল্লুম।

দারা। তাকে কোথায় পাবে মা? সে যে আরঙ্গজেবের কারাগারে বন্দী! বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না!

আমিনা। নিশ্চিন্ত থাকুন—সিপির মুক্ত হয়েছে।

নাদিরা। অ্যাঁ—সে কি!

আমিনা। হাঁ জেঠাই! সেই বাঁদী যে আমায় খুন ক'ত্তে এসেছিল—আমার অনুরোধে জেঠামশাই যাকে মুক্তি দিয়েছিলেন—সেই বাঁদী কৌশলে সিপিরকে মুক্ত কোরে আমাদের ঋণ শোধ করেছে। জেঠাই,

শীঘ্র রাজপুরী ছেড়ে পালাও। আমি সিপিরকে সন্ধান করে পাঠাব। কিছুদূরেই রাজপুতানার মরুভূমি ; সেইখানে সিপিরকে দেখতে পাবে।

নাদিরা। আর তুই কোথায় থাকবি মা ? তোকে ছেড়ে আমরাই বা যাব কেমন করে ?

আমিনা। আমার জন্য ভেবো না। বিপন্ন পিতাকে ফেলে আমার এখন কোথাও যাবার উপায় নাই। যদি খোদা দিন দেন—আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

দারা। নাদিরা, কখন ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করনি ; কেমন কোরে আমি তোমায় আমার সঙ্গে বিপদসাগরে ঝাঁপ দিতে বলি ?

নাদিরা। তুমি যদি বিপদে পড় আমার সম্পদে কাজ কি ? তা হলে বিপদই আমার সম্পদ—দুঃখই আমার সুখ—বিষই আমার অমৃত। আমি জীবনে কখন তোমার সঙ্গ ছাড়া হই নি—আজও হব না।

দারা। তবে তাই হোক। ঐ যে পিতা আসছেন, তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চল যাই।

(শাজাহানের প্রবেশ।)

আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন পিতা ! অনুমতি হয়তো এখন আসি।

শাজাহান। এসো বৎস ; কিন্তু আমিই বা আর কি নিয়ে থাকবো ; আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

দারা। সে কি পিতা, আপনি এই বৃদ্ধবয়সে ভগ্নশরীর নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোথায় যাবেন ? সহোদর আমার অনুসরণ কোত্তে আসছে—পিতার সম্বন্ধে তো তার কোন আক্রোশ নাই! আশৈশব আমাকে যে স্নেহ দান কোরেছেন, হৃদয় দ্বার উন্মোচন কোরে সেই স্নেহরাশি কনিষ্ঠ

আরঙ্গজেবকে ঢেলে দিন। নিশ্চিত সে এসে আপনার সমস্ত হৃদয়রাজ্য অধিকার করবে।

শাজাহান। সরল বালক, আশীর্ব্বাদ করি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন তোমার হৃদয় এমনি মহান—এমনই সরল—এমনই সুন্দর থাকে। বুঝেছি বৎস, এ দুনিয়ায় তোমার স্থান নাই—তোমার সিংহাসন অনেক উঁচুতে আছে। যাও, বাপ যাও, বৃদ্ধ পিতার অন্তরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে নিয়ে যাও। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে যাব ; এখন দেখছি চলৎশক্তিহীন এই বৃদ্ধকে নিয়ে যেতে তোমাদের অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা। তাই সঙ্কল্প ত্যাগ কল্লুম। চল বৎস, তোরণদ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাই ; সেই খানে জন্মের মত তোমায় একবার বুকে করবো—আদর করে একবার শেষ চুম্বন করবো—হৃদয়ভরে একবার আলিঙ্গন করবো—নয়ন ভরে একবার দেখবো! তার পর কি হবে জানি না ; বুঝি আমার ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হয়ে যাবে—বুঝি চন্দ্র তারা সব নিবে যাবে—বুঝি অনন্তকাল দুঃসহ শোকের দারুণ দহনে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হবে! কি করবো—কি হবে—কিছুই জানি না।

দারা। পিতা, এত বিচলিত হোলে কেমন করে আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব? যদি শোকসংবরণে অসমর্থ হন তবে বলুন—আমি যাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করি। বিপদ আসবে—আসুক। আমি বিপদকে ভয় করি না।

শাজাহান। না বৎস, আমি আর দুঃখ করবো না ; তুমি রাজপুরী ত্যাগ কর। বেশ জানি এখানে থাকলে তোমার নিস্তার নেই। হয়ত আমার চক্ষের সামনেই তোমাকে হত্যা করবে! তা দেখতে পারবো না। দূরে থাকলে আমার মনে এক আশা থাকবে। মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে পারব যে আমার প্রাণাধিক জীবিত! দুঃখে হোক কষ্টে হোক—

পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বাছা আমার লুক্কায়িত আছে! আশা থাকবে, হয়তো একদিন দেখা হবে—হয়তো শেষ মুহূর্ত্তে তার মুখখানি দেখতে পাব! আমি সেই আশায় প্রাণ ধারণ কোরব। এসো বৎস, যাবে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

আরামদাসের কুটীর।

(ভীতত্রস্ত আরামদাস দুই কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান ; চতুর্দ্দিকে জয়োন্মত্ত সৈনিকদিগের চীৎকার ধ্বনি।)

আরামদাস। ও বাবারে! কি ভয়ানক জায়গায় এসেই পড়েছি! খালি কচাকচ—খালি কচাকচ! কি গোল রে বাপ! এ যে বত্রিশ নাড়ী শুখিয়ে উঠ্‌ছে! (কর্ণে অঙ্গুলী প্রদানপূর্ব্বক ঘন ঘন পদচারণ। হঠাৎ বন্দুকধ্বনি ; কিয়দ্দূর হঠিয়া গিয়া) ই হি হি হি হি—এ যে গুড়ুম গাড়ুম এগিয়ে আসছে বাবা! না—সুবিধের নয় ; আরামদাসের আরামের এইখানেই বুঝি খতম হয়! (ছুটাছুটি করণ ; একদল সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।) ঐ গো—গেল গেল, সব গেল! সিন্দুক ভরা মাল—ঘর জোড়া বাবাজিনী—সব গেল!

১ম সৈনিক। এটা কার বাড়ী? আয় লুটি আয়—

আরামদাস। বাবারা—আমি!

১ম সৈনিক। কে তুমি?

আরামদাস। মাপ কর বাবা—কিছু জানিনি! নেহাত গোবেচারা! অতি ভাল মানুষ—যেন থামটা!

১ম সৈনিক। আরে কে তুমি—তোমার নাম কি?

আরামদাস। এই দ্যাখ বাবা, কুঁড়ে ঘর—খালি খড় আর কুটি!

১ম সৈনিক। আরে বেটা, কাণের মাথা খেয়েচিস?

আরামদাস। হ্যাঁ বাবা, গুড়ুম গুড়ুমের চোটে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে! কাণও খেয়েছি, বাবা, মাথাও খেয়েছি!

২য় সৈনিক। আরে কি কথা কাটাকাটি কচ্চিস? চল—বেটার চালাখানা খুঁজেপেতে দেখি! চেহারাটা দেখে লোকটাকে শাঁসাল রকম বোধ হ'চ্চে!

আরামদাস। না বাবা, তা নয়—রোগে এমন করেছে!

১ম সৈনিক। (২য় সৈনিকের প্রতি) একি, পাগল নাকি!

আরামদাস। হ্যাঁ বাবা তাই; সরে পড় সরে পড়!

(কতিপয় সৈন্যসহ জিহনের প্রবেশ।)

২য় সৈনিক। (জিহনকে দেখিয়া) ওরে পালা—পালা—

[সকলের প্রস্থান।

জিহন। কি আরামদাস, ব্যাপার কি?

আরামদাস। দাদা, গেছি।

জিহন। বলি ভয়ে কাঁপছো যে!

আরামদাস। আছাড় ফাছাড় খাইনি, এই আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি।

জিহন। কিন্তু ভায়া, এখন কি করবে বল দেখি? দেশ ত এক রকম অরাজক হয়ে পড়ল। যদি জানে বাঁচতে চাও, ধন দৌলত তফাৎ কর।

আরামদাস। তুমি কর দাদা, সব তোমার জিম্মায় রইল; আমি চল্লুম!

জিহন। এখনই নাকি?

আরামদাস। সে আর কথা আছে!

জিহন। একলাই যাবে?

আরামদাস। নিশ্চয়।

জিহন। ঘরে বউ আছে যে?

আরামদাস। ও সব তোমার জিম্মে! আমি এই দিলুম চম্পট! গোলমাল চুক্‌লে তবে আবার এ মুখো হব।

জিহন। তা দাদা, বৌটাকে আর কেন কাঁদিয়ে যাবে? তোমার আর সবের কিনারা আমি ক'ত্তে পারি—কিন্তু ঐটার বেলাই গোল।

আরামদাস। তবে তাই; ঘরে একটা ঘেমটাওয়ালীর পেশোয়াজ আছে; তাই পরিয়ে বাবাজিনীকে নিয়ে খিড়কী দিয়ে আমি সটকান দি। তুমি দাদা, আমার আর সব দেখো——

[প্রস্থান।

জিহন। (স্বগত) বাঁচা গেল! মোরাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বেটা বিস্তর লুটেছে! আরামদাসের আরামের ধন এইবার জিহনের ঘর আলো করে থাকবে। যাই, লোকজন ডাকি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শাজাহানের কক্ষ।

(শাজাহানের প্রবেশ।)

শাজাহান। (স্বগত) প্রাণাধিক জন্মের মত চলে গেল! আমার বুকভরা আশা, বার্দ্ধক্যের সুখ, জীবনের শান্তি, কিছুই আর রইলো না! ধনরত্নই আমার সর্ব্বনাশের মূল; অর্থলোভেই আরঙ্গজেবের এত অধঃ-পতন! খোদা যদি আমায় কাঙ্গাল কোত্তেন তবে তো আজ এ চিত্র দেখতে হোত না! কাঙ্গালের ছেলে কাঙ্গাল হয়েই সুখে থাকতো!

(রোশেনারার প্রবেশ।)

একে! রোশেনারা! সব শেষ কোরে এসেছ কি জন্য রোশেনারা? আরও কি কিছু মনে আছে?

রোশেনারা। শেষ কোরে আসিনি সম্রাট, শেষ যাতে না হয় সেই জন্যই এসেছি। আমার দোষ নেবেন না পিতা! সকলই আরঙ্গজেবের দুষ্মতিতেই ঘোটেছে। যা হোক, খোদার কৃপায় এখন তার জ্ঞান হোয়েছে; সে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কোরে জ্যেষ্ঠের সহিত মিলন কোত্তে চায়।

শাজাহান। সত্য বলচ, রোশেনারা? না বৃদ্ধ পিতাকে উপহাস ক'চ্চ?

রোশেনারা। রোশেনারা যতই মন্দ হউক তবু সে বাদশার মেয়ে। পিতাকে সে কখন উপহাস কোত্তে পারবে না।

শাজাহান। আচ্ছা আরঙ্গজেব যদি আত্মদোষ বুঝতে পেরে থাকে তবে সে আমার কাছে এলো না কেন?

রোশেনারা। কেন, তা বুঝতে পাচ্চেন না? মুখ দেখাতে তার লজ্জা হয়; আর ভয় হয় পাছে আপনার সৈন্যসামন্ত রক্ষীবর্গ তাকে হত্যা করে।

শাজাহান। তা কি সম্ভব রোশেনারা? সে যতই অন্যায় করুক না—আমি কি পিতা হয়ে তাকে হত্যা করতে বলতে পারি!

রোশেনারা। আপনি তা পারেন না জানি, কিন্তু আরঙ্গজেব তা বোঝে কৈ। সে নাকি অপরাধী, তাই তার মনে মন্দটাই আগে আসে।

শাজাহান। না—তুমি তাকে বুঝিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো; আমার মন তাকে দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হোয়েছে।

রোশেনারা। কি করব জাঁহাপনা, আমি কিছুতেই তাকে আনতে পারিনি। নিকটেই সে একাকী অবস্থান কোচ্চে; আমায় বোলেছে যদি তার অপরাধ আপনি মার্জ্জনা করেন, তবে সে আপনার কাছে আসবে; কিন্তু রাজপুরীতে সৈন্য সামন্তাদি কেউ থাকলে তার আসতে ভয় হবে। সেই জন্যই সে ইতস্ততঃ ক'চ্চে।

শাজাহান। এই বইতো নয়? আমি এখনই এর ব্যবস্থা কচ্চি। খোজা?

(খোজার প্রবেশ।)

রাজপুরীর সমস্ত সৈন্যসামন্তকে এখনই সহরপ্রান্তে যেতে বল; আমার আদেশ ব্যতীত কেউ যেন না আসতে পায়।

খোজা। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

রোশেনারা। এইবার আমি আরঙ্গজেবকে ডেকে আনি।

[রোশেনারার প্রস্থান।

শাজাহান। (স্বগত) খোদা, তোমার মনে যদি এই ছিল তবে কেন এই বৃথা রক্তপাত, অকারণ বিদ্রোহ উপস্থিত কোল্লে! আবার আশা হ'চ্চে—ভগ্নদেহে বল পাচ্চি—দৃষ্টি ফিরে আসচে! দারা ফিরে আসবে—পুত্রদের মনোমালিন্য ঘুচে যাবে—সাম্রাজ্যে সুখের উৎস ছুটবে—তৈমুরলঙ্গের বংশ পূর্ণগৌরবে পুণ্যভূমি ভারতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ কোরবে! কে জানত অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল, গৃহবিবাদে শতধাচ্ছিন্ন মোগলশক্তি আবার প্রদীপ্ত হোয়ে উঠবে!

(সৈন্যসহ জিহন আলির প্রবেশ।)

(প্রকাশ্যে) কৈ বৎস, কোথা বৎস! কাছে এসো!

জিহন। জনাব!

শাজাহান। একি, জিহন আলি! আমার আরঙ্গজেব কোথায়?

জিহন। তিনিই আমায় পাঠিয়েছেন জনাব!

শাজাহান। আমি তো তার অনুরোধে রাজপুরী জনশূন্য কোরেছি—তথাপি সে আসতে ভয় কোচ্চে কেন?

জিহন। ভয় নয় জনাব! তাঁর আদেশে হজরৎকে বন্দী করবার জন্য এরা এসেছে।

শাজাহান। অ্যাঁ, কি বলচ, সত্য কি? বল—সত্য নয়; সত্য হোলেও—বল, সত্য নয়। তাই শুনে আমি আত্মঘাতী হই। শাজাহানের পুত্র আরঙ্গজেব, কন্যা রোশেনারা এত শঠ—এত প্রতারক—এত নীচ যে অনায়াসে এই রুগ্ন, ভগ্ন প্রাণভয়ে ভীত—পুত্রশোকে জর্জ্জরিত বৃদ্ধ পিতার প্রতি এরূপ ব্যবহার কোল্লে? আর জিহন আলি, তোমার একি চরিত্র?

জিহন। জনাব, গোলামের প্রতি অন্যায় দোষারোপ কচ্চেন। শাজাদা আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে ধোরেছিলেন। তাঁর আদেশ পালন না কোল্লে আমার জান থাকবে না। বন্দা তাই তার নিজের প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্য শাজাদার হুকুম তামিল কোত্তে এসেছে।

শাজাহান। তুচ্ছ প্রাণভয়ে এতদূর অধর্ম্ম যে কোত্তে পারে সে কি মানুষ না ডুষমণ?

জিহন। গোলামকে যা ইচ্ছা বলতে পারেন; কিন্তু জাঁহাপনা প্রাণটা বড় দামী জিনিস—সেটার মায়া ছাড়তে কার না কষ্ট হয় হজরৎ?

শাজাহান। বাক্যব্যয় কোরো না জিহন—তোমার মত দুষ্ট শয়তানের সঙ্গে বাক্যালাপ কোরে আমার রসনা কলুষিত কোত্তে ইচ্ছা করি না। আমি বন্দী, কোথায় যেতে হবে বল?

জিহন। নিকটেই জাঁহাপনা। হজরতের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়েছে—বাদশাই কারাগারে দিব্যি সুখে থাকবেন জনাব! ঐ দেখুন না শাজাদাকে বলে হাতকড়িও আপনার বাদশাই রকম করিয়েছি। প্রহরী, তোমাদের বাদশার হাতে—কি বলবো, নিষ্ঠুর শাজাদার কুমতলবের কথা বলতে বাকরোধ হয়ে আসে যে—

শাজাহান। আর বলতে হবে না—আমি বলচি। পরাও প্রহরী!

জনৈক প্রহরী। (করযোড়ে) জনাব, জান যায় সে-বি আচ্ছা—গোলাম ও কাজ কোত্তে পারবে না।

(হাতকড়ি দূরে নিক্ষেপ করণ।)

জিহন। ওকি কর—ওকি কর! ভেঙ্গে যাবে—ভেঙ্গে যাবে! নিয়মমত কাজ না কোল্লে শাজাদার কাছে জবাবদিহি কোত্তে হবে।

প্রহরী। জবাবদিহির ধার ধারি না! সবাই জান দেব—তবু এ গোস্তাকি কেউ কোরবো না!

জুড়িদার। কেউ না।

জিহন। তাইতো—তাইতো!

শাজাহান। উদ্বিগ্ন হোচ্চ কেন? হাতকড়ি না দিলে বকশিস্ পাবে না? নিজেই পরাও; এই তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছি!

জিহন। কি করি জাঁহাপনা—এ না কোল্লে জান থাকবে না।

শাজাহান। চুপ কর দুষমণ! যা ইচ্ছা কর—কথা কয়ো না।

জিহন। (সম্রাটকে হাতকড়ি পরাইয়া) তবে আসুন জনাব!

শাজাহান। খোদা—ভারত সম্রাটের অবস্থা দেখ!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

——:*:——

মোরাদের কক্ষ।

মোরাদ ও আমিনা।

আমিনা। (মোরাদকে মদ্যপান করিতে দেখিয়া) আজ আর মদ খেও না বাবা! আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে! যেখানে যাচ্চি সেইখানেই দেখছি সকলেই কি একটা ষড়যন্ত্র ক'চ্চে। পিতৃব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লুম; দেখলুম কি এক কুঅভিসন্ধিতে তাঁর মস্তিষ্ক যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে! এখনই যিনি ফকীরি গ্রহণ করবেন তাঁর এত চিন্তা কিসের? পিতা, সাবধান, আমার কথা পায়ে ঠেলো না—অদ্যকার মত মদ্যপানে ক্ষান্ত দাও।

মোরাদ। বারে বেটী, এমন দিনে নেশা করব না ত করব কবে?

চুপ কোরে থাক আমিনা! ঐ—ঐ আমার নাচওয়ালীরা আসছে; ফুর্ত্তি ক'ত্তে দে বেটী; আর এখানে থাকিস না; সরে যা—সরে যা—

(নর্ত্তকীদিগের প্রবেশ।)

আমিনা। (মোরাদের পায়ে ধরিয়া) পায়ে পড়ি পিতা, কখন আমার কোন কথা শোন নি; আজ আমার অনুরোধ রাখ। এ নিবান্ধব পুরীতে রাত্রি যাপন কোরো না—আমার সঙ্গে এসো—

মোরাদ। (বিরক্তির সহিত পা সরাইয়া লইয়া) সরে যা, বেটী, সরে যা; আমার সুখের পথে কেন তুই কাঁটা দিতে এসেচিস্? তোর কথা আমি শুনবো না; তুই চলে যা—তুই থাকলে আমার ফুর্ত্তি হবে না—তোকে দেখলে আমার নেশা ছুটে যাবে—পালা পালা—

আমিনা। (স্বগত) এ কি হল! খোদা, কি কল্লে! স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি রজনীর অন্ধকারে যেখানে যত শয়তান শয়তানী পিশাচ পিশাচী আছে, সকলে মিলে যেন এই হতভাগিনীর পিতাকে গ্রাস ক'ত্তে আসছে! হায় ময়ূরসিংহাসন, তোমারই মোহে পিতার আজ এই দশা!

[প্রস্থান।

মোরাদ। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) মোরাদ আজ দিনদুনিয়ার মালিক শাহানশা বাদশা হয়েছে; আজ তার অভিষেক—তোমরা সব তার সামনে ফুলের মত ফুটে থাক, হাওয়ার মত খেলা কর, পাপিয়ার মত কথা কও, বিদ্যুতের মত চাও, প্রাণ ভরে গান কর—

নর্ত্তকীগণ। গীত।

থাকতে নেশা, মেলা মেশা,
যত পার করে নাও;

হৃদয় খুলে, আপন ভুলে,
বাহু তুলে নাচো গাও।
চোখে বহুক প্রেমের ধারা।
যে যা বলে বলুক তা'রা,
তুমি প্রেমে আপন হারা—
আপন ভাবে চলে যাও।
তুমি শুধু সাগর পানে,
ভেসে যাও ঐ প্রেমের টানে,
ভাবে বিভোর গভীর তানে—
অধীর প্রাণে প্রেম বিলাও।

(গান শুনিতে শুনিতে মোরাদের নিদ্রা ; ধীরে ধীরে আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

আরঙ্গজেব। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) জাঁহাপনা বিশ্রাম ক'চ্চেন, তোমরা যেতে পার।

[কুর্ণিশ করিয়া নর্ত্তকীদিগের প্রস্থান।

এই বীভৎস ব্যভিচারের স্রোত তক্ত তাউস হতে ছুটবে? ময়ূর সিংহাসন মদিরার উৎসে পরিণত হবে? না না, কথনই নয় ; আর এ ঠাটের প্রয়োজন কি? মোরাদ, আজকের নেশার ঘোর কাটবার আগেই যাতে তোমার সব নেশা ছুটে যায়, এখনই তার ব্যবস্থা করব ; কিন্তু জন্মের মত তোমায় দুনিয়া থেকে সরাতে পারবো না। রোশেনারা তাই চায়—তার উদ্দেশ্য কি জানি না ; কিন্তু আমি তার কথা রাখতে

অসমর্থ; ভয় হয়—মায়া হয়—কি জানি কার মুখ মনে কোরে বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। হাবিলদার—

(হাবিলদারবেশী মৌলানাশার প্রবেশ।)

মৌলানাশা। জাঁহাপনা!

আরঙ্গজেব। খুব সতর্ক থেকো; নেশা কাটবার আগেই মোরাদকে বন্দী করা চাই।

মৌলানাশা। যো হুকুম।

আরঙ্গজেব। দেখো, বন্দীকে প্রাণে মেরো না—যত শীঘ্র পার কার্য্য সমাধা কর; নেশা ছুটলে ও দুর্জ্জয় সিংহকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। মোরাদ ক্রোধোন্মত্ত হলে তার প্রতি লোমকূপ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে শত শত আক্রমণকারীকে দগ্ধ করে ফেলে; তার হাতে একখানা অসি থাকলে সহস্র অসিও তার সমকক্ষ হতে পারে না।

মৌলানাশা। তা খুব জানি জাঁহাপনা!

আরঙ্গজেব। তাই বলছি, বেশী সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নাই; মোরাদ এখন নিরস্ত্র—যত শীঘ্র পার কার্য্য শেষ কর।

(তাড়াতাড়ি জিহনের প্রবেশ।)

জিহন। জাঁহাপনা, শাজাদা মোরাদকে অভিবাদন করবার জন্য দুর্গদ্বারে বহুসৈন্য সমবেত হয়েছে।

আরঙ্গজেব। দেখো জিহন আলি, এ সময় কেউ যেন দুর্গে প্রবেশ ক’ত্তে না পারে। আমি বেশ জানি, সমস্ত সৈন্য আমার দুর্ভাগ্য কনিষ্ঠের পক্ষে।

জিহন। কি করি জনাব, আহ্লাদে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে;

মোরাদ মোরাদ কোরে সবাই পাগল। কোন কৌশল ক'রে তাদের সরাতে না পা'ল্লে এখনই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌বে।

আরঙ্গজেব। আচ্ছা, আমি তার বন্দোবস্ত ক'চ্চি। জিহন, রাজ্যে প্রচার করে দাও মোরাদবক্স পীড়িত। তাঁর সঙ্গে বাহিরের লোকের দেখা করা হকিমের নিষেধ।

জিহন। উত্তম কৌশল! (নেপথ্যে কোলাহল) ঐ শুনুন জাঁহাপনা!

আরঙ্গজেব। আচ্ছা, আমি চল্লুম; হাবিলদার, শীঘ্র আমার হুকুম তামিল কর; জিহন আলি, এসো।

[আরঙ্গজেবের প্রস্থান।

জিহন। (গমনকালে স্বগত) আমি জানি মোরাদবক্সের জহরতের থলি কোথায় আছে। ছাব্বিশ লক্ষ টাকার মণিমুক্তা! সব আমার হল—সব আমার হল! [প্রস্থান।

মৌলানাশা। (স্বগত) এই মোহান্ধের কন্যাকে মাতৃসম্বোধন করে স্বেচ্ছায় নিজেকে নূতন বন্ধনে বদ্ধ করেছি। শাজাহানের শোণিত যার ধমনীতে বইছে, হোক সে সুরাপায়ী, হোক সে ব্যভিচারী—অজ্ঞানে তাকে ঘাতকের হাতে ম'ত্তে দেব না। মা, তোর করুণ আঁখি দুটী জলে ভরে উঠ্‌বে—প্রাণ থাকতে তা দেখতে পারবো না। (প্রকাশ্যে) মোরাদ—শাজাদা!

মোরাদ। (জড়িতস্বরে) কে আমায় শাজাদা বলে? আমি সম্রাট!

মৌলানাশা। স্বপ্ন—স্বপ্ন মোরাদ! বাতাসে ঝেড়ে ফেল; অলীক চিন্তা! আকাশে উড়িয়ে দাও।

মোরাদ। কে তুমি! চেনা গলা যে!

মৌলানাশা। ভাল করে দেখ দেখি, চিন্তে পার?

মোরাদ। কে ফকীর! আরঙ্গজেবের সঙ্গে তুমিও হজে যাবে নাকি?

মৌলানাশা। মাথা ঠিক কর মোরাদ! আমার পোষাক দেখে বুঝতে পা'চ্ছ না—ফকীরি ঘুচে গেছে! শাজাদা, তুমি বীর বটে, কিন্তু বড় বুদ্ধিহীন।

মোরাদ। ফের শাজাদা?

মৌলানাশা। ঠিক, শাজাদা বলা তোমায় ভুল হয়েছে।

মোরাদ। পথে এসো বাবা—বল সম্রাট।

মৌলানাশা। এখনও সেই স্বপ্ন দেখছ! সম্রাট তোমার সহোদর আরঙ্গজেব। শাজাদা খেতাব শাজাহানের বংশ থেকে বোধ হয় উঠে গেল। আমি তোমায় বন্দী করতে এসেছি।

মোরাদ। সে কি ফকীর!

মৌলানাশা। এইবার বোঝ আরঙ্গজেবের হজ কেমন?

মোরাদ। কি বলচ, ভাল বুঝতে পাচ্চি না। ফকীর, আমায় সমস্যায় ফেল না; আমি জীবনে কখনও ভাবিনি—আমায় ভাবিও না—কি কথা কইচ?

মৌলানাশা। সহজে বুঝবে না—বুঝতে চাও ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সব ভুলে শুধু শোনবার চেষ্টা কর; প্রাণ মন এক কোরে কেবল শুনে যাও। যা কখন শোন নি, তাই শুনতে হবে—যা কখন ভাব নি, তাই ভাবতে হবে—যা কখন বোঝনি, তাই বুঝতে হবে। তোমার সব আচ্ছন্ন হয়ে আছে—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি যাদুকর তোমার সব যাদু করে রেখেছে। আরঙ্গজেব তোমায় নাগপাশে বেঁধেছে। মনে পড়ে মোরাদ, আমি তোমায় সতর্ক ক'ত্তে গেছলুম; তুমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমায় কারারুদ্ধ করেছিলে। তোমার কন্যা—আমার মা—আমায় কারাযন্ত্রণা

থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। মায়ের সে ঋণ রাখব না! আমি তোমায় মুক্ত ক'র্ত্তে এসেছি।

মোরাদ। এ সব কি জেগে জেগে শুনচি—না ঘুমন্ত জগতের কতকগুলো এলো মেলো স্বপ্নের কথা কে আমার কাণে ঢেলে দিচ্চে!

মৌলানাশা। চিরটা কাল খেয়ালেই রইলে—তাই খেয়াল কেটেও কাটছে না; জীবন ভোর ঘুমিয়েই কাটালে—তাই ঘুম ভেঙ্গেও ভাঙ্গছে না। দেখ দেখি মোরাদ, এটা কি?

(মোরাদকে লৌহশৃঙ্খল প্রদর্শন।)

মোরাদ। হুঁ, এইবার বোধ হয় ঠাওর হয়েছে। একটা গল্প শুনবে ফকীর? শোন; এক ব্যাধ আছে—তার নাম আরঙ্গজেব; সে মোরাদ বলে একটা বাঘ পোষে; যতদিন বাঘটা খেয়ে খেলিয়ে বেড়াত—ততদিন সে তাকে ছেড়ে রেখেছিল, তারপর যখন বাঘটার সেই ব্যাধের তৈরীখানার দিকে লোভ পড়ল—তখন সে বুঝলে গতিক ভাল নয়; তাই তার জন্য লোহার শিকল গড়িয়েছে। বল দেখি, ব্যাপার এই নয়?

মৌলানাশা। এখন ত বেশ বুঝছ মোরাদ, দুদিন আগে যদি এমনি করে বুঝতে!

মোরাদ। তাতে কিছুই আসবে যাবে না; মোরাদ বন্য শার্দ্দূল—কখন কারো পোষ মানে নি। যেমন করেই তাকে রাখ না কেন, সে নিজের পথ নিজে ক'রে নেবে।

মৌলানাশা। অসম্ভব—অসম্ভব; ভীষণ চক্রান্তপূর্ণ এই দুর্গমধ্যে একা অসহায় তুমি কি করবে মোরাদ?

মোরাদ। আর ঐ শিকলগাছটা মাত্র সম্বল নিয়ে তুমিই বা কি করবে ফকীর?

মৌলানাশা। আমি তোমায় শিকল পরাতে আসিনি—শিকল যাতে পরতে না হয় তাই ক'ত্তে এসেছি।

মোরাদ। তুমি আমায় মুক্ত করবে? মুক্ত হয়ে কি করব ফকীর?

মৌলানাশা। নূতন করে জীবন গড়বে।

মোরাদ। মুক্তি—মুক্তি! বড় স্পৃহণীয় জিনিস—সবাই চায় বটে! কিন্তু কত বাঁধন কাটবে ফকীর? আমার শিরায় শিরায় বন্ধন—গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বন্ধন—ধমনীতে ধমনীতে বন্ধন—হাড়ে হাড়ে বন্ধন! আমার কোন্ বাঁধন খুলবে? না না, মুক্তি চাই না—আমার তাতে অধিকারও নেই—সাধও নেই।

মৌলানাশা। এ কথার অর্থ কি মোরাদ?

মোরাদ। অর্থ অতি পরিষ্কার—অতি সোজা। নেশা ছুটেছে; মদের নেশা—ভোগের নেশা—রাজ্যের নেশা—সব নেশা কেটে গেছে! আমি বন্দীও থাকব না—মুক্তও হব না; আমার বড় আশায় ছাই পড়েছে; আমিও সকলের আশা ব্যর্থ করব—সকলকে ফাঁকি দেব। আমি আরঙ্গজেবকে ফাঁকি দেব—কারাগারকে ফাঁকি দেব—লহমায় জীবনব্যাপী ভ্রান্তি শুধরে নেব। অসি—অসি—অসি; কৈ আমার ক্রীড়া সহচর অসি—কোথায় আমার জীবন সম্বল অসি—আজ তুমিও বিমুখ হলে! সূর্য্য আছে—জ্যোতি নাই; আগুন আছে তেজ নাই; জল আছে শৈত্য নাই; মোরাদ আছে অসি নাই! হতে পারে না—হতে পারে না! (ফকীরের কটিবন্ধ হইতে তরবারি লইয়া) এই যে—এই যে পেয়েছি! ফকীর, আর এখানে দাঁড়িও না; যাও—সবাইকে বল, মোরাদ অসি আলিঙ্গন করে জীবন শেষ করেছে—শাজাহানের শোণিত কলঙ্কিত হতে দেয়নি।

(বক্ষে তরবারি আঘাত; পতন ও মৃত্যু।)

(আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

আরঙ্গজেব। (ভীত ও বিস্মিত ভাবে) একি! বন্দীর এ অবস্থা কে ক'ল্লে হাবিলদার!

মৌলানাশা। চুপ—চুপ—চুপ; আস্তে কথা কও; তোমার বাসনা রাক্ষসী শুন্‌তে পাবে—সে বিদ্রূপের হাসি হাসবে—ঘৃণায় তোমার সঙ্গে কথা ক'ওয়া বন্ধ করে দেবে। যাকে আঁটবার শক্তি নাই—কোন্ সাহসে তার সব বাঁধন ছিঁড়ে দিয়েছ আরঙ্গজেব? ঐ দেখ, ঐ দেখ—তোমার অন্তরের লালসানল ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠছে; তোমার বিভীষিকাময়ী উচ্চাশা মুখব্যাদান করে মোগল সাম্রাজ্য গ্রাস ক'ত্তে আসছে। ওকি, টলচ কেন? রক্তবন্যায় দেশ ভাসাতে বসে দুঝলক রক্ত দেখে অত ভয় কিসের? এইবার দেখ্‌তে পাবে তোমার স্বহস্ত রোপিত বিষবৃক্ষে কি রোমহর্ষণ ফল ধরেছে। আরঙ্গজেব, আর আমি তোমার তাঁবেদারী করব না। আমার পরিচয় শুনতে চাও? শাজাহানের অন্নে প্রতিপালিত আমি সেই মৌলানাশা ফকীর। একটা কথা জেনে রেখো, বড় আশা করে যে তক্তভাউসের পানে চেয়ে আছ—সে তক্তভাউসে খোদার অভিসম্পাত আছে। কেউ তাতে বসে শান্তি পাবে না; তৈমুরলঙ্গের বংশ ধ্বংসের জন্য তার সৃষ্টি। ময়ূরসিংহাসন ছাই হয়ে যাক—ময়ূর-সিংহাসন অতলের তলে ডুবুক।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সম্রাটের কক্ষ।

আরঙ্গজেব।

আরঙ্গজেব। (স্বগত) জীবনব্যাপী সংগ্রামের পর উচ্চাশার উচ্চতম সোপানে উঠেছি! আমারই রোষাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে সহোদর সুজা সুদূর আরাকাণের নদী গর্ভে চিরশান্তি লাভ কচ্চে; আমারই কুটিল কৌশলে বীরশ্রেষ্ঠ মোরাদের নাম তুনিয়া থেকে মুছে গেছে; আমারই কঠোর পীড়নে পিতার প্রিয়পাত্র শাজাদা দারা দীনবেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চে। আর পিতা—যিনি এই ময়ূর তক্তে বসে হিন্দুস্থান শাসন কচ্ছিলেন—আমারই ইচ্ছায় তিনি আজ প্রাচীরবদ্ধ ক্ষুদ্র কারাগৃহের কঠিন শিলাতলে শয়ন করে মানব জীবনের একটা প্রহেলিকাময় স্বপ্ন দেখ্ছেন। বহুকষ্টে বহু আয়াসে বহুদিনে ময়ূরসিংহাসনের এই বন্ধুর পথ কণ্টকশূন্য ক'ত্তে পেরেছি।

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। কই পেরেছ আরঙ্গজেব ?

আরঙ্গজেব। রোশেনারা, আর কি করব ? সমস্ত হিন্দুস্থান শোণিত-রঞ্জিত করেছি ! জানি না এই তরবারিতে শোণিতের কি এক প্রচণ্ড-প্রস্রবণ আছে ! হিমালয় হতে আমেদনগর, কাবুল হতে কামরূপ পর্য্যন্ত চলে যাও—পথে ঘাটে, মন্দিরে দেবালয়ে, মসজিদে প্রাসাদে—সর্ব্বত্র আমার শোণিতক্রীড়ার ভীষণ চিহ্ন দেখতে পাবে।

রোশেনারা। তা দেখে কি হবে আরঙ্গজেব ? যদি সিংহাসনে থাকৃতে চাও, কণ্টক ছেদন কর।

আরঙ্গজেব। রাজ্য এখন নিষ্কণ্টক।

রোশেনারা। না, তা নয় ; কণ্টক পদে পদে। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, দিল্লী আগরার প্রস্তরে প্রস্তরে আগ্নেয় অক্ষরে দারার নাম ক্ষোদিত, শুন্‌তে পা'চ্চ না, যমুনা কলনাদে তোমার জ্যেষ্ঠের নাম গেয়ে যা'চ্চে, জান না কি দারার নামের ধন্য ধন্য তোমার জয়নাদকে ছাপিয়ে উঠেছে ! তবু বলবে রাজ্য নিষ্কণ্টক !

আরঙ্গজেব। দারা দর্পহৃত—তার মান সম্ভ্রম, পদ মর্য্যাদা, প্রভুত্ব প্রতিপত্তি—সব আমার মুষ্টিমধ্যে !

রোশেনারা। কিন্তু পরাজিত পলাতকের প্রতি এই সার্ব্বজনীন সহানুভূতিই তার পুনরুত্থানের কারণ হতে পারে।

আরঙ্গজেব। জ্যেষ্ঠের সে সামর্থ্য নাই। তাকে সাহায্য করবে কে ? তার সহায় সম্পত্তি কোথায় ?

রোশেনারা। ও কথা বোলো না ভাই, তোমার আজ এমন হল কি করে ?

আরঙ্গজেব। আমার সহায় সম্পত্তি তুমি। দারার ত রোশেনারা

নাই। সুতরাং তার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুনরুত্থানের আশাও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়েছে।

রোশেনারা। না আরঙ্গজেব, তুমি জান না, খোদার মর্জ্জি কে বল্‌তে পারে? তাঁ'র রাজ্যে অনেক সময় অনেক অঘটন ঘটে; বল্‌তে পার আরঙ্গজেব, কেমন করে জনপদ শ্মশান হয়ে যায়, শ্মশান জনপদে পরিণত হয়? পর্ব্বত সমুদ্রে ডোবে, সমুদ্র পর্ব্বত লঙ্ঘন করে? মহাদেশ মহাসমুদ্র হয়, মহাসমুদ্র মহাদেশরূপে বিরাজ করে? এ সব খোদার রহস্য, আমি তোমায় বোঝাতে পারবো না; কিন্তু এ কথা বলতে পারি খোদার মর্জ্জি হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়—পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। তাই বলচি, দারাও আবার উঠ্‌তে পারে। দেশবাসী যার পক্ষে,—তার সাহায্যের ত অভাব হবে না! তাই বলছিলুম ভাই, তুমি নিষ্কণ্টক নও।

আরঙ্গজেব। তুমি তবে কি পরামর্শ দাও রোশেনারা?

রোশেনারা। দুনিয়ার খেলা দারার যাতে শীঘ্র সাঙ্গ হয় তাই কর।

আরঙ্গজেব। আবার হত্যা!

রোশেনারা। কি করবে—উপায় নেই।

আরঙ্গজেব। না রোশেনারা, থাক।

রোশেনারা। থাক্‌লে চলবে না।

আরঙ্গজেব। তবে কি করব?

রোশেনারা। জিহন আলি আসছে। তাকে দারার অনুসন্ধানে পাঠাও; তার দ্বারা যেরূপে পার কার্য্য সমাধা কর। নতুবা শেষ কি হবে বল্‌তে পারি না।

(খোজার প্রবেশ।)

খোজা। জনাব, জিহন আলি।

আরঙ্গজেব। সেলাম দাও।

[খোজার প্রস্থান।

আমি চল্লুম রোশেনারা, যা ক'ত্তে হয় তুমি কর। (গমনকালে স্বগত) রোশেনারা দেখছি সব পারে—তার অসাধ্য কার্য্য নাই।

[প্রস্থান।

(জিহনের প্রবেশ।)

জিহন। (কুনিশ করিয়া) সেলাম বাদশাজাদী, বড় খোস খবর।

রোশেনারা। বলে যাও।

জিহন। শাজাদার সংবাদ পেয়েছি।

রোশেনারা। কার কাছে?

জিহন। তাঁরই পুত্র সিপিরের কাছে।

রোশেনারা। দারা এখন কোথায়?

জিহন। বহুদূরে, আবু পর্ব্বতের পশ্চিমস্থ মরুভূমিমধ্যে, সঙ্গে একটাও অনুচর নাই।

রোশেনারা। অনুচর হতে কতক্ষণ?

জিহন। সে যে মানুষের অগম্য স্থান! বেগম নাদিরাবাণুও সেই বালির তলে থাক্‌বেন—শাজাদারও সেইখানে সমাধি হবে।

রোশেনারা। যতদিন তা না হ'চ্চে ততদিন সম্রাট আরঙ্গজেবের মঙ্গল নাই।

জিহন। এখন গোলামের প্রতি কি আদেশ?

রোশেনারা। যেমন কোরে পার শাজাদাকে দরবারে হাজির কর।

জিহন। গোলামের বকশিস?

রোশেনারা। গুজরাটের বড় পরগণা পেয়েছ—এইবার একটা রাজ্য পাবে। জান ত, রোশেনারা যা বলে, কখন তা মিথ্যা হয় না!

জিহন। বহুত খুব শাজাদী; যেমন করে পারি এ কাজ করব—কিন্তু রাজ্য চাই।

রোশেনারা। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক; আমি সম্রাটকে বোলে তার বন্দোবস্ত ক'চ্চি। [রোশেনারার প্রস্থান।

জিহন। (স্বগত) এতদিন তাঁবেদারী কল্লুম—এইবার রাজ্যেশ্বর হব!
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আবু পর্ব্বতোপরি ভীলপল্লী।

ভীল সর্দ্দার ও তাহার পুত্র।

সর্দ্দার। আজ চৌঠা মাস হয়ে গেল—বাবার দেখা ত মিললো না—খোঁজ কল্লি না বেটা?

পুত্র। কার কথা বল্‌চিস বাপ?

সর্দ্দার। বেটা তুই বেইমান হবি? তুহার জান দিলে সে পাহাড়ী বাবা—চক্রবোড়ার বিষে বেটা মরিয়ে গেলি—হামার আখ্‌সে পানিয়া গিরতে লাগল—দেহাত থেকে আদমী লোক এসে তোকে পাহাড় পরে গাড়িয়ে দিলে! নিশি রেতে উপর থেকে সেই পাহাড়ী বাবা এসে তোকে বাঁচিয়ে লিয়ে হামার কলিজার পরে রাখিয়ে দিলে। সে বাবাকে তুই ভুলিয়ে গেলি? শয়তানী করিস না বাপ! বাবাকে ভুলিয়ে যাবি ত সর্দ্দারের বাণে জানে মরবি!

পুত্র। তুহার বেটা আমি বাবা, দুষমণি তো জানি না। হামলোকের কলিজাসে আপনা আদমী সে পাহাড়ী বাবার লাগি আজ চৌঠা রোজ ঢুঁড়ে আসছি। বাবার দেখা ত মিলল না!

সর্দ্দার। বাবা হামার ধনুক লিয়ে খেলা করত, বাবা হামার ভীলের গাঁটী ভালবাসত, বাবায় দেখে ভীলের ছাতি ফুলিয়ে উঠতো, তুহার মত বাবা হামার কাছটী ছাড়া হত না! হাঁরে বেটা, সে বাবার ত কোন কাজ হামালোকসে হল না!

পুত্র। ঠিক বলেচিস বাপ, বাবা তবে গোঁসা করিয়ে চলিয়ে গেল?

সর্দ্দার। তবে বেটা তুই সর্দ্দার হ'য়ে গাঁয়ের মাঝে হাজির থাক। হামি বাবার খোঁজে যাই; ছাতি হামার দমিয়ে গেছে।

পুত্র। কোথা যাবি বাবা, রাজার বেটারা সব লড়াই করচে—ভাই ভাইকে কাটিয়ে ফেলচে; বড় বেটা হারিয়ে গেল—ছোট্‌কা রাজা হল! বাদশার লেড়কা হামাদের ভীলের গাঁয়ের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেলো। কত সিপাই—কত সোয়ার হামালোকের গাঁয়ের ভিতর আসে যায়! তুই এখন কোথাও যাস নি বাপ! হামাদের ডর লাগছে কোন দুষমণ এসে ভীলের গাঁটী লুটিয়ে লেবে! তুই গেলে ভীলের কলিজা ভাঙ্গবে—মাথা খেলবে না! আজ নিশিতে আয় বাবা সব মরদ মিলে মাদল লিয়ে পাহাড় ঢূঁড়ে পাহাড়ী বাবার পূজা করি। সবার ডাকে বাবা কোথাও রইতে পারবে না; এঠি এসে তেমনি কোরে হামাদের ছাতি ফুলিয়ে দেবে।

(মৌলানাশার প্রবেশ।)

মৌলানাশা। সর্দ্দার, বাপ বেটায় কিসের কথা কইচ?

সর্দ্দার। এই যে বাবা, কোথা ছিলি বাপ, তুহার লাগি ঢুঁড়ে মরচি—

তুহার জন্যে ভালের গাঁ কাঁদচে। এত্ত লেড়কা ফেলে বাবা, এত্ত রোজ কোথা গেছলি? হামাদের কি কসুর দেখ্‌লি বাপ?

মৌলানাশা। তোমাদের কসুর কি সর্দ্দার, তোমরা ত আমায় যথেষ্ট ভালবাস।

সর্দ্দার। সে কি রে বাপ, তোর জন্যে জান দেব; তুই হামার এই জোয়ান বেটার জান দিছিস পাহাড়ী বাবা—হামরা সব তোর গোড়ে পড়ে থাকবো।

মৌলানাশা। (স্বগত) কি নিষ্পাপ, কি পবিত্র এই নির্জ্জন পল্লী! কি সুন্দর, কি সরল এই ভীলগণ! এখানে ময়ূরসিংহাসন নাই, এখানে ঐশ্বর্য্যের মাদকতা নাই, এখানে উচ্চাশার উন্মত্ততা নাই, এখানে দ্বেষ হিংসা কৃতঘ্নতা মহাপাতক নাই, এখানে গৃহবিবাদ অন্তঃবিদ্রোহ রাজ্য-লোভ পরপীড়ন নাই! প্রকৃতির সুসন্তান এই ভীলগণ প্রকৃতির স্নেহালিঙ্গনে সদাই আবদ্ধ, পর্ব্বত উপত্যকায় পরমানন্দে মৃগয়া কোরে বেড়ায়, পর্ণকুটীরে পরম সুখে দিন যাপন করে, প্রকৃতির পদে প্রতিনিয়ত মাথা নত করে থাকে! আর কি হলাহল উঠ্‌ছে ঐ সভ্যতালোকসংস্পৃষ্ট সিংহাসন হতে! কি বিষ উদ্গীরণ ক'চ্চে ঐ শিক্ষাদুষ্ট রাজোশ্বরের হৃদয়! কি কু-বাতাসে পরিপূরিত দিল্লীশ্বরের ঐ বিশাল সাম্রাজ্য! এই দিব্য-পুষ্পাভরণভূষিত, শ্যামাঞ্চলমণ্ডিত, নদীনির্ঝরসমাকুল অনন্তময়ের পুণ্যাঙ্ক-শোভী পবিত্র পর্ণশালার কাছে কত ম্রিয়মাণ ঐ পাপস্মৃতিবিজড়িত দিল্লী আগ্রার মণিময় সৌধাবলীর মোহাঙ্কিত নশ্বর সৌন্দর্য্য!

সর্দ্দার। কি ভাবচিস বাপ?

মৌলানাশা। সর্দ্দার, শাজাদা দারা আরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত হয়ে এই পথ দিয়ে পালিয়েছে জান?

সর্দ্দার। জানি বাবা, রাজার বেটা জেনানা নিয়ে চলিয়ে গেছে।

মৌলানাশা। দারা আমার কলিজার চেয়েও আপনার, তাকে ধরবার জন্য আবার সৈন্য আসছে; কি করব—তাই ভাবছি!

সর্দ্দার। তা হামার উপর কি হুকুম বল? হামার বাল বাচ্ছা তুহার জন্যে জান দেবে।

মৌলানাশা। (স্বগত) দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বহুদিন ঘুরে দেখলুম—কোথাও সাহায্য পেলুম না; পুণ্যের পথে আসতে সবাই বীতস্পৃহ—প্রাণাধিক দারার মঙ্গলসাধনে সবাই উদাসীন! তাই আজ অনন্যোপায় হয়ে এই ভীল সর্দ্দারের সাহায্য চাইতে এসেছি। (প্রকাশ্যে) সর্দ্দার, এই দীন ফকীরের সর্ব্বস্বধন দারাকে ধরবার জন্য বাদশাই সৈন্য এই দিকে আসছে। তোমাদের দ্বারা এর কোন উপায় হতে পারে কি?

সর্দ্দার। ভাবিস না, বাবা, ভাবিস না; তুহার লেড়কা ঐ পাহাড় পারে বালুচরে চলিয়ে গেল! তুই সেঠি যা বাপ, নইলে তোর পরাণ কাঁদবে। হামালোক থাকতে বাদশাই ফৌজ এ পাহাড়ধারে আসতে পারবে না। (পুত্রের প্রতি) যা বেটা, ভীলের গাঁকে জাগিয়ে তোল; সারা পাহাড়পরে পাথর জমিয়ে রাখ—চাপে দুষমণ মরিয়ে যাবে।

মৌলানাশা। জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জিহনের বাড়ী।

জিহন আলি।

জিহন। (স্বগত) জবর বরাত—জবর বরাত! যা মনে কচ্চি তাই হ'চ্চে! ছুনিয়ার মণিকাঞ্চন জিহনকে সেলাম ক'ত্তে আসছে! কোথাকার আরামদাস—বেটা একটা পাজির পাঝাড়া—বদমাসের চূড়ান্ত —তারও সর্ব্বস্ব আজ আমার হাতে! আমার হাতে আর বলি কেমন কোরে—আমার সিন্দুকে! যখন অন্যমনস্ক হয়ে একবার সে সব লুটের মালে মিশিয়ে দিয়েছি, তখন আর তা পায় কে? আরামদাসের চোদ্দ পুরুষেরও আর ক্ষমতা নেই যে এক কড়া কাণা কড়িও আমার কাছে আদায় করে। বেটা কিন্তু তার সম্পত্তিগুলি হাতিয়ে নেবার মতলবেই আবার এসেছে, কিন্তু সেটী আর হ'চ্চে না!

(আরামদাসের প্রবেশ।)

আরামদাস। জিহন আলি সাহেব, কেমন আছ?

জিহন। ব্যস্ত আছি, কথা ক'বার ফুর্স্‌ৎ নেই।

আরামদাস। এত ব্যস্ত কেন?

জিহন। অনেক কাজ—এই চল্লুম আর কি।

আরামদাস। কোথা যাবে দাদা?

জিহন। বলবার সময় নেই—চল্লুম!

(গমনোদ্যোগ।)

আরামদাস। তা আমিও ভাই, আর এ দেশে থাকবো না—আমার ধন দৌলতগুলো দাও—নিয়ে সরে পড়ি।

জিহন। আচ্ছা দেখা যাবে—এখন চল্লুম।

আরামদাস। আমি যে আজই রওনা হব।

জিহন। তা বেশ ; আমায় এখন যেতে দাও—

আরামদাস। আমার জিনিষগুলো দিয়ে যাও ?

জিহন। জিনিষ কি ?

আরামদাস। তোমার কাছে যা গচ্ছিত আছে !

জিহন। গচ্ছিত কি ?

আরামদাস। আমার ধন দৌলত, সৰ্ব্বস্ব !

জিহন। সৰ্ব্বস্ব কাকে বলে ?

আরামদাস। একি দাদা, কালোয়াতের মত কথা কইছ যে ? লুটতরাজের সময় ধনদৌলত তোমার জিম্মায় রেখে যাইনি ?

জিহন। আচ্ছা ভেবে দেখবো—

আরামদাস। এ আবার ভাববে কি জিহন আলি সাহেব ? তুমিই ত উদ্যোগী হয়ে আমায় ভয় দেখিয়ে আমার যা কিছু ছিল সব এনে তোমার কাছে রাখলে। এখন কথা গায়ে মাখছ না—হাব ভাব কেমন বদলে ফেলছ—মতলব কি দাদা ?

জিহন। কিসের মতলব ?

আরামদাস। আমার গচ্ছিত ধনের কি করবে ?

জিহন। কোরব আবার কি ? আমার কাজ আমি করব, তোমার কাজ তুমি করবে—আমার পথ আমি দেখব, তোমার পথ তুমি দেখবে—এতো সোজা ব্যাপার।

আরামদাস। তা আমার ধন দৌলত আমায় ফেরত দেবে না ?

জিহন। বলি, বাবাজীর মাথাটা কি একটু উষ্ণ হয়েছে? সরে পড় ঠাকুর—মাথা ঠাণ্ডা করগে।

আরামদাস। জিহন আলি, আমি মারা যাব—আমায় বাঁচাও!

জিহন। আমি ত আর হকিম হুকিম নই যে মনে ক'ল্লেই বাঁচাব। বলে ত দিলুম, বদ্যির কাছে একটু দাওয়াই টাওয়াই খাও গে।

আরামদাস। পায়ে পড়ি দাদা, রক্ষা কর! অনেক পাপের ধন—অনেক আশার ফল—কেড়ে নিও না; একেবারে মারা যাব!

জিহন। কি আশ্চর্য্য, বাবাজীকে দেখ্‌ছি গারদে পাঠাতে হবে! সরে পড়, কত্তা, সরে পড়—আমার কথা ক'বার ফুর্স্‌ৎ নেই।

আরামদাস। সর্ব্বনাশ হবে জিহন আলি! এমন কোরে আমায় মেরোনা।

জিহন। ভুল বুঝছো আরামদাস? খোদা তোমায় মেরেছে—মানুষ কি আর মানুষকে মারতে পারে?

আরামদাস। তোমায় বড় বিশ্বাস করেছিলুম জিহন—এখন তার ফল ভুগছি।

জিহন। তাই যদি মনে করে থাক—তাই! কিন্তু আর কথা বাড়িও না—আমায় যেতে দাও!

আরামদাস। আমার ধন দৌলত দাও।

জিহন। কে হে ডাকু তুমি—আমিরের বাড়ী অনধিকার প্রবেশ কর?

আরামদাস। কেরে দুষমণ তুই আরামদাসকে ফাঁকী দিস?

জিহন। আমি জিহন আলি—বাদশার ডান হাত।

আরামদাস। আমিও আরামদাস—জিহন আলির যম।

[আরামদাসের প্রস্থান।

জিহন। (স্বগত) যার ধন তার ধন নয়—নেপা মারে দই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মরুভূমি।

দারা ও নাদিরা।

নাদিরা। সিপির অনেকক্ষণ গেছে—কেন এখনও আসছে না?

দারা। একটু এগিয়ে দেখি।

নাদিরা। না—তোমায় আর দেখ্‌তে হবে না।

দারা। তুমি যে বড় কাতর হয়েছ—পিপাসায় তোমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে! আমায় বাধা দিও না।

নাদিরা। কষ্ট হচ্ছিল বটে, কিন্তু এখন কমেছে! ঐ দেখ, আকাশে মেঘ উঠেছে।

দারা। তোমার সহ্যশক্তির সীমা নেই।

নাদিরা। তুচ্ছ নারী আমি—আমার কথা কি কইতে আছে? আমার শক্তি সামর্থ্য সবই তুমি! তুমি অগাধবারিধি, আমি তাতে বিন্দু বইত নই।

দারা। যার এত ভরসা রাখ তোমার সেই বস্তুতে ভাঙ্গন ধরেছে।

নাদিরা। তাও কি হয়? তুমি কখনই ভেঙ্গে পড়বে না—তুমি ভেঙ্গে পড়তে পার না! নিজেকেত নিজে দেখ্‌তে পাও না; কিন্তু আমার কাছে একখানি দর্পণ আছে—তাতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দণ্ডে দণ্ডে

পলে পলে তোমার ছবি ওঠে; সেই মুকুরে স্পষ্ট দেখছি তোমার নূতন গড়ন হয়েছে—তুমি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছ—তোমাতে অভিনব রূপ ফুটেছে! তোমায় রংমহলে এক রকম দেখ্‌তুম—কিন্তু যেদিন তোমার হাত ধরে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত গগনতলে দাঁড়ালুম—সেদিন থেকে তোমায় আর এক রকম দেখছি! সেখানে তুমি বৃদ্ধ পিতার নয়নানন্দ ছিলে—নিজের আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালক ছিলে—এই আশ্রিতা সেবিকাকে পেলেই তোমার আশ মিটত। এখন তোমার অন্তর ব্যক্তিকে ছেড়ে জাতিকে ছেড়ে সমগ্র জগতের অখণ্ড কল্যাণ প্রয়াসী। তুমি এখন যাঁতে মজে আছ তাঁর আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই—উপচয় নাই, অপচয় নাই! তোমাকে কি আর কিছুতে টলাতে পারে?

দারা। যাই বল, তোমার এ দুর্দ্দশা আর দেখ্‌তে পারি না! আমার তাপদগ্ধ জীবনের একমাত্র ছায়া শীতল আশ্রয় তুমি—তুমি যে দিনে দিনে শুখিয়ে যাচ্চ নাদিরা?

নাদিরা। সে কি প্রভু, আমিও ত তাঁরই অণুর অণু—তাঁথেকে বিচ্ছিন্ন করে আমায় দেখ্‌ছ কেন? তাঁর বলে যাকে একবার চিনেছ—তাঁরই অণুর অণু বলে যাকে একবার বুঝেছ—সে কি আর শুখায়, সে কি আর শীর্ণ হয়? তার যেটা শুখায়, যেটা শীর্ণ হয়—সেটার ধর্ম্মই শুখিয়ে যাওয়া—সেটার ধর্ম্মই শীর্ণ হওয়া, সেজন্য আবার দুঃখ কি? তোমার অনাবিল দৃষ্টিকে আর আবিল হতে দিও না, তোমার চিরনির্ম্মল সরল অন্তরে আর সঙ্কীর্ণতার জটিলতা এনো না। এখন তোমার ভাষা আমার হয়েছে—তাই তোমারই কথায় তোমায় উত্তর দিলাম।

দারা। শত পরিচারিকা নিযুক্ত করেও যার পর্য্যাপ্ত পরিচর্য্যা হবে না ভাবতুম—জ্যোৎস্নালোকধৌত যমুনাসৈকতে জ্যোৎস্নাশুভ্র মর্ম্মরাসনে

যাঁকে শয়িত দেখেও তৃপ্তি হত না—যাকে সাজাবার জন্য পৃথিবীর দিগ্‌দেশ হতে মণিরত্ন আহরণ করেও আশ পূরত না—এই আমার সেই নাদিরা! এখন বুঝেছি নাদিরা, কেন কিছুতেই তোমার মন উঠত না; তুমি সকলের উপর উঠেছ! মণিরত্নের উপরে, ঐশ্বর্য্য সম্পদের উপরে, ভোগসুখের উপরে, সবার চেয়ে যা বড় সেই দুঃখের উপরে উঠেছ। আমি তোমায় শোনাকথা শুনিয়েছি—আমি তোমার কাছে মুখের কথা আউড়েছি—আমি তোমায় শুধু শেখা কথা শিখিয়েছি! আমি শিখিনি তুমি শিখেছ—আমি দেখিনি তুমি দেখেছ—আমি জাগিনি তুমি জেগেছ। আমায় জাগিয়ে রেখো নাদিরা, আমায় জাগিয়ে রেখো—আর ঘুমুতে দিও না! এসো চক্ষুষ্মাণ তুমি, প্রবুদ্ধ তুমি, তোমার হাত ধরে তাঁর কাছে এই মাত্র ভিক্ষা চাই, যে 'এই অনৈশ্বর্য্য আর সেই ঐশ্বর্য্য, এই কঙ্করাসন আর সেই মর্ম্মরাসন, এই রৌদ্রতপ্ত মরুভূমি আর সেই চন্দ্র-কিরণশীতল যমুনাসৈকত, এ সবই তাঁর দেওয়া বলে—সবই তাঁর সামগ্রী বলে সমান আদরে, সমান যত্নে, সমান দৃষ্টিতে যেন গ্রহণ ক'র্ত্তে পারি!

(কয়েকজন মোগল সৈনিকের প্রবেশ।)

১ম সৈনিক। ঐ শাজাদা!

২য় সৈনিক। ঐ বেগম সাহেবা!

দারা। নাদিরা, এইবার সব শেষ হল! মৃত্যুকালে তোমার শুষ্ক মুখে এক বিন্দু শীতল জল দিতে পাল্লুম না!

নাদিরা। তুমিই আমার শীতল জল! তুমি পশ্চাতে যাও; আমায় এসে হত্যা করুক, ইতিমধ্যে দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কর।

দারা। না নাদিরা, তা পারবো না!

১ম সৈনিক। চল সকলে এক সঙ্গে অস্ত্রাঘাত করি।

(ছুটিয়া ভীলসৈন্য সহ ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ।)

সর্দ্দার। ভীলের ছাতির পরে রাজার বেটা বৈঠে আছে—সেঠি থেকে কৈ দুষমণ ত শয়তানী করে তাকে লিতে পারবে না! হামা-লোকের বাণে মরবি দুষমণ! লে বেটা, সব সেপাই সোয়ার বালুচরে গাড়িয়ে ফেল!

(মোগল সৈন্যগণের পলায়ন।)

বাবা, আর এঠি থাকিস না! দখিন পথে চলিয়ে যা; রাজার পোষাক ছাড়িয়ে ভীলের সাজে সাজিয়ে লে—কি করবি বাপ! দুষমণে দেশ ছেয়ে ফেলছে, শয়তান তোর সাথে ফিরছে।

দারা। কে তুমি—এই আসন্ন মৃত্যুর হাত হতে আমাদের রক্ষা ক'ল্লে?

সর্দ্দার। হাঁমার খোঁজে কাজ কি বাপ! হামি যে তোর লেড়কা আছি—তুহার জন্যে হামার পাহাড়ী বাবা কাঁদচে! বাবার দরদ লাগি হামালোক সব মরিয়ে গেনু! আর কথা কসনি বাপ—ফুর্ত্তি করিয়ে চলিয়ে যা—ঐ সিধা সড়ক ধরিয়ে যা—তুই জানে বাঁচবি—বাবা জানে বাঁচবে! [প্রস্থান।

দারা। বুঝেছি, এ আমার সেই আরাধ্য ফকীরের খেলা। মৌলানাশা—কোথায় তুমি? নাদিরা, এ বিপদেও কূল পেলুম—চল, আবার অগ্রসর হই। [প্রস্থান।

(সিপিরের প্রবেশ।)

সিপির। কোথায় মা—কোথায় পিতা! আমার বিলম্ব দেখে কি তাঁরা আমারই অনুসন্ধানে গেলেন। মার আমার যে চলবার শক্তি ছিল

না—পিপাসায় কাতর হয়ে মুমূর্ষুবৎ তিনি যে এই বালুশয্যায় পড়েছিলেন —কোথায় গেলেন! মা—

(জিহনের প্রবেশ ও সিপিরকে ধৃত করণ।)

জিহন। এ অনন্ত প্রান্তরে বৃথা মা মা করে কেন আর নিজের কণ্ঠ শুষ্ক ক'চ্চ সিপির? চল আমার সঙ্গে চল—

সিপির। কে, জিহন আলি! ভাই, তুমি কি করে এখানে এলে?

জিহন। আর 'ভাই' সম্বোধন কেন সিপির! ওসব কুটুম্বিতায় আর দরকার কি? তোমায় পেয়ে আমার দুপয়সার সুবিধা হ'ল—এর জন্য আমি বরং একবার খোদাকে ডাকৃতে পারি।

সিপির। জিহন, তোমার কথার আমি অর্থ বুঝতে পাচ্চি না!

জিহন। অর্থ বড় বেশী শক্ত নয়; তোমাকে আমি বন্দী কল্লুম।

সিপির। এঁ্যা, একি! তুমি কি সেই জিহন আলি! আমার পিতা যাকে প্রাণদণ্ড থেকে বাঁচিয়েছিলেন? না বেশী ঘুরে, দিবারাত্র চিন্তা করে, আমার মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হয়েছে?

জিহন। হ্যাঁ—আমি সেই জিহন আলি! মস্তিষ্ক তোমার ঠিকই আছে—শুদ্ধ তাতে এইটুকু ধারণা হ'চ্চে না যে একরত্তি কৃতজ্ঞতার খাতিরে কি একটা রাজ্যের আশা ছাড়া যায়!

সিপির। নরাধম, তোর মনে এই ছিল!

জিহন। কেন বকচ সিপির, চল চল—এইবার তোমার বাপকে দরকার।

(হাতকড়ি পরাইবার উদ্যোগ।)

সিপির। জিহন, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়—একটু বিলম্ব কর। আমার মা পিপাসায় কাতর হয়ে নিকটেই কোথাও পড়ে আছেন।

আমি বহুকষ্টে এই জলটুকু তাঁর জন্য সংগ্রহ করে এনেছি। তাঁকে এই জলটুকু পান করাই, তারপর আমায় বেঁধো—মেরো—যা ইচ্ছা কোরো।

জিহন। সে সময় নেই সিপির, সে সময় নেই! কেন আর মায়া বাড়াবে—চলে এসো! দেখ্‌চো না—জোরে বাতাস উঠ্‌ছে! নাও প্রহরি, বন্দীকে খুব সাবধানে নাও—শাজাদার অনুসন্ধানে যেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পার্ব্বত্য পথ।

ভীল স্ত্রী পুরুষগণের গীত।

আমরা হঠিয়েছি দুষমণ;
বিষের বাণে মল জানে সিপাই সোয়ার জন।
বালুচরে ভীল পাহারা পাহাড়ে সর্দ্দার,
সহর গাঁয়ে আগ জ্বালিয়ে কর দেও ছারখার,
দে জান লে জান মরদ জোয়ান আওর আওরাৎজন

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদস্থ কারাগৃহ।

শাজাহান।

শাজাহান। (স্বগত) খোদার রাজ্যে সাধ কখনও পূর্ণ হয় না— সাধের জিনিস কিছুই থাকে না! সাধ করে ময়ূর সিংহাসন কল্লুম— এখন তা কোথায় গেল! ঐ যে দূরে রজতধবল জ্যোৎস্নাপুলকিত শুভ্রদেহ তাজমহল আমার দর্পণ বিনিন্দিত যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত হ'চ্চে—জীবনে আর কখনও তার কোলে স্থান পাব না! একে একে সকল সাধের সমাধি হ'চ্চে—সবই যেন স্বপ্নের মত স্বপ্নরাজ্যে মিলিয়ে যাচ্চে! স্মৃতির তাড়নায় জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। হায়—হায় সব গেল; রাজ্য গেল, ঐশ্বর্য্য গেল, দারা গেল, সুজা গেল, মোরাদ গেল! আর আমি কি নিয়ে থাকব? কি করি—কোথায় যাই? না, আর এখানে থাকবো না—এখানে থাক্‌তে পারবো না—আমি দিল্লীর পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াব! না না, তাও হবে না—সেও দুরাশা! সে সাধেও বিধাতা বাদী! আমি যে বন্দী! আমি যে পুত্রের কাছে বন্দী! সে আমায় ছাড়বে কেন? এইখানে আমায় থাকতে হবে—আমার আর অন্য স্থান নাই!

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। দাদা মশাই!

শাজাহান। কে এসেছ? আমিনা! দিদি, এখানে কেন?

আমিনা। তোমায় দেখ্‌তে এসেছি দাদা মশাই!

শাজাহান। দেখা ত হয়েছে—এইবার পালাও; শীঘ্র পালাও; এ যে কারাগার! এখানে বড় কষ্ট, বড় জ্বালা, বড় যন্ত্রণা! এখানে থেকো না—থেকো না।

আমিনা। আমি এখানে তোমার সেবা করব দাদামশাই!

শাজাহান। আমার সেবা! বন্দীর আবার সেবা কি? না দিদি, তাতে আমার কষ্ট হবে—তাতে আমার লজ্জা হবে—তাতে হয়ত—সম্রাটের বিচারে আমার দণ্ড হবে।

আমিনা। ওকি দাদামশাই, আপনিই আমাদের সম্রাট।

শাজাহান। আমাকে শাজাহান মনে ক'চ্চ? না—তা নয়; শাজাহান মরেছে—অনেক দিন মরেছে! এ বন্দী আর একজন লোক। ভুল বুঝে কার কাছে আস্‌তে কার কাছে এসেছো!

(আরঙ্গজেবের প্রবেশ।)

আরঙ্গজেব। পিতা!

শাজাহান। কে?

আরঙ্গজেব। আমি আরঙ্গজেব—আপনাকে দেখ্‌তে এলুম পিতা!

শাজাহান। আমাকে পিতা বলচ কেন?

আরঙ্গজেব। সেকি পিতা!

শাজাহান। না না—উপহাস কোরো না—বল বন্দী!

আরঙ্গজেব। না পিতা, ও কথা বলবেন না!

শাজাহান। আবার পিতা! কে পিতা? আমি আরঙ্গজেবের পিতা নই—আরঙ্গজেব আমার পুত্র নয়! আরঙ্গজেব রাজ্যেশ্বর—আমি তার বন্দী! সে সিংহাসনে, আমি কারাগারে! পিতা পুত্রের

সম্বন্ধ আর আমাদের নাই। এখন তুমি আমার শত্রু, আমি তোমার শত্রু! এখন আমি তোমার সর্ব্বনাশ কামনা করব—তুমি আমায় পীড়ন করে সুখী হবে!

আরঙ্গজেব। কেন আপনার কি এখানে কোন কষ্ট আছে?

শাজাহান। আমার মনের অবস্থা শত্রুকে জানিয়ে কি হবে? আমি বেশ আছি, যাও।

আরঙ্গজেব। নিশ্চিত জানবেন পিতা, আপনাকে কষ্ট দেবার আমার অভিপ্রায় নাই; কিসে আপনি সুখী হন বলুন?

শাজাহান। নিষ্ঠুর আরঙ্গজেব, সুখের ত আর কিছু বাকী রাখো নি! এ জগৎটাই অবিশ্বাসী! পুত্র অবিশ্বাসী, কন্যা অবিশ্বাসী, রাজ্য অবিশ্বাসী, ঐশ্বর্য্য অবিশ্বাসী! আর সুখের কামনা করি না! তবে দয়া করে যদি কষ্ট লাঘব কর—একটা অনুরোধ ক'ত্তে ইচ্ছা করে।

আরঙ্গজেব। বলুন।

শাজাহান। আমায় সমাধি দাও—জীবন্তে সমাধি দাও; কিন্তু তৎ-পূর্ব্বে আমার কলিজার চেয়েও প্রিয় বড় সাধের, বড় যত্নের, বড় আশার তাজের কোলে ক্ষণিকের জন্য আমায় বিশ্রাম কত্তে অনুমতি কর; তারপর সেইখানে আমার মহানিদ্রার জন্য শয্যা রচনা করে দিও—আমি সুখে শয়ন করব; আর শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হবার পূর্ব্বে তোমায় আশীর্ব্বাদ করে যাব।

আমিনা। পিতৃব্য, অনুনয় কচ্চি, আমার এই বৃদ্ধ শোকতাপ জরা-জীর্ণ পিতামহকে জ্বালার উপর আর জ্বালা দেবেন না। সিংহাসনে এমন কি আছে যার জন্য লোকে পিতৃঘাতী হয়, যার মোহে মানুষ চিরমঙ্গলকে পদদলিত করে, যার আশায় মানুষ মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে পশুত্বের দিকে প্রধাবিত হয়?

আরঙ্গজেব। আমিনা, আমার অভিলাষ তুমি জান না। আমি রাজ-দণ্ড হাতে করেছি; তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী, তোমায় ত আমি ত্যাগ করিনি? আমি আমার প্রিয়পুত্র ভাবী ভারতেশ্বর সুলতান মহম্মদের হস্তে তোমায় সমর্পণ করব।

আমিনা। পিতৃব্য, অপরাধ নেবেন না; কিন্তু মনে জানবেন, আমিনা তার পিতৃঘাতীর পুত্রের মুখও কখন দর্শন করবে না।

আরঙ্গজেব। তুমি জান না মা, তোমার পিতা আত্মদোষেই গেল!

আমিনা। ও কথা বলবেন না, আমার পিতা আপনার প্রতারণায় গেল! আমিনা প্রতারকের পুত্রবধূ হবে না—আমিনা পাপীর কাছে থাকবে না—আমিনা ঐশ্বর্য্যের অভিলাষিণী নয়—হতভাগ্য পিতার হতভাগিনী কন্যা আমিনা পিতামহের অবর্ত্তমানে রাজপুরীর ছায়াও আর স্পর্শ করবে না!

শাজাহান। না ভাই, ছায়াও স্পর্শ কোরো না; এ ছায়ার মায়ায় যে আনমনা হয়েছে জ্বালার সমুদ্রে সে ভাসছে! সে দেখে জ্বালা, শোনে জ্বালা, খায় জ্বালা, ছোঁয় জ্বালা! এই দেখ, আমার পানে চেয়ে দেখ, জ্বালাময়ী বাসনার তীব্র অনলে দগ্ধ হয়ে আমার কি হয়েছে দেখ! এর চেয়েও দেখ্‌তে পাবে, আমিনা, এর চেয়েও দেখ্‌তে পাবে! সম্মুখে দেখতে পা'চ্চ—উচ্চাশার নভশ্চুম্বী শিখরে ঐ যে নবীন সম্রাট দম্ভভরে এখনও বেশ দাঁড়িয়ে আছে, অচিরে দুর্ভাগ্যের প্রাণঘাতী আবর্ত্তে ওকে নিমজ্জিত হতে হবে। খোদার নিয়মের কখন অন্যথা হবে না—কখন অন্যথা হবে না!

আরঙ্গজেব। আমিনা, তোমার পিতামহকে নিয়ে একটু বাইরে যাও; ওঁর মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়েছে। [প্রস্থান।

আমিনা। দাদামশাই, আমার সঙ্গে এসো।

শাজাহান। কোথায় যেতে হবে? না, জিজ্ঞাসা করব না—যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যেতে আমি বাধ্য! চল যাই।

আমিনা। দাদামশাই স্থির হোন; আমার দুর্ভাগ্য পিতৃব্যের উপর রাগ করে আর কি হবে?

শাজাহান। না দিদি, আর রাগ ক'রব না; আহা, আমি তাকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলেছি! ভুলে গিয়েছিলাম, সে আমার সন্তান। চল আমিনা, আমায় তার কাছে নিয়ে চল; সে সিংহাসনে বসবে—আমি তাকে আশীর্ব্বাদ কোরে আসব।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মরুভূমি মধ্যে ঝটিকাবর্ত্তে বালুকাস্তূপে নিমজ্জিতপ্রায় নাদিরা।

নাদিরা। এ কি! দুর্য্যোগ থেমে গেল কেন? না—না, থেমো না—থেমো না! যেখানে যত ঝড় আছ সব ছুটে এসো—আমারই আশে পাশে বইতে থাক—আমারই ঊর্দ্ধে অধে আমাকেই বেষ্টন করে নৃত্য কর—আমাকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে এই বালুকা মধ্যে পুঁতে ফেলে তোমাদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাও; কিন্তু তাঁকে স্পর্শ কোরো না—তাঁর দিকে যেও না—তাঁর পানে চেও না! উঃ! জিব জড়িয়ে আসছে—বড় পিপাসা—বড় পিপাসা—বড় পিপাসা!

(বেগে জলপূর্ণ কলস হস্তে মৌলানাশার প্রবেশ।)

মৌলানাশা। মা—মা, কেন এ পথে এসেছিলি ?

(নাদিরার মুখে জল সিঞ্চন।)

নাদিরা। কে ? সিপির ! আঃ—আঃ—হিম ছড়া, বাপ, হিম ছড়া ! এইবার একবার চোখের সামনে এসে দাড়া ! হিমানীর চেয়ে শীতল তুই—তোকে প্রাণভরে দেখি ! একি বাপ, কথা কইচ না কেন, দুঃখিনীর সন্তান বলে কি অভিমান হয়েছে ?

মৌলানাশা। মা, আমি তোমার সিপির নই—আমি ফকীর ! আমি সবারই ছেলে—তোমারও ছেলে !

নাদিরা। কে ফকীর এসেছ ? বেশ দিনে এসেছ ! তুমি ত আমার অচেনা নও—তুমি যে আমার পরিচিত অপেক্ষা পরিচিত—আপনার হতেও আপনার ! আমি আশৈশব তাঁর চোখে তোমায় দেখে আসছি—তাঁর কানে তোমার কথা শুনে আসছি—তাঁর হৃদয় দিয়ে তোমার হৃদয়ভরা স্নেহ অনুভব করছি ! তুমি যে আমার সিপিরের চেয়েও বড়—আমিনার চেয়েও বড় ; তুমি যে একাধারে আমাদের পুত্র কন্যা—জনক জননী ! কাছে এসো বাপ ; একটা কথা বলে যাই—ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করবার, মায়ের মত তাঁকে স্নেহ করবার, আমার মত তাঁকে পরিচর্য্যা করবার তুমি বই আর কেউ রইল না ; আমি চল্লুম।

মৌলানাশা। মা আমার স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ ক'চ্চে ! অনেক কষ্ট পেয়ে মা ঘুমিয়েছে !

(নাদিরার দেহোপরি জল সিঞ্চন।)

(উদ্ভ্রান্তভাবে দারার প্রবেশ।)

দারা। আকাশ কথা কইচে—বাতাস কথা কইচে—মাটি কথা কইচে ; আজ সবার মুখ ফুটেছে ! ঐ বিদ্যুতের চমক—ঝঞ্ঝার শব্দ—

মেঘের গর্জ্জন—সবাই ডাকছে—আয়, আয়, আয়! তার কাছে যাবি যদি আয়! নাদিরা ওদের সবাইকে ভালবাসে। নাদিরা আকাশ ভালবাসে—বাতাস ভালবাসে—মেঘ ভালবাসে—বজ্র ভালবাসে! তাই আকাশে নাদিরার ছবি উঠেছে, বাতাসে তার কণ্ঠস্বর ভেসে যাচ্চে, মাটি তার পায়ের দাগ বুকে করে রেখেছে! ঐ বালিয়াড়ের উপর ও কার ছবি? নাদিরার! নাদিরার! আর তুমি কে? তুমি ওখানে কি ক'চ্চ! জল দিচ্চ! দাও—দাও—দাও; আহা, তার বড় পিপাসা—বড় তৃষা! তার কণ্ঠতালু মেদ মজ্জা, অস্থি মাংস, সব শুকিয়ে গেছে! কিন্তু শুধু ওখানে জল ঢালচ কেন? তাকে যদি শীতল ক'ত্তে চাও—তবে আকাশে জল ছড়াও—বাতাসে জল ঢালো—পৃথিবীকে জলে ডুবিয়ে দাও! আজ যে অনলে অনিলে, ঝঞ্ঝায় ঝটিকায়, অন্তরে বাহিরে—সর্ব্বত্র নাদিরা—সবই নাদিরাময়!

মৌলানাশা। ঠিক দেখ্‌ছ, শাজাদা, ঠিক্ দেখ্‌ছ! ঐ দৃষ্টি থাকতে থাকতে ঐ সঙ্গে আর একজনকে দেখ—শোক ভুলে যাবে—দুঃখ দূরে পালাবে, ভূলোক দ্যুলোক এক সূত্রে গাঁথা বুঝতে পারবে!

দারা। তাইত! এতক্ষণ তোমায় দেখিনি! দাঁড়াও, তুমি দাঁড়াও, আমার নাদিরাময় বিশ্বের মাঝখানে এসে দাঁড়াও—তুমিই এ বিশ্বের উপযুক্ত মেরুদণ্ড! কি মহান্ দৃশ্য—কি বিরাট ছবি! কণ্টকের মুকুট, কণ্টকের আসন, প্রতি অঙ্গ আপাদমস্তক লৌহশলাকাবিদ্ধ—রোমে রোমে রক্তোচ্ছ্বাস! তবুও মুখে হাসি ধরে না—তবুও আঁখিতে আশীষ বই আর কিছু বর্ষে না! মরি মরি কি সুন্দর! ঐ যে—তোমারই পদতলে নাদিরা সুপ্তা! আমার ঘনান্ধকারের দীপ, নিরাশার আশা, সকল আকাঙ্ক্ষার সার—নাদিরা তোমারই শীতল চরণচ্ছায়ায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা! নাদিরা বুঝি সব ভুলে ঘুমিয়েছে! তার সকল জ্বালা

জুড়িয়েছে! তার সকল সাধ মিটেছে! আর তার জন্য ব্যস্ত হব না—আর তার জন্য চোখের জল ফেলব না।

মৌলানাশা। ওই দেখেই নিবৃত্ত হয়ো না শাজাদা—আরো দেখো, আরো দেখো, আরো দেখো!

দারা। এ কোথায় নিয়ে এলে ফকীর! এ স্বপ্ন না প্রহেলিকা, মতিভ্রম না মায়া! কিছুই বাহিরে নয়; আকাশ পৃথিবী মরুপ্রান্তর গ্রহতারা কিছুই বাহিরে নয়—সব ভিতরে! নাদিরাও ভিতরে! সেখানে সে তেমনি জাগ্রত—তেমনি জীবন্ত। ভিতর বার এক হয়ে যাচ্চে—আপন পর ভেসে যাচ্চে, আলো আঁধার মিশে যাচ্চে! চন্দ্র ডুবছে, সূর্য্য ডুবছে, গ্রহ ডুবছে—সব এক হয়ে যাচ্চে। একাকার—একাকার—একাকার! এ দৃষ্টি কি চিরস্থায়ী হয় না ফকীর!

মৌলানাশা। (নাদিরার দেহ বালুকাস্তুপে সমাধিস্থ করিয়া) হয় বৈকি, শাজাদা, হয়। তুমি ত সেই পথেই চলেছ! এখন শুধু চলে যাও; শিখরের পর শিখর ডিঙ্গিয়ে চলে যাও। এমনি কোরে যেতে যেতে যেদিন নিজের হৃৎপিণ্ড নিজের হাতে উপড়ে ফেলবার শক্তি আসবে—মানুষ হোক পশু হোক চেতন হোক অচেতন হোক—সকলের বেদনা যেদিন নিজের অন্তরে নিয়ত অনুভব করবে, সেই দিন—সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তুমিও ঐ একাকার সাগরে মিশে ঐ ছবির মধ্যে ছবি হয়ে যাবে! কিন্তু সেদিনের এখনও বিলম্ব আছে। উপস্থিত আর একটা নূতন ঝড় আসছে। তার বেগের কাছে তীর তারা উল্কা বায়ু সবার বেগ হার মানে! মনের হাল শক্ত করে ধরে দাঁড়াও শাজাদা! এ যে সে ঝড় নয়—এ মানুষের মনে শয়তানের তোলা নরকের ঘূর্ণাবর্ত্ত। ঐ—ঐ—ঐ এলো—সামাল—মাঝি সামাল!

[প্রস্থান।

(শৃঙ্খলিত সিপিরকে লইয়া জিহনের প্রবেশ।)

দারা। জিহন—জিহন! এই মূর্ত্তি ধরেছ! নরকের ঝড়ই বটে!

সিপির। পিতা—পিতা, আপনারই অন্নে প্রতিপালিত, সেই জিহন আলি আজ আপনাকেই বন্দী করতে এসেছে।

দারা। বেশ করেছ জিহন—বেশ করেছ। এমন সুযোগ তোমার আর হবে না। পুত্রকে প্রাণে বাঁচিয়ে পিতাকে ঋণে আবদ্ধ করেছিলে—পিতা নিজের প্রাণপাত করে সে দেনা মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। সবার হিসাব চুকোতে বসেছি—তোমার হিসাবও চুকিয়ে দেব! চল যাই!

পটক্ষেপণ।

প[illegible]ম অঙ্ক ।
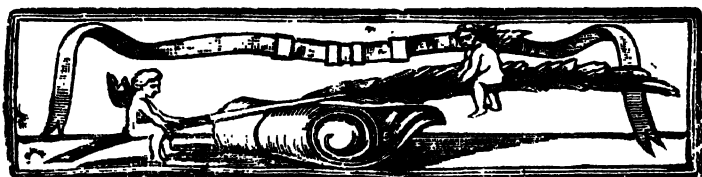
প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

দিল্লীর কারাগৃহ ।

দারা নিদ্রিত ।

কারারক্ষক । ঢের ঢের দেখেছি বাবা, এমনটী কিন্তু কখন দেখিনি । কোতলের সময় ঘুম ! ডাকলে সাড়া নেই ! একি কখন কেউ পারে ! ভাবতে গেলে গাটা যেন ছম ছম করে ! কিন্তু কি করি—জাগাতে ত হবেই ! সময় যে হয়ে এলো ! শাজাদা—শাজাদা ! একি বাবা, ঘুমুতে ঘুমুতে মাথা দেবে নাকি ! না মরবার আগেই দানোয় পেলে ! এত কাছে থাকাটা বড় সুবিধের বোধ হচ্চে না । কি জানি বাবা—যদি আমার ঘাড়েই চেপে বসে ! একটু তফাতে যাই ; তেমন তেমন দেখি—ধাঁই ধুঁই চম্পট ! (দূরে গিয়া) শাজাদা !

দারা । (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) এঁ্যা—কি ? কি জমাদার ?

কারারক্ষক। (ভীতভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া) কিছু না—সময় হয়েছে!

দারা। আমিও ত উঠেছি।

কারারক্ষক। তবে আমি চল্লুম শাজাদা—আপনি প্রস্তুত হোন।

[কুর্ণিশ করিয়া কারারক্ষকের প্রস্থান।

দারা। (স্বগত) লোকে শোভাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়—দরবারে যেতে হলে সাজসজ্জা পরে—উৎসবে যোগ দেবার সময় পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করে। আমায় কোন শোভাযাত্রায় বেরুতে হবে—কোন দরবারে যেতে হবে—কোন উৎসবে যোগ দিতে হবে! এখানকার কিছুই ত দেখতে বাকী নাই। সিংহাসন হতে তৃণাসন, পর্ণকুটীর হতে প্রাসাদ—সব দেখেছি, সব ভোগ করেছি। শুধু একটু দেখতে বাকী আছে—সেইটুকু দেখাবার জন্য তোমরা আসছ? (দুইদিক হইতে দুইজন জহ্লাদের শাণিত কুঠার হস্তে প্রবেশ।) এসো—এসো—দুদিক দিয়ে দুজন এসে আমার দুপাশে দাঁড়াও। সেখান থেকে ডাক পড়েছে—তাই তোমরা এসেছ। একটু দেরী করবে কি? একবার নিজেকে নিজে দেখেনি—কোথাও কিছু গলদ রয়ে গেল কি না সেইটুকু মাত্র বুঝে নি। সব দেখতে পাচ্চি; সেই শৈশব হতে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনটা চোখের সামনে ভাসছে। কৈ কোথাও ত একটা দাগও দেখতে পাই না। সব সাদা—ধবধবে সাদা—মলিনতার বিন্দুটা পর্য্যন্ত নেই! ঐ রণভেরীর আওয়াজ কাণে আসছে—ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তনদী বইছে দেখতে পাচ্চি—কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি—ও ভেরী আমি বাজাইনি—ও রক্তস্রোত আমি ছোটাইনি! তবু কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছে কেন? চোখ জলে ভরে উঠছে কেন? এই সময়ে, এই দেহে একবার শেষবার যদি তোমায় দেখতে পেতুম!

(জনৈক রক্ষীর সহিত সিপিরের পরিচ্ছদে মৌলানাশার প্রবেশ।)

মৌলানাশা। এই যে আমি এসেছি শাজাদা! নিষ্ঠুর বাদশার নির্ম্মম আদেশ—পুত্রের সামনে পিতাকে বলি দিতে হবে! শুনে প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো; থাক্‌তে পাল্লুম না; তাই কৌশলে সিপিরকে মুক্ত কোরে আমিই সিপির হয়ে এসেছি!

দারা। কে বলে আমি একা—কে বলে আমি পরিত্যক্ত! তোমার মত মহাপুরুষ যার জন্য এত আকুল, তার তুল্য ভাগ্যবান জগতে আর কে আছে? অন্তর, অধীর হয়োনা! অশ্রু, সংযত হও—কেন চক্ষু, জলে ভরে উঠ্‌ছো?

মৌলানাশা। ও চোখে ও জল আর ছুটবে না; তাই লহরে লহরে চোখের কোলে জল আসছে। ও অশ্রু নিরুদ্ধ কোরো না বৎস! ও বড় পবিত্র সামগ্রী! ও জল সহস্রধারে বইতে থাক—উষ্ণ পৃথিবী শীতল হবে! কি জন্য আমায় খুঁজ্‌ছিলে শাজাদা!

দারা। এতদিনের এত চেষ্টার পরিণাম কি এই!

মৌলানাশা। তুমি নিজের জন্য অসি ধরনি, নিজের জন্য সিংহাসন চাওনি, নিজের জন্য কখন ভাবনি। তোমার মুখে এ প্রশ্ন কেন? তবে যাদের ভাবনা এতদিন ভেবে এসেছ, যাদের জন্য এতদিন কেঁদে এসেছ—তাদের ইষ্ট তারা কেন বুঝলে না, এ কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে পার। তারা যে বাপ, অখণ্ডনীয় নিয়তি পরিচালিত হয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব হারিয়েছে। দেখ্‌তে পা'চ্চ না, পৃথিবীতে ইসলামের গৌরব খর্ব্ব হবার সূচনা হ'চ্চে; ভূমধ্যসাগরের কূল থেকে বঙ্গ সাগরের কোল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে—মরক্কো মিশরে, আরবো পারস্যে, দেশে দেশে অর্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত পতাকার প্রভা মলিন হয়ে আসছে! পাশ্চাত্য গগনে উদীয়মান নব সূর্য্যের প্রভায় প্রাচ্যের চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছে। তুমি নিজের পুরুষ-

কার মাত্র সম্বল নিয়ে এই বিষম নিয়তির প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে ভারতের মোগল পাঠানকে ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষা ক'ত্তে গিছলে; নিজে দূরে বহুদূরে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে তোমার সঙ্গে নেবার জন্য আহ্বান করেছিলে। তারা তা পারবে কেন বাবা?

দারা। এ জীবন কি তবে বৃথাই গেল?

মৌলানাশা। উপস্থিতের ফলাফল দেখে ভ্রান্ত হয়ো না। কোন চেষ্টাই বৃথা যায় না। এ নিয়মের রাজত্ব; এখানে নিষ্ফলতা বলে কোন জিনিস নাই। তুমি বিরাট মনুষ্যত্বের বিরাট ভিত্তির উপর সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা কচ্ছিলে। বর্ত্তমান যুগের হিন্দু মুসলমান তা ধারণা ক'ত্তে পাল্লে না। কিন্তু যে বীজ তুমি উপ্ত করে গেলে অনন্ত উন্নতির পথে প্রধাবিত মানব সমাজে একদিন তা ফল দান করবেই করবে। তখন তুমি আবার আসবে—দেহীরূপে না হোক ভাবরূপে সেই উন্নত সমাজের মহতী পূজা গ্রহণ করবার জন্য আবার আসবে। ভাবরূপে তুমি যে অমর শাজাদা! উপস্থিত যার সাফল্যে জগৎ চকিত হয়েছে, তার সাফল্য কিন্তু অন্তঃসারশূন্য; সে সাফল্য শুধু নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ শিখাবিকাশের মত ক্ষণিক মোহের আধার মাত্র।

দারা। তা আমি খুব জানি ফকীর। দুনিয়ায় যদি কেউ অনুকম্পার পাত্র থাকে তবে সে আমার সোদর। ময়ূরতক্তের মোহিনী শক্তি আছে—ভাইকে আমার মোহে ঘিরেছে! সে নিজে মজেছে, মোগল পাঠানকে মজিয়েছে, সমগ্র হিন্দুস্থানের হিন্দু মুসলমান—সবাইকে মজিয়েছে! ফকীর, যে ক'দিন বাঁচবে, অহঃরহঃ খোদাকে ডেকো—তোমার আদরের দারার জন্য নয়—তার বিপথে চালিত সহোদরের জন্য—এই ভাগ্যহীন হিন্দুস্থানের মন্দভাগ্য সম্রাট আলমগীরের জন্য! যাও, ফকীর, যাও—তুমি থাকতে আমি যেতে পারবো না। তুমি

অপ্রতিহত গতি—কেউ তোমায় বাধা দিতে সাহস করবে না—আমার নিয়তি আমি মাথা পেতে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এসো জহ্লাদ—তোমাদের কাজ তোমরা কর!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর পথ।

(আরামদাসের পদচারণ; কয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ।)

আরামদাস। বলি ওহে নাগরিকরে—বলতে পার, জিহন আলি আমীর সাহেব এখন কোথায়?

১ম নাগরিক। আর কোথায়—আমার মাথায়! শালা হল কিনা আজ গোয়ালিয়রের সুবেদার! এইবার দুহাতে আমাদের মাথা কাটবে!

আরামদাস। ঠিক জান?

১ম নাগরিক। কেন আর বকাও কত্তা; ঠিক জানি বাদশা আজই তাকে ফারমান দিয়েছে। আমাদের বাস হল গোয়ালিয়রে; এইবার জানগুলি হাতে কোরে শয়তানের পা চাটতে হবে।

২য় নাগরিক। তোরা চাটিস; আমার দ্বারা ও কাজ হ'চ্চে না। জিহন আলির বুকের রক্ত আমার চাই!

৩য় নাগরিক। আমারও তাই!

১ম নাগরিক। লম্বা লম্বা কথা ত খুব বলচিস; কিন্তু কাজের সময় দেখা যাবে। দূর থেকে ঢিল অমন সবাই মারে; কিন্তু সামনে এলেই ভেড়ে গর্ত্তের ভেতর ঢুকতে হবে বাবা!

২য় নাগরিক। না রে ভাই না; রহিম সেখকে জানিস নে, তাই অমন কথা বলচিস! আমার রাজার ঐশ্বর্য্য ছিল দাদা! দৌলতাবাদে শাজাদা আরঙ্গজেব পর্য্যন্ত আমায় সেলাম ঠুকত! খোদার ফেরে এখন আমি তেনা পরে আছি, আর আমায় চিনবে কে? কিন্তু কখন রহিম সদাগরের নাম শুনিচিস!

১ম নাগরিক। সে কি, তুমিই সেই রহিম সদাগর!

২য় নাগরিক। আমিই সেই রহিম সদাগর!

১ম নাগরিক। আমরা যে শুনেছিলুম গৃহদাহ হওয়ায় রহিম সপরিবারে পুড়ে মরেছে; আর তার সমস্ত ধনসম্পত্তি ছাই হয়ে গেছে।

২য় নাগরিক। ভুল শুনেছ, ভুল শুনেছ; ধনসম্পত্তি সব আছে—কিন্তু রহিমের কাছে নয়—কুত্তা কমবক্‌ৎ জিহন আলির কাছে! তারই দুষমণিতে রহিমের গৃহদাহ হয়—পরিবারবর্গ পুড়ে মরে; আর মনের দুঃখে রহিম দেশছাড়া হয়ে গোয়ালিয়রে এসে ভিক্ষাকরে বেড়ায়! সেই থেকে মনের ভেতর শয়তান জেগে আছে! জিহনআলিকে সেই মারবে —যেমন কোরে পারি তার বুকের রক্ত আমার চাই!

৩য় নাগরিক। হো—হো, সঙ্গী মিলেছে ভাল; আমারও আজ ঐ দশা! মনে শয়তান জেগেছে! পাঠানের বেটা পাঠান আমি—জিহনআলিকে জাহান্নামে পাঠাব!

১ম নাগরিক। কেন তোমার সে কি করেছে?

৩য় নাগরিক। কি না করেছে তাই জিজ্ঞাসা কর! সে আমার বাপকে হত্যা করেছে! তাঁর কোন দোষ ছিল না; শাজাদা দারার তরফে তিনি যুদ্ধ কচ্ছিলেন—ডাকু জিহনআলি যে শাজাদার নুন খেয়ে তাঁরই সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফিরছিল, পিতা তা জান্তে পারেন। সেই জন্য শয়তান আমার পিতাকে হত্যা করে। পিতৃমৃত্যুর প্রতিশোধ

নেবার জন্য আমি দিল্লী এসেছি! যেমন কোরে পারি প্রতিশোধ নেব; আমি না পারি, আমার ছেলে আছে, সে আমার স্থানে আসবে। পাঠানের প্রতিহিংসা কেমন জিহনআলি এইবার তা জান্‌তে পারবে?

আরামদাস। খুব জানতে পারবে, খুব জানতে পারবে! তোমাদের এই রসিকরাজের হাতে এই যে খেঁটেটা দেখছ—এইটা হ'চ্চে জিহন-আলির যম! বেশী নয়, একটা ঘা—আর অমনি মটর কোঁ—

১ম নাগরিক। বাবাজি, পারবে? মনে জেনো—জিহনআলি এখন আর একটা কেও কেটা নয়!

আরামদাস। আমরাও আর বড় কেও কেটা নই! দেখতে পাচ্চ না ভায়া, দিল্লী ক্ষেপে উঠেছে! দারা দারা করে রাজপথে লোকে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে! সেই দারাকে মারলে যে, তাকে দেখ্‌তে পেলে কি আর তার পার আছে?

সকলে। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।

(লগুড় ও লোষ্ট্রাদিহস্তে বহুসংখ্যক নাগরিকের প্রবেশ।)

১ম আগন্তুক। শয়তান আসছে; খুব ধূমধাম সাজসজ্জা করে আসছে; সঙ্গে সেপাই, সোয়ার, বরকন্দাজ!

আরামদাস। কুচপারোয়া নেই—আমরাও হন্নে হয়েছি; নাও ভাই সব—যে যার অস্ত্র নাও।

সকলে। ঠিক আছি—ঠিক আছি——

(বহু লোকজনসহ জিহনআলির প্রবেশ।)

জিহন। পথে এত জনতা কেন হাবিলদার?

হাবিলদার। শাজাদা দারার নাম করে কাল থেকে সবাই এই রকম গোল করে বেড়াচ্চে; সঙ্গে সঙ্গে জাঁহাপনাকেও গাল দিচ্চে।

জিহন। কি, সুবেদারকে অপমান! এখনই সব পাকড়াও কর।

হাবিলদার। ধ'ত্তে গেলে মারতে আসে জাঁহাপনা!

জিহন। কি, তোমরা হোলে সব বাদশাই সেপাই—তোমাদের মারবে এই সব রাস্তার কুত্তাগুলো! তোমাদের হাতে বন্দুক নেই?

হাবিলদার। বন্দুক ছাড়তে না ছাড়তে সবাইমিলে বন্দুক কেড়ে নেয়; আর দেখতে না দেখতে বন্দুকের কাঠগুলো গুঁড়িয়ে ছাতু করে ফেলে, আর লোহা চুর করে বলে তুবড়ী বানাব। ও মৌমাছীর চাক জাঁহাপনা -- ঘাঁটাতে গেলেই কিম্ভুত রকম হয়ে পড়ে; কাল থেকে ঢের চেষ্টা হ'চ্চে কিন্তু কোন ফল হল না।

জিহন। বটে! এইবার আমার সামনে সব বেটাদের গ্রেপ্তার কর।

আরামদাস। এসো—গ্রেপ্তার করবে এসো!

২য় নাগরিক। শয়তান, যাবি কোথা?

৩য় নাগরিক। দুষমণ—মারবি আয়?

(সৈন্যগণের অগ্রসর হওন; চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহাদের অনেকের বিকট চীৎকার করিয়া পতন; অনেকের পলায়ন। জিহনআলির প্রতি পুনঃপুনঃ লোষ্ট্র-নিক্ষেপ।)

জিহন। মেরো না—মেরো না, আমি গোয়ালিয়রের সুবেদার!

আরামদাস। তুমি শয়তানের সহচর!

২য় নাগরিক। কুত্তা, তুমি জাহান্নামে যাবে—এখানে কেন?

৩য় নাগরিক। কমবক্‌ৎ, সোনাদানা ঢিলপাটকেল ছাড়া আর কিছু নয়—এইটে বুঝে সরে পড়।

(আহত হইয়া জিহনের পতন।)

জিহন। তোমাদের পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।

আরামদাস। শয়তান, চিন্তে পার ?

জিহন। বাবাজি, তোমার সব ফেরত দেব !

আরামদাস। কত লোককে ফেরত দেবে—যাদের জানে মেরেছ, তাদের ফেরত দেবে কি করে ?

জিহন। দয়া কর, দয়া কর !

আরামদাস। চুপ কর্ শয়তান ; এই দ্যাখ্ দয়া কচ্চি !

(জিহনের মস্তকে লগুড়াঘাত। জিহনের মৃত্যু।)

আরামদাস। চল চল ; শালার বাড়ী লুটব, রাজ্য লুটব !

সকলে। হো হো আল্লা ! তেরেলেল্লা, তেরেলেল্লা, বাহাদুর বাদুস্বা ! [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

--:*:-

মোরাদের সমাধিস্থান।

আমিনা। গীত।

জীবন স্বপনের মত কখন আসে কখন যায়।
কখন সুখ কখন দুঃখ নিমেষে সব মিলায়॥
কখন গুটাবে বেলা,
ভাঙ্গ্‌বে কখন ধূলাখেলা,
কখন জুড়াবে জ্বালা আঁধারে লুকাব কায়।

কেউ জানে না কি হয় শেষে,
যাব কোথায় কেমন দেশে,
জানাজানি চেনাচিনি আছে কি সেথায় হেথায়।
হোক না সে দেশ যেমন তর,
নাইক সেথায় আপন পর,
জীবনের কোলে মরণ সঁপেছি প্রাণ তাহার পায়॥

(স্বগত) বাবাকে আমার কেউ ভালবাসত না! তিনি উদারপ্রকৃতি ছিলেন। সবাই গিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে তাঁকে ভুলাত! আমি ছুটে ছুটে তাঁর কাছে যেতুম; কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে তিনি আমায় দেখ্‌তে পাত্তেন না। তাই বেঁচে থাকতে তাঁর সেবা করতে পাইনি। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই রয়ে গেছে! আর ত এ জায়গা ছাড়ব না! এই ঘরটী যখন ঝাড়ি মুছি, এই কবরের উপর যখন ফুলের রাশি ছড়িয়ে দিয়ে পাখা করি, তখন মনে হয় যেন তাঁরই গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্চি—তাঁকেই বাতাস কচ্চি! যাই, সন্ধ্যা হয়ে এল, এইবার দীপগুলি সাজিয়ে জ্বেলে দি।

(ধীরে ধীরে সিপিরের প্রবেশ।)

সিপির। আমিনা!

আমিনা। এ কে ডাকলে—সিপির! ঠিক দেখছি না ভুল দেখছি?

সিপির। ঠিক দেখছ—তুমি এখানে কেমন কোরে এলে আমিনা?

আমিনা। সে অনেক কথা—তুমি শুনতে চাইচ—তবে বলি। যে দিন আমাদের পিতামহকে সিংহাসন ছেড়ে কারাগারে প্রবেশ ক'ত্তে হল, যে দিন বুঝলুম বিধাতা হতভাগিনী আমিনাকে তার পিতামহের সেবাও

ক'ত্তে দিলেন না—সেই দিন থেকে রাজপুরী আমার নরক হয়ে উঠ্‌লো। তথাপি পিতামহের মুখচেয়ে সেই নরকেই পড়েছিলুম! তারপর যখন শুনলুম নূতন বাদশা তাঁর পুত্রের হাতে আমায় সমর্পণ করবেন, তখন অনন্যোপায় হয়ে একদিন রাত্রের অন্ধকারে অন্তর্যামীকে স্মরণ করে রংমহল থেকে বেরিয়ে পড়লুম। সেই করুণাময়ের কৃপায় এক মহা-পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি আমায় এই শান্তিনিকেতনে এনেছেন; তিনি সন্ধ্যার ছায়ায় আমায় দেখে যান; রাত্রের অন্ধকারে আমার খবর নেন; দুর্য্যোগে দুর্দ্দিনে এসে আমায় রক্ষা করেন। রংমহলের সবাই জানে আমি যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছি। আমি যে এদিকে দিবানিশি বাবার সেবা কচ্চি, আর তোমাদের সবার জন্য খোদাকে ডাকচি—তাত কেউ জানে না! আর আমার কোন ভয় নেই! তুমি আমার সন্ধান কোথায় পেলে?

সিপির। এখনও কি বুঝতে পারনি, যিনি তোমার রক্ষক তিনিই আমার পথপ্রদর্শক! আঃ—বাঁচলুম, তুমি তাঁর আশ্রয় পেয়েছ!

আমিনা। হ্যাঁ সিপির, তিনিই আমায় রক্ষা কচ্চেন। তোমায় কিন্তু আমার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। তুমি খানিক থাকবে, না এখনই চলে যাবে?

সিপির। থাকবার আর সময় কোথা আমিনা, আমি তোমায় শেষ-দেখা দেখতে এসেছি!

আমিনা। ওসব কি বলচ—কিছুই বুঝতে পাচ্চি না! জেঠা জেঠাই কোথা?

সিপির। জেঠাই তোমার ইহসংসারে নাই। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়ে গেছে; প্রখর রবি কিরণে দারুণ পিপাসায় ছট্‌ফট্ ক'ত্তে ক'ত্তে সেই ভীষণ বালুকা সমুদ্রে তিনি ডুবে

মরেছেন। আর তোমার জ্যেষ্ঠতাতের সংবাদ অধিক কি দেব—বিজয়ী সম্রাটের বিজয়স্তম্ভস্বরূপ তাঁর ছিন্নমুণ্ড আজ দিল্লীর তোরণে রক্ষিত হয়েছে!

আমিনা। তবে ত কাল ঠিকই দেখেছি! নিশীথ রজনীতে সেই মহাপুরুষ এসে ঐখানে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকলেন। আমি তখন বাবাকে বাতাস কচ্চি! তাঁর ডাক শুনে বেরিয়ে এলুম। তিনি সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মূর্ত্তিমান নীরবতার ন্যায় অঙ্গুলী মাত্র সঞ্চালন করে সুন্দর আকাশের সুন্দরতম ছায়াপথের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার জন্য আমায় ইঙ্গিত কল্লেন। চেয়ে দেখি ছায়াপথের ধারে এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী নারী এক অলৌকিক সৌষ্ঠবসম্পন্ন পুরুষের রুধিরাপ্লুত দেহ সযত্নে অঞ্চল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্চেন। উভয়েরই ছবি বড় নির্ম্মল, বড় কোমল; উভয়েরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ; উভয়েরই দৃষ্টি পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশের চিত্র আকাশে মিলিয়ে গেল; সেই কামচারী পুরুষকেও আর খুঁজে পেলুম না!

সিপির। মর লোকে ও অমর লোকে সম্বন্ধ আছে; কাল ঠিক সেই সময় সেই মহানিশায় পিতার দেহ প্রাণ বিযুক্ত হয়েছিল!

আমিনা। খুব সংবাদ দিলে সিপির! থাম থাম···একটা কলরব শুনতে পা'চ্চ—অত আলোর ছটা, বাজনার ঘটা কেন বলতে পার?

সিপির। ভ্রাতৃহত্যার মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে—পুত্র পিতাকে হত্যা করে, ভাই ভাইকে প্রাণে মেরে সম্রাট হবে—তাই দেশে আজ আনন্দের ফোয়ারা ছুটেছে!

আমিনা। তাই কি! তাই কি! এই জন্যই কি ঐ উৎসবের বাঁশী বাজচে—এই জন্যই কি ঐ আনন্দের রোল উঠেছে—এই জন্যই কি হিন্দুস্থানের পবিত্র স্থানে রবি শশী তারা তেমনি সুখে উদয়াস্ত

যাচ্চে—এই জন্যই কি ঐ দুর্গপ্রাকারে মোগলের জয়পতাকা সমান গৌরবে উড়ছে!

সিপির। না, আমিনা, না—শুধু তাই নয়—কাণপেতে শোন—ঐ উল্লাসধ্বনির অন্তরালে কি গগণভেদী হাহাকার উঠবার উপক্রম হ'চ্চে—বুঝতে পারবে! এরপর যে নীরবতা আসবে তেমন নীরবতা ভারতে আর কখন আসে নি। সম্মুখের ঐ যবনিকার অপরপারে চেয়ে দেখ! ঐ—ঐ হিমাচলে তুষার পাত বন্ধ হ'চ্চে—ঐ নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী শুখিয়ে উঠ্ছে—ঐ ভারতের বুকখানা ফুটিফাটা হয়ে যাচ্চে—ঐ গগণস্পর্শী পর্ব্বতের প্রস্তররাশি খসে খসে হিন্দুস্থানের মোগল পাঠানকে পিষে ফেলতে আসছে! আর এ দেশে থাকবো না। পিতার আদেশে, ফকীরের উপদেশে, নিজের অন্তরের নির্দ্দেশে দেশে দেশে ভারতে মোগলের এই দুর্ম্মতির কথা প্রচার করে বেড়াব। তৈমুরলঙ্গের একটী বংশধরও যদি সতর্ক হয়—সময় থাকৃতে সাবধান হয়—তাহলেও জীবন সার্থক হবে। আমি চল্লুম আমিনা, জীবনব্রত উদ্‌যাপন ক'ত্তে চল্লুম। কবরের উপর ঐ যে আলো জ্বেলেছে—ওরই পাশে আমার জন্য একটী দীপ জ্বেলে দিও।

[সিপিরের প্রস্থান।

আমিনা। যাও, সিপির, যাও—তোমার জন্য দীপ বাইরে জ্বলবে না; আমিনার অন্তরে সে দীপ চিরদিন জ্বলচে!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রোশেনারার কক্ষ।

রোশেনারা। (স্বগত) তাইত! বাক্সটা কোথায় গেল! এই যে এইখানে দেখলুম ; এর মধ্যে আর নেই! কেউ লুকিয়ে ফে'ল্লে নাকি? বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। শাজাদি!

রোশেনারা। বাক্সটা কোথা রে?

বাঁদী। কি বাক্স?

রোশেনারা। সেই সেইটে—যেটা খোলবার পর থেকেই বাবার চক্ষু গিয়েছে!

বাঁদী। আমি তা কেমন করে জানব শাজাদি?

রোশেনারা। বিদ্রূপ রাখ বাঁদী—বল কোথায় রেখেছিস?

বাঁদী। বেগম সাহেবার কথার কি উত্তর দেব? কি জিনিশ তার নাম নেই, কে আনলে তা জানিনে, অথচ এই বুড়ীকে ধরে টানাটানি! আমিত আর জান নই শাজাদি, যে মনের কথাটা গুণে বলে দেব।

রোশেনারা। এঁ্যা—সে কি—সে কি! না, তুই নিশ্চয় জানিস। বাঁদী, তুই অনেক কালের লোক ; যা চাইবি তাই দেব! এই নে—হীরের বালা পরগে—বল, বাক্সটা কোথা?

বাঁদী। কি বাক্স!

রোশেনারা। কাল যেটা আনলি?

বাঁদী। আমি ত কিছুই জানিনে! আচ্ছা শাজাদি, আপনি যেটার উপর বসে রয়েছেন, ও বাক্সটা ত কখন দেখিনি; ঐটে নয় ত?

রোশেনারা। হ্যাঁ—এইইত! তুই যা—

বাঁদী। শাজাদি, এটায় কি কোন নূতন খেলনা আছে?

রোশেনারা। হ্যাঁ হ্যাঁ; তুই যা—

বাঁদী। চল্লুম শাজাদি, আপনি খেলুন; যতদিন খেলা ধূলায় কাটাতে পারেন ততদিনই সুখ।

[প্রস্থান।

রোশেনারা। (স্বগত) বাঁদী বলে কি? রোশেনারা খেলা করবে; আগ্নেয় পর্ব্বত হিমগিরিতে পরিণত হবে? মরুভূমিতে মলয়ানিল বইবে! না—না, রোশেনারা যেমন তেমন খেলা খেলবে না। এতদিন পরে তার খেলার সামগ্রী মিলেছে বটে, কিন্তু সে যখন খেলায় বসবে তখন হিমাচল ধূধূ করে জ্বলে উঠবে—মলয়ানিল মরুমরুৎকে হার মানিয়ে অগ্নিবর্ষণ ক'ত্তে থাকবে—মুহূর্ত্তে মহাসমুদ্র শুখিয়ে যাবে। তার খেলা আরম্ভ হলে বেহেস্তের হুর কেঁপে উঠবে—জাহান্নাম থেকে জিন ছুটে আসবে—পাতাল থেকে দৈত্যদানব উঁকি মারবে। দুনিয়ায় যা কেউ পারে নি রোশেনারা তাই করেছে; সে নারী হয়ে নরমুণ্ডের খেলনা গড়িয়েছে! তার সঙ্গে অন্যের তুলনা! (বাক্স খুলিয়া দারার মুণ্ড দেখিতে দেখিতে) দারা দারা! কেন তুমি অত হাসতে? কেন নাদিরা তোমায় অত ভালবাসত? তুমি কি জানতে না, রোশেনারা সুখের ছবি দেখতে পারে না—কারুকে হাসতে দেখলে তার বুকের রক্ত ফুটতে থাকে! তুমি কি বুঝতে না, তার চাঁদের আলোয় চোখ ঝলসে যায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা

জ্বালা করে, বিহঙ্গের কলধ্বনিতে কর্ণ বধির হয়! তুমি কি ভুলে গিছলে তার সিরাজী পানে মত্ততা আসে না, সোনারূপার দিকে সে চাইতে পারে না, আমোদআহ্লাদে তার মন মজে না! তোমার বোঝা উচিত ছিল আমি রোশেনারা—আমার রুধিরোৎস না দেখলে আনন্দোৎস ছোটে না—নরকপাল না পেলে ধমনীতে ধমনীতে উৎসাহের বিদ্যুৎ খেলে না! না—আর কিছু ভাল লাগে না—কিছুতে আর মন উঠছে না। এবার আমি অস্থির মালা পরব—অস্থির বালা গড়াব—অস্থির মুকুট প্রস্তুত কোরে মস্তকে ধারণ করব—অস্থির শয্যা রচনা করে তাইতে শোব! আমি আকাশের উল্কা হব—গ্রহ হতে গ্রহে ছুটে যাব—নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব—সৌরজগৎ হতে সৌরজগতে অনর্থের সৃষ্টি করে বেড়াব! আমি অগ্নিবৃষ্টি করে পৃথিবীকে ভস্ম করব—আমি রাহু হয়ে চাঁদকে গ্রাস করব—আমি প্রলয়ের অন্ধকার হয়ে ব্রহ্মাণ্ডকে ডুবিয়ে দেব! যে পথে চলেছি তার শেষ দেখব—শেষ দেখব—শেষ দেখব!

(বাঁদীর প্রবেশ এবং ভীতভাবে দূরে অবস্থান।)

(প্রকাশ্যে) কি খবর বাঁদী ?

বাঁদী। নূতন সম্রাট আপনাকে ডাকচেন ?

রোশেনারা। আচ্ছা তুই যা—আমি যাচ্চি। (দারার মুণ্ড লইয়া গমনকালে) বাদশারও ঘুণিয়ে এসেছে—তাই এইমুখে আমায় ডেকেছে!

[প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক।

পটপরিবর্ত্তন।

ময়ূরসিংহাসন সম্মুখে আরঙ্গজেব।

আরঙ্গজেব। (স্বগত) কেন এ ঘরে আসি? থাকতে পারি না! থাকতে পারি না! জেগে জেগে যে জিনিশ ভেবেছি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে জিনিশ দেখছি—তাকে কি না দেখে থাকা যায়! একি! এক দিনও ত এমন দেখিনি; সিংহাসনে ও কিসের ছায়া পড়চে? ছায়া যে ঘন হতে ঘনতর—গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে! ঐ ছায়ার মধ্যে ও কার ছায়ামূর্ত্তি? ঐ ছায়ায় অঙ্গ ঢেকে তক্তাউসে ও কে বসে রয়েছে? মোরাদ—মোরাদ! এই চোখেই যে তোমায় মরতে দেখেছি! তবে কি এ দেহ গেলে আবার দেহ হয়? মানুষ কি পৃথিবী ছেড়েও ছাড়তে পারে না? উঃ কি ভয়ানক হাসি—কি তীব্র কটাক্ষ! কেন অমন কোরে চাইচ মোরাদ—কেন অমন কোরে হাসছ? আমার এই সাকারা মানসী প্রতিমাকে হরণ করবে? আমার এই স্বপ্নের কুসুমকলিকাটা ছিঁড়ে দেবে? আমার এই কল্পনার কল্পলতাটাকে উপড়ে ফেলবে? না না, অমন কোরে হেসো না—অমন কোরে চেয়ো না—অমন কোরে আমায় জীবন্তে দগ্ধ কোরো না! চক্ষু, একবার বল—ভুল হয়েছে, যা দেখছি তা ঠিক নয়! কই—কিছুই ত বদলাল না! সেই হাসি, সেই চাউনি সমান রয়েছে! না—পারবো না—পারবো না; তক্তাউস চাই না! মোরাদ, যদি এসেছ—দয়া করে প্রেতপুরী থেকে ঝড় নিয়ে এসে ময়ূরসিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে যাও; আমি মাটিতে খাব—মাটিতে বসব—মাটিতে শোব!

(রোশেনারার প্রবেশ।)

রোশেনারা। হাঃ হাঃ হাঃ, আপন মনে বকচে—আমারই রোগে ধরেছে!

আরঙ্গজেব। চেঁচিয়ে কথা ক'সনে বোন! কবর থেকে মানুষ উঠে এসেছে—ছায়ালোক থেকে ছায়া এসে সিংহাসন জুড়ে বসেছে! ঐ ছাখ্, ঐ ছাখ্! কৈ আর তো নেই! চলে গেছে, চলে গেছে! তোকে দেখে বুঝি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে! কিন্তু একি হল? ময়ূর সিংহাসন তুলে নিয়ে অহি সিংহাসন রেখে গেল! পালিয়ে আয়, রোশেনারা, পালিয়ে আয়! ওর ধাপে ধাপে কাল ভুজঙ্গম; ওর প্রত্যেক মণি ফণীর মাথায় জ্বলচে! উঃ কি গর্জ্জন—কি গর্জ্জন! কালসাপ গজরাচ্চে! শুনতে পাচ্চিস্ রোশেনারা?

রোশেনারা। বাহোবা কি বাহোবা! আরঙ্গজেব, তুমি বেশ আছ; সাপ দেখছ—ভূত দেখছ—প্রেত দেখছ! আর আমি কি দেখছি দেখবে? দেখ দেখ, প্রাণভরে দেখ—নেশাটা জমবে ভাল!

(দারার মুণ্ড প্রদর্শন।)

আরঙ্গজেব। রোশেনারা, তুই কি সাপিনী না বাঘিনী, পিশাচী না প্রেতিনী!

রোশেনারা। আমি সাপিনী নই, বাঘিনী নই, পিশাচী নই, প্রেতিনী নই! আমি রোশেনারা! আমি বাঘিনীর সঙ্গে সই পাতাই—নিজের মাই দুধ দিয়ে সাপ পুষি—ঈসারায় ভূতপ্রেত ওঠাই বসাই! (দারার মুণ্ড লুফিতে লুফিতে) বারে বা—আরঙ্গজেবের চোখে জল! মরুভূমিতে ফুল ফুটেছে! দিন দুপুরে তারা উঠেছে! বড় বেঁচে গেছ আরঙ্গজেব! মোরাদ খালি হাসত, দারা কাঁদতে জানত না! তারা সবাই গেছে—তাদের সবাইকে মুছে ফেলেছি!

(অন্ধ শাজাহানের প্রবেশ।)

শাজাহান। আরঙ্গজেব! রোশেনারা!

(নিঃশব্দে শাজাহানের পার্শ্বে আসিয়া রোশেনারার অবস্থান।)

আরঙ্গজেব। পিতা—পিতা! বড় দুর্দ্দিন—বড় দুর্য্যোগ! যেদিকে চাইচি সেই দিকটা জ্বলে উঠছে, যা ধর্ত্তে যাচ্চি তাই খসে যাচ্চে! অতলস্পর্শ গহ্বরে ডুবতে বসেছি—কেউ ধরবার নেই, কেউ দেখবার নেই! কোথায় যাব—কি করব—কে আশ্রয় দেবে!

শাজাহান। (এক হস্ত রোশেনারার মাথায় রাখিয়া, অপর হস্তে আরঙ্গজেবকে ধরিয়া) আমার বুকে এসো আরঙ্গজেব! জানি না কোন অলক্ষ্য শক্তির রহস্যময় বিধানে নিভৃত কারাগারের নির্জ্জন কক্ষে বসে আমার ভগ্নহৃদয়ের ভগ্নতন্ত্রী তোমাদের অস্ফুট মর্ম্মবেদনায় বেজে উঠল। তোমাদের প্রতি কথা, প্রতি কাতরোক্তি একটী একটী ক'রে আমার কাণে আসতে লাগল! হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, খোদার পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলুম! লহরের উপর লহর ছুটতে লাগল—সেই ঢেউ তোমার চোখে লেগেছে! মাটিতে বিছানা পেতে মাটিতে শুইও আরঙ্গজেব! ময়ূর সিংহাসনের পানে আর তাকিও না! রোশেনারা, কি খেলনাই গড়িয়েছিলি মা! যা দেখে আমিও অন্ধ হলুম, তুইও উন্মাদিনী হলি! আয় মা আয়; তোর হাত ধরে আরঙ্গজেবকে নিয়ে একবার জগৎবাসীর সামনে দাঁড়িয়ে মন খুলে, প্রাণখুলে, মুক্তকণ্ঠে বলি :—

ধন দৌলত কেউ চেও না, সাধ করে বাসনার জালে কেউ বদ্ধ হয়ো না; উন্মুক্ত আকাশ, উন্মুক্ত বাতাস, উন্মুক্ত পৃথিবীর মত পবিত্র সামগ্রী আর কিছুই নাই!

যবনিকা পতন।